ওয়েস্টার্ন ১০৯

মোকাবেলা

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এক

বেশ আগেভাগেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে নিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে। মিডৌ-র চারপাশে গাছে-ছাওয়া রিজগুলো খাড়াভাবে উঠে গেছে গ্রানিট চূড়ার দিকে, এখনও বিদায়ী বসন্তের বরফের শাদা আস্তরণ দেখা যায় ওখানে। কাছেই বয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়নের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা একটা নদী; ওটার পানির ঠাণ্ডা ধারা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে গাঢ় নীলচে-ধূসর ছায়াগুলোর শীতল ভাব।

অটো ফ্রেসার'স স্টেজ স্টেশনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক স্লেড। গাঁয়ের ক্যানভাস কোটটার কলার টেনে ওপরে তুলল ও—ঢাকা পড়ল কান দুটো। সামান্য বেঁকে গেল ওর কাঁধ, শীত ঠেকানোর চেষ্টা। ক্যানিয়ন রোডটা যেখানে মিডৌ-র ঢালু সীমানার ওপাশে অদৃশ্য হয়েছে এতক্ষণ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল স্লেড। অপেক্ষা করছে। আচমকা ফ্রেসারের কুকুরগুলো তার স্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, ঘাড় ফিরিয়ে কারসন স্টেজের দিকে তাকাল ও। লোয়ার ক্যানিয়ন থেকে উঠে এসে স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটা। ব্রিজফোর্ড হয়ে অলটায় যাবে স্টেজ।

শশব্যস্ত হয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অটো ফ্রেসার, চেহারায় অমায়িক ছাপ। স্টক টেন্ডার পিট ডিলং দ্রুত পায়ে কোরাল থেকে বেরিয়ে এল স্টেজের কাছে। স্টেজ ড্রাইভার জো ব্যাটলস ওর দিকে ছুঁড়ে দিল হাতের লাগাম, লুফে নিল সে, তারপর চটপট ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর বাঁধন আলগা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্লোক পরা এক যাত্রী, একটা মেয়ে, রাজকীয় স্টেজটার উঁচু সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে ইতস্তত করছে দেখে তার দিকে ছুটে গেল অটো ফ্রেসার; তার সাহায্যে আলতো অথচ নিশ্চিত পা ফেলে নেমে এল মেয়েটা, মৃদু কণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল ফ্রেসারকে। কুয়াশা ঘেরা গোধূলি লগ্নে

তার সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন হাজার তারের কাঁপন তুলল স্লেডের মনে, রেশ লেগে থাকল কানের পর্দায়, মুহূর্তের জন্যে উদাস হয়ে গেল যেন ও।

কিন্তু মিডৌ-র উঁচু কিনারায় ফের খুরের আওয়াজ হতেই সেদিকে নজর ফেরাল স্লেড। আবার কেউ একজন আসছে। অচিরেই একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। স্টেজ স্টেশনের দিকেই আসছে। মাঝপথে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল একবার লোকটা, যেন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছে। আবার যখন সামনে বাড়ল সে, খুবই শ্লথ মনে হলো তার গতি।

দ্রুত হাতে কোটের বোতাম খুলে ফেলল জ্যাক স্লেড, ঝাপটা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল কোটের কিনারা। কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা মুক্ত হয়ে গেল। আগে নিশ্চিত হতে হবে, আপন মনে ভাবল স্লেড। অপেক্ষা করতে লাগল ও। স্টেশন বিল্ডিংয়ের ছায়ায় বলতে গেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, একটুও নড়ছে না। দূরত্ব চল্লিশ গজে নেমে আসার পর ঘোড়া আর তার আরোহীর পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকল না স্লেডের মনে, তবু দূরত্ব আরও কমে আসার অপেক্ষা করল। বিশ গজ দূরে তখন রাইডার, এমন সময় ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল স্লেড, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল নবাগতের উদ্দেশে।

'স্টার হর্সের পিঠে বসে আছ তুমি, ইভানস! জলদি নেমে পড়ো স্যাডল থেকে!'

বিস্মিত কণ্ঠে ককিয়ে উঠল ঘোড়সওয়ার, 'স্লেড! জ্যাক স্লেড!'

'হ্যাঁ,' বলল স্লেড, 'এতক্ষণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি। এবার নেমে পড়ো স্যাডল থেকে!'

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল ঘোড়সওয়ার, কোন কথাও বলল না; তারপর আচমকা সামনে ঝুঁকে পড়ল, কুঁকড়ে গেছে যেন; আদেশ উপেক্ষা করতে যাচ্ছে ইভানস, বুঝতে পারল স্লেড। কর্কশ কণ্ঠে লোকটাকে আবার সতর্ক করল ও।

'বোকামি করো না, ইভানস! পালাতে পারবে না তুমি!'

কিন্তু ওকে অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার পেটে সজোরে স্পার দাবাল রাইডার। আচমকা আঘাতে চমকে উঠল ঘোড়াটা, প্রায় চোখের পলকে ওটাকে ঘুরিয়ে নিল ইভানস, পরক্ষণে পিস্তল উঠে এল তার হাতে; ঘোড়ার উঁচু হয়ে থাকা মাথা আর কাঁধের মাঝের ফাঁক দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল।

ট্রিগার টানল সে একবার। এবং আবার আগুন ওগড়াল তার পিস্তল। চাপা গর্জন শোনা গেল। স্লেডের একেবারে গা ঘেঁষে স্টেজ স্টেশনের দেয়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল সীসার একটা টুকরো; দ্বিতীয় বুলেটটাও মাত্র গজ খানেক দূরে মাটিতে আঘাত করে ছিটকে দূরে অন্ধকার ছায়ায় মিলিয়ে গেল। তৃতীয় গুলির জন্যে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, গম্ভীর চেহারায় ভাবল স্লেড। দ্রুত যত্নের সঙ্গে নিশানা স্থির করে গুলি চালাল ও। একটাই যথেষ্ট। লাফাচ্ছিল ঘোড়াটা, রাইডারকে নিয়ে আরেকবার লাফিয়ে উঠল ওটা, তারপরই ফাঁকা স্যাডল নিয়ে ওটাকে দৌড়ে পালাতে দেখতে পেল সবাই, অন্ধকার মাটিতে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকল রাইডার।

স্টেজ কোচের আশপাশে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা বিরাজ করল। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করেছে ঘোড়াগুলো, ওদের সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পিট ডিলং। বিড়বিড় করে একটা খিস্তি ঝেড়ে ওকে সাহায্য করতে আসন থেকে নেমে এল ড্রাইভার জো ব্যাটলস, চেহারায় বিস্ময়। জো ব্যাটলসের পাশে ওপরে বসেছিল আরও দুজন মাইনার, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল তারাও। আরেকজন আরোহী দাঁতের ফাঁকে আধপোড়া একটা সিগার ঝুলিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল স্টেজ থেকে।

কাছে থেকেই চড়া গলায় ডেকে উঠল অটো ফ্রেসার, 'জ্যাক! জ্যাক স্লেড, ঠিক আছ তো তুমি?'

'হ্যাঁ,' ভারি গলায় জবাব দিল স্লেড।

ওপাশে পড়ে থাকা লাশটার দিকে আরও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও, তারপর পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে পা বাড়াল স্টেজের দিকে।

'কেড্ ইভানসকেই তো তুমি সন্দেহ করেছিলে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেসার।

'হ্যাঁ, ইভানসই। তবে এভাবে ফয়সালা করতে চাইনি আমি। এমন হতে পারে আদৌ চিন্তাও করিনি। কিন্তু কি করা, ওর কপালে মৃত্যু লেখা ছিল! হেলায় সুযোগ হারিয়েছে!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল অটো ফ্রেসার। 'ওরা কোনদিনই বুঝতে শেখে না, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেরি করে ফেলে!'

'ঘোড়াটা—?'

'শাদা বুঁটিঅলা লাল রোয়ানটাই,' বলল স্লেড। 'অরিগন থেকে ওটাকে এনেছিলাম আমি আর হ্যানলন। এমন ঘোড়া খুব একটা চোখে পড়ে না। সহজে শনাক্ত করা যাবে এমন ঘোড়া চুরির কথা কেউ চিন্তা করবে বিশ্বাস হয়?'

'ইভানসরা কখনও এত ভেবেচিন্তে কাজ করে না,' বলল ফ্রেসার, 'সেজন্যেই তো এমন পরিণতি হয়: বন্দুকের গুলি কিংবা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ হারায় শেষ পর্যন্ত।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা।

স্টেশনের সামনে এখন আরও গাঢ় হয়ে এসেছে অন্ধকার। এবার অন্ধকারে বিদ্রূপের সুরে কথা বলে উঠল আধপোড়া চুরুটঅলা সেই যাত্রী, 'খুন খারাবী তোমার কাছে পানির মত সহজ, তাই না, স্লেড?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল স্লেড, দুচোখ ছোট করে তাকাল বক্তার দিকে, তারপর সোজাসাপটা জবাব দিল।

'আচ্ছা, এ যে দেখছি মিস্টার মিলো ট্যালন! আজ একা যে, অবাক কাণ্ড! তোমার বজ্জাত ওঅচ ডগটা কই, ট্যালন? লার্ক ব্রিন্টন কোথায়? নাকি আজকাল ওকে ছাড়াই চলাফেরা করার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছ তুমি! ও, কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে—হ্যাঁ, আমার জিনিস কেউ চুরি করার চেষ্টা করলে—সে যেই হোক—আমি তাকে ছাড়ি না। তোমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না, কথাটা মনে রেখ!'

'বাজে প্যাচাল, স্লেড, যতসব ফালতু কথা!' মিলো ট্যালনের কণ্ঠে কিঞ্চিত ক্ষোভের আভাস পাওয়া গেল। 'এর জন্যে একদিন তুমি পস্তাবে। অনুতাপ করতে হবে শেষ পর্যন্ত!'

চুরুটটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল মিলো ট্যালন, তারপর ঘুরে এগিয়ে গেল স্টেশনের দরজার দিকে, ঢুকে পড়ল ভেতরে। অটো ফ্রেসারের স্ত্রী আর মেয়ে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করছে ওখানে, লম্বা সেন্টার টেবিলে খাবার সাজানোর তোড়জোর করছে। মুহূর্তের জন্যে লোকটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল স্লেড। সহসা হালকা মিষ্টি একটা সুবাস কেড়ে নিল ওর সমস্ত মনযোগ, ঘাড় ফিরিয়ে ক্লোক পরা ছিপছিপে সেই মেয়েটার দিকে তাকাল ও। স্টেশন-দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

দৃঢ় এবং ঋজু তার দাঁড়াবার ভঙ্গি। যদিও এখন পর্যন্ত স্লেডের সঙ্গে কোন কথা বলেনি সে, তবু ওর মনে হলো ওকে বিচার করে ইতিমধ্যে রায় ঘোষণা

করে দিয়েছে মেয়েটা। এ মুহূর্তে পরিপূর্ণ অসন্তোষের সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সম্পর্কে মেয়েটার মনে নির্ঘাত বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, ভাবল স্লেড। কিছু না ভেবেই আচমকা যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে কথা বলে উঠল ও।

'কেড্ ইভানস্ ঘোড়া চুরি করেছিল, ম্যাম। ওকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম!' এবার সামনে বাড়ল স্লেড, দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধ, সুঠাম শরীর। স্টেজ কোরালে বাঁধা ছিল ওর ঘোড়াটা; ঘুরে সেখানে চলে এল স্লেড, স্যাডলে চেপে এগিয়ে গেল রোয়ানটাকে ফিরিয়ে আনবে বলে। এখনও মিডৌ-র উঁচু প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা, আতঙ্কিত এবং উত্তেজিত জানোয়ারটার নাগাল পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওটাকে ধরতে পারল স্লেড, ততক্ষণে একটা দুটো করে তারা জ্বলে উঠতে শুরু করেছে আকাশে, মিটমিট করছে দূর-চূড়ার কাছে। নদীর তীর বেয়ে উঠে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, বাড়িয়ে দিচ্ছে শীতের প্রকোপ।

পিট ডিলং আর জো ব্যাটলসকে দেখতে পেল স্লেড, কাঠের স্লেজঅলা একটা ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে, ওরা কি বহন করছে অজানা নেই স্লেডের; ওদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল ও। কিন্তু ইশারায় ওকে নিষেধ করল জো ব্যাটলস।

'আমি আর পিটই ওকে আনতে পারব, জ্যাক।'

এমনিতেই অল্পকথার মানুষ জ্যাক স্লেড, তারওপর খানিক আগে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা আরও গম্ভীর করে তুলেছে ওকে, দুজনকে ছোট করে ধন্যবাদ জানাল ও।

'তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম আমি।'

এগিয়ে গেল ব্যাটলসরা। ঘুরে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক স্লেড। ঘোড়া দুটো ওখানে বেঁধে স্টেশনের পেছনে এসে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল নিজেকে, তারপর পেছন-দরজা গলে কিচেনে ঢুকল। কিচেনের পরিবেশ উষ্ণ; সাপারের সুবাসে ম্-ম্ করছে চারপাশ। বিশাল শরীরের অধিকারী মিসেস লুসি ফ্রেসার, ইতিমধ্যে মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবে এখনও পুরোপুরি শক্তসমর্থ রয়েছে সে; সতেরো বছরের মেয়ে জেনি ফ্রেসারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছিল, থেমে ওর দিকে তাকাল দুজন।

সেই তরুণ বয়সে একটা প্রেইরি স্কুনারে চেপে এই দূর পশ্চিমে এসেছিল

লুসি ফ্রেসার; জানে এখানকার অধিবাসীদের ওপর জীবনের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোর প্রভাব কত প্রবল। এই বুনো জনপদের চাহিদা মিটিয়ে টিকে থাকার জন্যে কি করা দরকার বোঝে। সহানুভূতি ভরা দৃষ্টিতে স্লেডের দিকে তাকাল সে, তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে স্লেডের চোখে ফুটে ওঠা বিষণ্ণতার ছাপ ধরা পড়ল; ওর বিষণ্ণতা দূর করার জন্যেই যেন কথা বলে উঠল মহিলা।

'জ্যাক স্লেড, তোমার স্কিপ অস্টিন ছোকরাকে বলে দিয়ো এরপর যদি আমার ফরমাশ মোতাবেক,মসলাপাতি না নিয়ে এখানে আসে তাহলে কপালে দুঃখ আছে তার, আমার আসল চেহারা টের পাবে ও! আচ্ছা, তুমিই বলো, ঠিক মত যদি মসলাপাতি না পাই আমি, তাহলে কি করে মজার মজার তরকারি রাঁধব? আমার মনে হয় খোদা যদি তার মাথার সঙ্গে কানজোড়া জুড়ে না দিত তাহলে ওগুলোর কথাও বেমালুম ভুলে যেত অপদার্থটা!'

মহিলার এভাবে কথা বলার কারণ বুঝতে পারল স্লেড, শক্ত চোয়ালে ঢিল দিল ও, একটু কুঁচকে গেল দুচোখের কোণ।

'বকে দেব ওকে আমি,' কথা দিল স্লেড, 'আসলে মুশকিলটা কোথায় জানো, লুসি, স্কিপ এদিকে রওনা হওয়ার পর জেনির সঙ্গে দেখা করতে এত ব্যাকুল হয়ে যায় যে অন্য কোন কিছু সে ভাবতেই পারে না!'

স্লেডের এ কথায় লাল হয়ে গেল জেনি ফ্রেসারের চোখমুখ। মেয়েটা দেখতে চমৎকার, নিজস্ব স্বাধীন একটা পরিচ্ছন্ন মন আছে। প্রতিবাদ স্বরূপ চিবুক সোজা করে স্লেডের দিকে তাকাল ও।

'স্কিপ এলেই হলো,' বলল সে, 'আর কিছুর প্রয়োজন নেই আমার।'

'বাহ, চমৎকার বলেছ, লক্ষ্মী মেয়ে!' তারিফ করে বলল স্লেড, লুসি ফ্রেসারের দিকে ফিরে যোগ করল: 'এরকম একটা কিচেন এবং তোমাদের মত মানুষ না থাকলে এই পৃথিবী একটা অন্ধকার নরকে পরিণত হত নির্ঘাত!'

ওকে কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল লুসি ফ্রেসার, করুণার্দ্র হৃদয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপর যেন মনের ঝাল ঝাড়তেই চুলোর ওপর সজোরে একটা পট বসাল।

'একটু আগের ঘটনাটা আসলে ভয় পাইয়ে দেয়ার মত, আমার অন্তর কাঁপিয়ে দিয়েছে!'

'মানুষটা এত ভাল,' আপনমনে বলল জেনি, 'বিশ্বাসই হতে চায় না ওই লোকই কিভাবে অমন—'

'যা উচিত ঠিক সেটাই করে জ্যাক স্লেড,' বাধা দিয়ে বলে উঠল লুসি ফ্রেসার। 'অন্য সবার মত স্থান-কালের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই নিজেকে ওভাবে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে ও। তোমার বাবাকে দেখেছি না আমি—!' যাক গে, বাদ দাও ওসব কথা। একটা জিনিস কেবল মনে রাখার চেষ্টা করো: প্রতিটি মানুষ তার স্থান-কালের প্রয়োজন মাফিক গড়ে তোলে নিজেকে; কেউ ভাল থাকে, কেউ বা মন্দ হয়ে যায়; শক্তিমান হয়ে ওঠে কেউ, কেউ আবার দুর্বলতার কারণে হার মেনে নেয়। মোট কথা স্থান আর কাল মানুষকে যাচাই বাছাই করার পর তার গায়ে একটা নির্দিষ্ট ছাপ এঁকে দেয়। এখানে সেই পরীক্ষায় টিকে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কথাটা মাথায় গেঁথে নাও, ইয়াং লেডি, এরই ভিত্তিতে বিচার করার চেষ্টা করবে মানুষকে। অনেক কথা হলো; ওদিকে আরও বিস্কুট লাগবে প্যাসেঞ্জারদের, জলদি হাত চালাও দেখি এবার!'

সেন্টার টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছে অটো ফ্রেসার, ওর ডানে বসেছে স্টেজের মেয়েটা। এই প্রথমবারের মত তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল স্লেড।

পঁচিশের কাছাকাছি হবে মেয়েটার বয়স, আন্দাজ করল ও; মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল দেখা যাচ্ছে; নিখুঁত কমনীয় চেহারা, তবে এই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে আছে। কিঞ্চিৎ অসন্তোষ মেশানো দৃষ্টিতে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। স্টেজে চেপে ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া সত্ত্বেও রুচিশীল পোশাকে পরিচ্ছন্ন এবং তরতাজা দেখাচ্ছে তাকে।

ফ্রেসারের বাম দিকে বসেছে মিলো ট্যালন, তীক্ষ্ণ চেহারা তার, দুঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে ঠেসে রয়েছে; অস্থির দৃষ্টি দুচোখে, হিসাব কষছে যেন। অগোছালো অবস্থা তার, পরনের কাপড় আলুথালু, দাগ লেগে আছে এখানে-ওখানে। চুপসে যাওয়া চোয়ালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গিজগিজ করছে। টেবিলের মাঝ বরাবর পাশাপাশি আসন নিয়েছে দুই মাইনার, ওদের ঠিক উল্টোদিকেই বসে আছে জ্যাক স্লেড। খানিক বাদেই জো ব্যাটলস আর পিট ডিলং এসে ওর পাশে বসল। কৃষ্ণাঙ্গ ডিলং চুপচাপ খাবার শেষ করল দ্রুত, তারপর কোরালের বাকি কাজ শেষ করবে বলে বেরিয়ে গেল আবার।

তেমন কথাবার্তা হলো না। অটো ফ্রেসার চাপা গলায় এক আধটা কথা বলল পাশের মেয়েটার সঙ্গে, কথার ফাঁকে বেশ কবার মাথা দুলিয়ে স্লেডের

দিকে তাকাল ফ্রেসার। পরে মিলো ট্যালনের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু পাত্তা পেল না, স্রেফ সংক্ষিপ্ত একটা জবাব শুনতে পেল। এরপর আর নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করল না ফ্রেসার।

অনেকটা যন্ত্রের মতই খেয়ে চলল জ্যাক স্লেড, গম্ভীর মনে ভাবছে: মানুষের মন যত খারাপ কিংবা ভাল থাকুক না কেন, খুত-পিপাসার কাছে ঠিকই পরাভূত হয়! আসলে এটাই মানুষের আসল চেহারা—ক্ষুধার্ত পশু!

টেবিলের ওমাথায় মৃদু নড়াচড়া ওর মনযোগ কেড়ে নিল, তাকাল স্লেড। উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, ভেতর দিকের একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। ফ্রেসারদের লিভিং কোয়ার্টারে গেছে ওটা। ওর পাশে বসা জো ব্যাটলস হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'যদ্দূর মনে পড়ে মেয়েটার সঙ্গে ওর চেহারার প্রচুর মিল আছে, তোমার কি মনে হয়?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্লেড। 'কার কথা বলছ? কার সঙ্গে চেহারার মিল আছে, জো?'

'কেন পিটার হল্ট! ওরই তো বোন মেয়েটা!'

'পিট হল্টের বোন! সত্যি?'

'বিলকুল,' পাল্টা জবাব দিল জো ব্যাটলস। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি জানো। কারসন-এ আমার স্টেজে ওঠার সময় আমার কাছে তোমার আর হ্যানলনের কথা জিজ্ঞেস করছিল। জানতে চেয়েছে তোমাদের আমি চিনি কিনা। তোমাদের চিনি বলার পর নিজের পরিচয় দেয় ও আমার কাছে। বলল তুমি আর হ্যানলন নাকি ওর আসার অপেক্ষা করছ।'

'তা করছি,' স্বীকার গেল স্লেড, 'কিন্তু এত জলদি এসে পড়বে ভাবিনি। হল্টের বোন! বলে কি! তাজ্জব ব্যাপার! তুমি নিশ্চিত, জো?'

'আমাকে তো সেরকমই বলল মেয়েটা,' আবার জানাল জো ব্যাটলস।

টেবিলের কিনারা বরাবর এগিয়ে এসে স্লেডের কাঁধে একটা হাত রাখল অটো ফ্রেসার।

'মেয়েটা এখন লুসির পারলারে আছে, জ্যাক। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, তবে কি কথা তা বলতে পারব না আমি।'

'এইমাত্র জো-র কাছে জানতে পেলাম ও নাকি পিট হল্টের বোন,' ব্যাখ্যা দিল স্লেড।

টেবিলে সজোরে একটা চাপড় কষাল ফ্রেসার।

'তাই তো বলি, চেনা চেনা লাগে কেন! ওকে দেখার পর থেকে বারবার পিটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। আহা বেচারি! এখন ভাইটার কবর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না!'

'আমি আর হ্যানলন,' বলল স্লেড, 'ধারণা করেছিলাম সামারের শেষ নাগাদ কিংবা ফল-এ আসবে মেয়েটা। কিন্তু আগেই এসে পড়েছে ও! আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়াল স্লেড। পকেট থেকে পাইপ বের করে তাতে তামাক ভরতে শুরু করল, পরক্ষণে কি ভেবে পাইপটা আবার পকেটে ঢোকাল।

'মেয়েটা হয়তো পছন্দ করবে না,' বলল আপনমনে।

বিল্ডিংয়ের পশ্চিম প্রান্তে ফ্রেসারদের লিভিং কোয়ার্টার। পারলারটা আকারে তেমন বড় না হলেও আরামপ্রদ; লুসি ফ্রেসারের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে এই কামরাটার প্রতি, এটার জন্যে সে গর্ব করে, কারণ এখানে চেয়ার টেবিল বাদেও ঘোড়ার পশমে ঠাসা একটা রাউন্ড ব্যাকড কাউচ আছে। এখানে আসার সময় পুব থেকে কাউচটা নিয়ে এসেছিল, খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে আজও।

স্লেডকে কামরায় ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, আগের মতই দৃঢ় ঋজুভঙ্গি। সরাসরি স্লেডের চোখের দিকে তাকাল। মেয়েটার চোখ দুটো ধূসর পরিষ্কার, দেখল স্লেড; এবং এই মুহূর্তে ওর দৃষ্টিতে আবছা অসন্তোষের ছাপ দেখা যাচ্ছে। জো ব্যাটলস আর অটো ফ্রেসার ঠিকই বলেছে, পিট হল্টের সঙ্গে মেয়েটার চেহারার মিল খুঁজে পেতে এবার কষ্ট হলো না স্লেডের—কিঞ্চিৎ উঁচু হনুর হাড়, ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া মুখমণ্ডল, চিবুকের আকৃতি—পিটের চেহারার ছাঁচও এমনি ছিল।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করল স্লেড মেয়েটার চেহারায়; গম্ভীর আচরণ আর দৃষ্টির অসন্তোষের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে অনিশ্চয়তা আর ভয় মেশানো অস্থিরতা। সময় নষ্ট না করে কথা বলতে শুরু করল স্লেড।

'অটো ফ্রেসার বলল আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মেয়েটা। 'তুমি জ্যাক স্লেড না? স্লেড, *হ্যানলন অ্যান্ড হল্টের* স্লেড তো?' আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইল সে, একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

'ঠিক ধরেছ। তুমি নিশ্চয়ই পিট হল্টের বোন?'

'হ্যাঁ, আমার নাম লরা হল্ট।'

'অবাক মানছি আমি,' স্বীকার গেল স্লেড, 'রস হ্যানলনও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। ফল-এর আগে তোমার আসার কথা ও চিন্তাই করেনি।'

'একটু আগেই চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম,' বলল লরা, তার আচরণে আড়ষ্ট ভাবটা রয়েই গেল, দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলছে। 'আমি চলে আসায় কি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তোমার জন্যে?'

'প্রশ্নই আসে না। তবে যদি···' থেমে গেল স্লেড, একটু কুঁচকে গেল ওর চোখজোড়া। 'তুমি বোধ হয় কেড্ ইভানসের সঙ্গে আমার গুলিবিনিময়ের ঘটনাটার প্রতি ইঙ্গিত করছ—এমন একটা ঘটনা তোমাকে দেখতে হয়েছে—দুভার্গ্যই বলতে হয়!'

'দুর্ভাগ্য কার—আমার নাকি যাকে গুলি করে মারলে তার?' প্রশ্নের খোঁচাটা টের পেল স্লেড।

চট করে কোন জবাব দিল না ও, ওর স্থির দৃষ্টির সামনে লরার গাল আর গলার কাছটা লালচে হয়ে উঠল।

মাথা কাত করে স্লেডের দিকে তাকাতে হচ্ছে লরা হল্টকে, কারণ স্লেডের মাথা ওকে ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। স্লেডের মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে, যেন অনেকদিন যাবৎ প্রকৃতির অত্যাচার সয়ে টিকে থাকা একটা মহিরুহ। দৃঢ় চেহারা, শক্তিশালী কাঁধ এবং কড়াপড়া হাতের আঙুলের গিটে কষ্ট স্বীকারের চিহ্ন ফুটে আছে স্পষ্ট। স্লেডের মাথার চুল বাদামী, এলোমেলো হয়ে আছে, ঘন ভুরুজোড়ার নিচে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ উঁকি দিচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক ধরনের গাম্ভীর্য আর নির্লিপ্ততা গ্রাস করল স্লেডকে, আবার যখন কথা বলল ও, লরার মতই গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, যেন দূর থেকে কথা বলছে।

'চুরি করা একটা ঘোড়া হাঁকাচ্ছিল ইভান্স, মিস হল্ট। ওই ঘোড়াটার যা দাম তার তিন ভাগের এক ভাগ এখন তোমার সম্পত্তি। তাছাড়া গুলি ছুঁড়ে পালানোর সিদ্ধান্তটা সে-ই নিয়েছিল।'

'নইলে কি করতে তুমি?'

'ঘোড়াটা ফেরত নিয়ে কয়েকটা সহজ প্রশ্ন করতাম, তারপর শেষবারের মত সাবধান করে দিয়ে তল্লাট থেকে ভাগিয়ে দিতাম।'

'আমি বোধ হয় আমার ক্ষতিটা মেনে নিতে পারতাম,' সংক্ষেপে বলল লরা হল্ট। 'নাকি তোমার বিশ্বাস একটা ঘোড়ার মূল্য মানুষের জীবনের চেয়েও বেশি?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড।

'এ প্রশ্নের জবাব অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। আমি আবারও বলছি গানফাইটের পথটা কিন্তু ইভান্সই বেছে নিয়েছিল। তোমার কি অন্য কোন ব্যাপারে আলাপ করার ইচ্ছা আছে? থাকলে শুরু করো।'

খোলা মনে এ কামরায় পা রেখেছিল স্লেড, কিন্তু এখন লরার কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করছে ও। তাছাড়া লরার মাঝেও ধৈর্য্যহীন যুক্তি বর্জিত একটা ক্ষোভও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু স্টেজে দীর্ঘ পথ চলার ফলে ক্লান্ত মেয়েটা, এখানে এসেই আদিম বর্বরতার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ চাক্ষুষ করে সিয়েরা অঞ্চলের উঁচু অথচ নীরব পরিবেশে আতঙ্ক বোধ করছে ও।

'ব্যবসা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পেলে আমার জন্যে বোধ হয় সুবিধা হত,' অবশেষে বলল লরা, আড়ষ্ট ভাব যেন একটু কমল তার।

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল স্লেড, 'আমার জানামতে এখন মোটামুটি ভালই মুনাফা হচ্ছে আমাদের। তোমার অংশটা ঠিক মত আলাদা করে রাখা হচ্ছে। তবে পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে হিসাবের খাতাপত্রে নজর বোলাতে হবে তোমাকে, এ ব্যাপারে হ্যানলন সাহায্য করতে পারবে। হিসাব নিকাশের কাজটা ওই সামলায়। ওর কাছে নিখুঁত হিসাব পাওয়া যাবে। আমি বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকি, রসদপত্র আনা-নেয়ার দিকটা দেখি।'

ঘুরে দাঁড়াতে গেল স্লেড, চট করে ওকে থামানোর জন্যে কথা বলে উঠল লরা।

'প্লীজ, দাঁড়াও! পিট সম্পর্কে আরও পরিষ্কার জানতে চাই আমি। কিভাবে মারা গেল ও—কোথায় কবর দেয়া হলো? তোমার চিঠিতে বিস্তারিত কিছুই ছিল না!'

শেষের দিকে লরার কণ্ঠে কথাগুলো যেন জমাট বেঁধে যেতে চাইল, টলমল করে উঠল তার চোখজোড়া। মেয়েটার মনে নিখাদ এবং দীর্ঘস্থায়ী শোকের ছাপ লক্ষ্য করে ধীর কণ্ঠে জবাব দিল স্লেড। 'গোল্ড ক্রিক গ্রেড থেকে ফ্রেইট ওয়্যাগনসহ উল্টে পড়ে মারা যায় পিট। অ্যালপাইন থেকে অল্প দূরে ওকে কবর দিয়েছি আমরা।'

'অ্যালপাইন। সিয়েরা স্টার হেডকোয়ার্টার তো ওখানেই?'
'হ্যাঁ। আজ রাতে ওখানেই ঘুমাতে যাচ্ছ তুমি।'
দরজায় টোকা পড়ল, অটো ফ্রেসারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।
'স্টেজ আবার রওনা হচ্ছে!'
লরাকে দরজা খুলে দিল স্লেড, ওকে অনুসরণ করে মেইন স্টেশন রুমে ফিরে এল। লম্বা একটা ফ্লিস-লাইন্ড কোট গায়ে চাপাচ্ছে জো ব্যাটলস। ঠোঁটে উষ্ণ আন্তরিক হাসি নিয়ে লরার ক্লোক হাতে অপেক্ষা করছে লুসি ফ্রেসার, ভাঁজ করা একটা ব্ল্যাংকেটও আছে তার হাতে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে লাজুক দৃষ্টিতে লরা হল্টের পরনের পোশাকের দিকে তাকিয়ে আছে জেনি, প্রশংসা ঝরে পড়ছে দৃষ্টি থেকে।
'ব্ল্যাংকেটটা তোমার কাজে লাগবে,' বলল লুসি ফ্রেসার। 'আবার এপথে ফেরার সময় জো দিয়ে যেতে পারবে।'
দুই মাইনার আগেই স্টেজে ফিরে গেছে। কামরার ওপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলো ট্যালন, ঠোঁটে ঝোলানো চুরুটের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ার জোগাড় হয়েছে তার চিকন চেহারা। জো ব্যাটলসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে মাথা নাড়ল সে।
'এখান থেকেই তুলে নেয়া হবে আমাকে।'
ট্যালন কথা শেষ করার আগেই বাইরে কারও আগমনের শব্দ পাওয়া গেল। স্টেশনের সদর দরজার ওপাশ থেকে ভারি কণ্ঠের গর্জন ভেসে এল সবার কানে। হাঁ করে খুলে গেল কবাট, ভেতরে ঢুকল লোকটা।
পুরো দরজাটাই দখল করে নিল সে। যদিও বাইরের প্রবল ঠাণ্ডা থেকে এসেছে তবু তার মাথা নিরাবরণ দেখা গেল; গায়ে স্রেফ রঙ-জ্বলা একটা ক্যালিকো শার্ট, বিশাল কাঁধ, ব্যারেল সদৃশ বুকের ছাতি কোন রকমে ঢাকা পড়েছে। একমাত্র দানবের সঙ্গেই তুলনা চলতে পারে তার।
গমের মত হলদে রঙের চুলে ভর্তি দৈত্যটার বিশাল গোলাকার মাথা; তার চোখজোড়া কাঁচের মত চকচকে; ছোট কানজোড়া বেড়ালের কানের মত মাথার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে, ঠিক তার পরেই এত সোজা নেমে এসেছে ঘাড়টা যেন মনে হয় ঘাড় বলে কিছু নেই—আস্ত মাথাটা কাঁধের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চেহারার সঙ্গে মিল রেখেই চোখে মুখে বুনো একটা ভাব ফুটে আছে, সারা দুনিয়াটাকে চ্যালেঞ্জ করছে যেন সে। লোকটার ভারি

চোয়ালের ওপর মাংসপিণ্ডের মত একজোড়া ঠোঁট বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখে মুখে অতীতের অসংখ্য সংঘাতের চিহ্ন ফুটে আছে।
লরা হল্টের মনে হলো রাতের অন্ধকার থেকে বুঝি বা বিশাল এক রাক্ষস এসে হাজির হয়েছে।
ওর পাশে দাঁড়ানো জেনি ফ্রেসার লম্বা করে একটা দম নিল, পরক্ষণে ভয়ের চোটে পলকে ঘুরে পালিয়ে গেল কিচেনে। উধাও হলো লুসি ফ্রেসারের মুখের হাসি; আর অটো ফ্রেসারের চেহারা থেকে উবে গেল অমায়িক ভাব, তার জায়গা দখল করল নিখাদ ক্রোধ আর অসন্তোষ।
'এখান থেকে চলে যাও, ব্রিন্টন!' বলল সে, 'এখানে তোমাকে দেখতে চাই না আমরা। তুমি জানো সেটা। আগেও বলে দেয়া হয়েছে। বেরিয়ে যাও!'
জবাব দিল না লোকটা। ফ্রেসারের কথা সে শুনেছে বলেও মনে হলো না। জেনি ফ্রেসার যে দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে সেদিকেই স্থির হয়ে আছে তার চোখজোড়া। মিলো ট্যালন কথা বলে উঠল এবার। 'আমাকে এখান থেকে তুলে নেয়ার জন্যে লার্ককে আমিই আসতে বলেছি, ফ্রেসার। এ নিয়ে এতটা খেপে ওঠার কোন কারণ নেই।'
'ব্রিন্টনকে এখানে আসতে মানা করে দেয়া হয়েছিল,' পাল্টা জবাব দিল ফ্রেসার। ট্যালনের কথায় দমল না সে। 'তুমি তাকে এখানে আসতে বলেছ জানলে সাপারের টেবিলে বসতে দেয়া হত না তোমাকে।'
এইবার ফ্রেসারের দিকে চোখ ফেরাল লার্ক ব্রিন্টন, বুনো স্বরে গরগর করে বলে উঠল, 'আমি খাব। এখনও খাইনি কিছু!'
'খাবেও না!' বলল ফ্রেসার, 'অন্তত এখানে নয়—আজ কিংবা কোনদিন না!'
চুরুটের ছাই ঝাড়ল মিলো ট্যালন, ভঙ্গিতে রাগ প্রকাশ পেল।
'এটা পাবলিক প্লেস, ফ্রেসার। সব ধরনের যাত্রীর প্রয়োজন মেটানোই এটার কাজ। তোমার যতক্ষণ কোন ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ কাউকে আশ্রয় বা খাবার দিতে অস্বীকার করা ঠিক হবে না।'
'এটা আমার জায়গা,' বিরস কণ্ঠে জবাব দিল ফ্রেসার, 'আমার মর্জি মতই চলবে। ভদ্রলোকের প্রয়োজন মেটানো হয় এখানে, লার্ক ব্রিন্টনের মত কোন জানোয়ারের নয়। এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও ওকে, নইলে আমি অস্ত্র

ব্যবহার করতে বাধ্য হব।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল লার্ক ব্রিন্টন, ভয়াল দেখাচ্ছে তাকে।

'চেষ্টা করে দেখো একবার, ফ্রেসার—তোমার মেরুদণ্ড দুটুকরো করে ফেলব! তোমার বউকে আমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলো!'

উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে উঠল লুসি ফ্রেসার।

'আমি ওকে খাবার দিচ্ছি, অটো। ওকে বিদায় করার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।'

'কোন দরকার নেই, লুসি!'

কথা বলতে বলতে ব্রিন্টনের মুখোমুখি হলো জ্যাক স্লেড, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মিলো ট্যালনের উদ্দেশে কয়েকটা কঠিন শব্দ উচ্চারণ করল।

'ওটা তোমার বেয়াড়া কুত্তা, ট্যালন। ওকে নিয়ে জলদি বিদেয় হও তুমি!'

পুরো ঘটনাটাই দুঃস্বপ্নের মত লাগছে লরার কাছে। বর্ণনার অতীত আদিম-প্রাগৈতিহাসিক একটা প্রাণী যেন আচমকা হাজির হয়েছে এখানে। লার্ক ব্রিন্টনের বিড়াল সদৃশ দুচোখে হিংস্র দৃষ্টি দেখতে পেল লরা। বিশাল দানবটার শরীরে আলোড়নও দেখা গেল। আবার শোনা গেল তার হিংস্র কণ্ঠস্বর।

'তোমার ঘাড়ও আমি ভাঙতে পারি, স্লেড!'

'আজ রাতে নয়, লার্ক,' বলল স্লেড, 'চেষ্টা করতে গেলেই বুলেট দিয়ে তোমার দুটো হাঁটুই গুঁড়িয়ে দেব আমি। বাকি জীবন চার হাত পায়ে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে তোমাকে। ট্যালন, আমার কথা তুমি শুনেছ। এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও ওকে!'

দেয়াল ছেড়ে সরে এল মিলো ট্যালন, পা বাড়াল দরজার দিকে। চৌকাঠের কাছে গিয়ে থামল একবার।

'আজকের ঘটনাটার কথা আমার মনে থাকবে, ফ্রেসার। তোমার যা অবস্থা তাতে করে অন্য কারও পক্ষাবলম্বন সাজে না!'

'আমি আমার পরিবারের পক্ষ বেছে নিয়েছি,' বিরস কণ্ঠে জবাব দিল ফ্রেসার, 'আমার বেলায় এটা অবশ্যই মানায়!'

স্লেডের দিকে তাকাল এবার ট্যালন, যেন কিছু বলতে চায়, পরক্ষণে মত পরিবর্তন করল। ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লার্ক ব্রিন্টনের উদ্দেশে বলল, 'চলে

এসো, লার্ক। ওরা আমাদের এখানে সহ্য করতে পারছে না। ট্যামার্যাকে গিয়ে খেয়ে নিতে পারবে তুমি।'

খানিক বাদেই ওদের দুজনের চলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লুসি ফ্রেসার। আবার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। লরা হল্টকে কোট পরতে সাহায্য করল।

'যাই বলো, মাই ডিয়ার, তোমার জন্যে বিশ্রী একটা সন্ধ্যা গেল আজ। আশা করি এ-জন্যে আমাদের সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা জন্মাবে না তোমার মনে!'

'কি যে বলো!' চট করে জবাব দিল লরা। সীমান্তবাসী এই মহিলার কণ্ঠে নিখাদ উদ্বেগ লক্ষ্য করেছে ও। 'তোমার আন্তরিকতার কথাটাই মনে থাকবে আমার।'

জো ব্যাটলসের পেছন পেছন বেরিয়ে এল লরা। ঠাণ্ডা বাতাস খামচে ধরতে চাইল যেন ওকে, ক্লোকটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল ও। সামনেই স্টেজের বিশাল কাঠামোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নামার সময় যেমন হয়েছিল, উঠতে গিয়েও তেমনি দ্বিধায় ভুগল লরা। আচমকা শক্ত একজোড়া হাত সাহায্য করল ওকে, স্টেজে উঠে পড়ল মেয়েটা।

'অ্যালপাইনে দেখা হবে,' ওকে বলল জ্যাক স্লেড।

সরে গেল ও। বিভ্রান্ত এবং বিমূঢ় দেখাচ্ছে লরাকে। স্লেডের খানিক আগের আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে রাগ করবে নাকি কৃতজ্ঞ বোধ করবে বুঝে উঠতে পারল না ও। লোকটা যেন আনুষ্ঠানিকতার কোনই ধার ধারে না!

গলা চড়িয়ে জো ব্যাটলস বলল, 'বংকটাকে সামনে জুড়ে দিয়ে ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে বসতে পারো তুমি, জ্যাক!'

অন্ধকার থেকে স্লেডের জবাব ভেসে এল। 'ধন্যবাদ, জো। আমি নরগান পীক ট্রেইল ধরে শর্টকাট মারব। তোমরা মাঝরাত নাগাদ অ্যালপাইনে পৌঁছুবে বোধ হয়?'

'তা মাঝরাত হয়ে যাবে,' সায় দিল জো ব্যাটলস।

দুই

জ্যাক স্লেড যখন অ্যালপাইনে পৌঁছল মাঝরাতের তখন বেশি হলে ঘণ্টাখানেক বাকি। ফ্রেসার'স মিডৌ থেকে স্টেজ রোড হয়ে এখানে আসতে যতখানি পথ পাড়ি দিতে হত মরগান পীক ট্রেইল ধরে আসায় সে তুলনায় মাইল পাঁচেক দূরত্ব বাঁচাতে পেরেছে ও। কোরালে এসে উদ্ধারকৃত ঘোড়াসহ নিজের ঘোড়াটার গতি করল স্লেড। নীলচে-কালো আকাশের গায়ে ঝকঝকে তারাগুলো ম্লান আলো বিলোচ্ছে। চারপাশে পর্দার মত ভেসে বেড়াচ্ছে রাতের হিমেল কুয়াশা। কোরালে ঘোড়ার নাদি আর প্রস্রাবের উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়।

কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল এবার স্লেড। শহরের অপরিকল্পিত রাস্তার পাশে দাঁড়ানো বিশাল চৌকো একটা দালান থেকে আন্দাজ গজ পঞ্চাশেক দূরে কেবিনটা। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল স্লেড, অন্ধকারে নিশ্চিত পদক্ষেপে সেন্টার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, টেবিলে রাখা ল্যাম্প জ্বালল।

শোবার ঘর থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘুম জড়ানো প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে, জ্যাক নাকি?'

'হ্যাঁ। জলদি বেরোও, রস। অনেক কাজ করতে হবে আমাদের এখন।'

'অনেক কাজ করতে হবে মানে? এই রাত দুপুরে আবার কি কাজ? ব্যাপার কি?'

'তেমন মারাত্মক কিছু না,' বলল স্লেড। 'আমাদের এই কেবিনটা একজন মহিলাকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, ব্যস!'

বিস্মিত কণ্ঠে গজগজ করে উঠল রস হ্যানলন।

'বললেই হলো? তা মহিলাটা আবার কে?'

'তুমি যাকে বিয়ে করার কথা বলেছিলে একবার আমাকে—মিস নরা হল্ট। পিটের বোন। মিডনাইট স্টেজে করে জো ব্যাটলসের সঙ্গে শিগগিরই এসে পড়বে। বাংকহাউসে আশ্রয় নিতে হবে আমাদের। হাতে মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় আছে, এর মধ্যেই কেবিনটাকে ওর থাকার যোগ্য করে তুলতে হবে আমাদের।'

ল্যাম্প হাতে পাশের কামরায় চলে এল স্লেড। কম্বলের আরাম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রস হ্যানলন আগেই, কাপড় গায়ে চাপাচ্ছে এখন, বিস্মিত কণ্ঠে বিজবিজ করছে সে, 'নরা আসছে—এক ঘণ্টার মধ্যে! আমার কাছে স্বপ্নের মত ঠেকছে ব্যাপারটা। এ খবর তুমি জানলে কার কাছে?'

'অটো ফ্রেসারের স্টেশনে স্টেজের নাগাল পেয়েছিলাম,' বলল স্লেড, 'ওটাতেই ছিল সে।'

'ফল-এর আগে তো ওর আসার কথা ছিল না,' আবার বলল হ্যানলন, 'অথচ অনেক আগেই এসে পড়েছে!'

বুট পরে নিল হ্যানলন। ঘুম জড়ানো মুখটা ডলল এক হাত তুলে। স্লেডের চেয়ে বছর তিনেক ছোট হবে সে বয়সে—এখন তিরিশ চলছে স্লেডের—দোহারা গড়ন, ভবিষ্যতে থলথলে হয়ে যাবে, বোঝা যায়। মাথাভর্তি অগোছাল চুলগুলো কুচকুচে কালো, গায়ের রঙ কিঞ্চিত ফ্যাকাসে, কেবল গালের ওপর লালচে একটা প্রলেপের মত রয়েছে, ফলে ওর গাঢ় চোখ-জোড়াও নিষ্প্রভ লাগে। হাই তুলল হ্যানলন; এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল, এমনভাবে ককিয়ে উঠল যেন কেউ আঘাত করেছে ওকে। কামরার হাওয়ায় হুইস্কির কটু গন্ধ।

'মাথা ঝিমঝিম করছে না?' জিজ্ঞেস করল স্লেড, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে! তোমার বোঝা উচিত ক্যামেরনের ওই ডেডফল-এ গিয়ে পচা পানি গেলাটা ঠিক না; তাছাড়া ওখানে যেরকম জুয়া চলে সেটাও খারাপ। এসব বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার!'

'নিজের ভালমন্দ ঠিকই বুঝি আমি!' পাল্টা জবাব দিল রস হ্যানলন, তারপরই চট করে প্রসঙ্গ বদলাল, 'ইভানসের সঙ্গে ফয়সালা হয়েছে?' জানতে চাইল।

'ফ্রেসার'স মিডৌ-তেই তার নাগাল পাই আমি।'

স্লেডের জবাবে কাঠিন্য টের পেয়ে তীক্ষ্ণ হলো হ্যানলনের দৃষ্টি।

'অ! কোন্ ঘোড়াটা হাঁকাচ্ছিল?'

'আমাদের হারিয়ে যাওয়া অরিগন রোয়ান!'

'তোমার সামনে পড়ে কি জবাব দিল সে?'

'পিস্তল বের করে গুলি চালাতে শুরু করেছিল। যাহোক, রোয়ানটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমি।'

এ কথায় কি ঘটেছে পরিষ্কার বুঝে গেল হ্যানলন, বিনা দ্বিধায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করল সে, 'এ ধরনের কাজ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, জ্যাক। এতে আমাদের সুনাম একটুও বাড়বে না, বরং নষ্ট হবে।'

'পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সে-ই নিয়েছিল,' স্লেডের গম্ভীর কণ্ঠের পাল্টা জবাব পাওয়া গেল। 'আগে গুলি চালিয়েছে ইভানস। আমার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া তার দুটো গুলি ফস্কে যায়। তৃতীয়বার সুযোগ দিলে হয়তো মিস হত না তার। আমার কি করা উচিত ছিল বলে তোমার ধারণা—চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রাণ হারান? আমি নিজেও এসব ব্যাপার পছন্দ করি না; এ কাজ করার দরকার হোক, তা-ও চাই না। সত্যি বলতে কি না চাইলেও অনেক নোংরা ব্যাপার সামলাতে হয় আমাকে। অপছন্দ করাটাই শেষ কথা নয়, মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন হয় যে চরম ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না কোন। কেড্ ইভানসের মত লোকদের বুঝিয়ে দিতে হয় যে সিয়েরা স্টারের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কোন ফায়দা পাওয়া যায় না কখনও।' এক মুহূর্ত চুপ থাকল স্লেড, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে আবার বলল, 'থাক এসব কথা! অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের! তুমি কিচেনটা সামলাও, বাকিটা আমি দেখছি।'

স্টেজে চেপে ক্রমেই অ্যালপাইনের দিকে এগিয়ে আসছে লরা হল্ট, শীতে কাঠ হয়ে গেছে ও। পেছনে ফেলে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল অন্ধকার পাহাড়ী পথ—এঁকেবেঁকে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা, যতই ওপরে উঠছে ততই হালকা আর কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বাতাস; পাইন, ফার আর সিডারের গন্ধ মিশে আছে তাতে। নদী থেকে উঠে আসা একটা গন্ধও নাকে লাগছে। চারপাশের বুনো পরিবেশের আদিম আবহ আঁচ করতে পারছে লরা, কিন্তু কোন রকম ভাষা দিতে পারছে না মনের ভাবকে।

নিজের ক্লোক আর লুসি ফ্রেসারের ব্ল্যাংকেটে নিজেকে আপাদমস্তক মুড়ে স্টেজের এক কোণে জবুথুবু হয়ে বসে আছে লরা। শেষ কয়েক মাইল যাত্রার

কষ্ট সহ্য করছে নিরুপায় হয়ে। সংকীর্ণ স্টেজে ওর ঠিক উল্টোদিকে বসে আছে মাইনার দুজন; ফ্রেসার'স্ মিডৌ পর্যন্ত ওপরে চালকের আসনে জো ব্যাটলসের পাশে বসে এসেছিল ওরা, কিন্তু সেখান থেকে বাকি পথ ভেতরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লরার মাত্র গজ খানেক দূরে বসলেও প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে তারা, কেবল মাঝে মাঝে পাইপের আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিংবা হঠাৎ হয়তো এক আধটা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, তখন তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

স্টেজটা আবার যখন সমতলে নেমে এল কোরানের উৎকট ভারি গন্ধ এসে ঝাপটা মারল ওদের নাকে, বোঝা গেল দীর্ঘ যাত্রার অবসান ঘটতে যাচ্ছে অচিরেই। একটা দালান চোখে পড়ল লরার, ওটার একটা জানালায় আলো জ্বলছে। স্টেজের দুপাশে একের পর এক পেছনে সরে যেতে লাগল দালান কোঠা; কালো প্রায় আকৃতিহীন—তারপর আবার একটা আলোকিত দালান দেখা গেল। এবার থামল স্টেজটা, ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল ওটার থরোব্রেস, কর্কশ শব্দ তুলল ব্রেক ব্লক।

স্টেজের সংকীর্ণ শীতল অভ্যন্তর থেকে মুক্তির সুযোগ পেয়ে আনন্দিত দুই মাইনার ঝটপট বেরিয়ে গেল। লরা হল্টকে নামতে সাহায্য করল জো ব্যাটলস।

এক মুহূর্ত ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল লরা, পায়ের নিচে কঠিন মাটির অস্তিত্ব অনুভব করছে। আচমকা অজানা একটা ভয় গ্রাস করতে চাইল ওকে। উঁচু অন্ধকার এই জগৎটাকে একেবারে আদিম ঠেকছে, আর কি ঠাণ্ডা! এই মুহূর্তে সীমাহীন নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে চারপাশে। নিজের অজান্তে জো ব্যাটলসের বাহু জাপ্টে ধরল ও। লরার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারল জো ব্যাটলস, মোলায়েম কণ্ঠে সান্ত্বনা দিল সে, 'দিনের আলো ফুটে উঠুক, দেখবে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে জায়গাটা তোমার কাছে, ম্যাম। যদিও আমার মনে হচ্ছে টম ক্যামেরনের শেরিডান হাউসের একটা কামরার চেয়ে আরও ভাল কোথাও তোমার থাকার ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হত।'

'সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে, জো,' অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হলো জ্যাক স্লেড। 'মিস হল্টের জন্যে একটা কেবিন সাজিয়ে রেখেছি আমরা।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ব্যাটলস।

'ওর জন্যে একটা কেবিনের ব্যবস্থা করেছ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'বেশ!

চমৎকার!'

পুরোপুরি হতচকিত হয়ে গেছে নরা হল্ট। একটু ইতস্তত করল ও, তারপর খানিক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'শেরিডান হাউসটা কি হোটেল না? তাহলে একটা কামরা থাকার কথা যেখানে—'

'না,' বাধা দিয়ে বলল ব্লেড, 'জায়গাটা তোমার থাকার মত নয়। ওর জিনিসপত্র নামিয়ে দাও তো, জো। শিগগিরই ওর বিশ্রামের বন্দোবস্ত করছি আমরা।'

মুহূর্তের জন্যে ব্লেডের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়ার কথা ভাবল নরা। চওড়া কাঁধের নির্বোধী এই লোকটা যেভাবে বিনা দ্বিধায় ওর ব্যক্তিগত সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে সেটা মনঃপুত হচ্ছে না, প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হচ্ছে; কিন্তু নিদারুণ অবসাদ আর বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহের সব ইচ্ছা যেন উড়িয়ে দিল। রাতের হিমেল অন্ধকার থেকে নিস্তার পেয়ে আপাতত কোথাও আশ্রয় নিতে পারলেই হয়, আবার উষ্ণ পরিবেশে বিশ্রাম নিতে চায় ও। তাই জো ব্যাটলস যখন একজোড়া ক্যানভাসের গ্রিপস্যাক আর ছোট একটা ব্রাস-বাউন্ড চামড়ার ট্রাংক স্লেজ থেকে নামিয়ে দিল তখন আর প্রতিবাদ করল না ও।

গ্রিপস্যাক হাতে তুলে নিল ব্লেড। 'ট্রাংকটা পরে নিয়ে যাব আমি,' বলল ও।

অন্ধকারে নরাকে পথ দেখিয়ে একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল ব্লেড, কাঁধের ধাক্কায় কবাট খুলে নরাকে আগে ঢুকতে দিল, তারপর নিজে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় আবার আটকে দিল কবাটটা।

আলোকিত কেবিনের ভেতরে উষ্ণ পরিবেশ, আরামপ্রদ; গরম কফির চমৎকার সুবাস ধাক্কা দিচ্ছে নাকে। আরেকজন লোককে এবার দেখতে পেল নরা, ব্লেডের তুলনায় একটু খাটো, কিন্তু ভারি শরীর তার, মাথায় কালো চুল, চোখজোড়াও কালো; অগোছাল অবস্থায়ও সুন্দর লাগছে তাকে। নরাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে। 'নরা! নরা হল্ট!'

'স্বয়ং এবং সম্পূর্ণ,' বলল জ্যাক ব্লেড, 'ওকে ঘরটা চিনিয়ে দাও, রস। আমি ওর ট্রাংকটা নিয়ে আসছি।'

মেঝেয় গ্রিপস্যাক নামিয়ে রেখে আবার অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ব্লেড।

রস হ্যানলনের ঠোঁটে কৌতূহল মেশানো হাসি দেখা গেল।

'নরা!' পুনরাবৃত্তি করল সে, হাত বাড়িয়ে নরার হাত ধরতে চাইল।

হ্যানলনকে হাত ধরতে দিল নরা, কিন্তু ওকে সে কাছে টেনে নেয়ার প্রয়াস পেতেই তাড়াতাড়ি হাত সরাল, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল হ্যানলনের দিকে, 'হ্যালো, রস,' বলল স্বাভাবিক কণ্ঠে, 'অনেকদিন পর দেখা তোমার সঙ্গে, তাই না? সেইন্ট লুই থেকে আসার পর আস্তে আস্তে চিঠি লেখাও কমিয়ে দিয়েছ, কেন জানি না আমি। নিশ্চয়ই কারণটা গুরুত্বপূর্ণ?'

সতর্ক দৃষ্টিতে নরাকে জরিপ করল এবার হ্যানলন। 'তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত!'

'হ্যাঁ,' চট করে জবাব দিল নরা, 'ভীষণ। আমার মালপত্র রাখা যাবে এখানে?'

'অবশ্যই। এটা এখন তোমার ঘর। আমি আর জ্যাক অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব তোমার উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি। বাকি কাজ আগামী কাল করব। এসো, আমি তোমাকে চিনিয়ে দিচ্ছি সব।' ল্যাম্পটা তুলে নিল হ্যানলন।

খুব একটা বড় নয় কেবিনটা, তবে এটাকে আরামদায়ক করে তোলা সম্ভব। নরা লক্ষ করল মোট তিনটা কামরা রয়েছে কেবিনটায়, তবে এই মুহূর্তে কিচেনটাকেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে ওর; কারণ এখানে আগুন জ্বলছে চুলোয়, একপট কফি উতরাচ্ছে চুলোর ওপর। কেটলি থেকে নরাকে কফি ঢেলে দিল হ্যানলন। হঠাৎ যেন একটু খুশি হয়ে উঠল নরা।

'আমি আসলে রূঢ় হতে চাইনি, রস,' বলল ও, 'কিন্তু আজ সারাটা দিন প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, তাছাড়া যে কোন কারণেই হোক আমার জন্যে সময়টা আগাগোড়া তিক্ততায় ভরা ছিল!'

'বুঝতে পারছি আমি,' কোমল কণ্ঠে বলল হ্যানলন, 'এ ধরনের নতুন জায়গায় আসার পর পরিবেশ আর লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় তো লাগবেই।'

জ্যাক ব্লেড আবার যখন ফিরে এল তখন তারিয়ে তারিয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছে নরা। কাঁধে করে ওর ট্রাংকটা বয়ে এনেছে ব্লেড, ওটা কেবিনের এক কোণে নামিয়ে রেখে নিজের জন্যে কফি ঢেলে নিল ও। মাথা দুলিয়ে কেবিনটা দেখাল।

'কেমন লাগছে এটা?'

'থাকা যাবে,' সায় দিয়ে বলল নরা, 'কিন্তু রস আর তোমাকে উৎখাত

করার ব্যাপারটা খোঁচাচ্ছে আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'এটা আমাদের জন্যে রাতে মাথা গোঁজা আর বাড়তি জামা কাপড় রাখার একটা ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু না। বাংকহাউসে অন্য সবার সঙ্গে ঘুমাতে পারব আমরা, অসুবিধা হবে না কোন। এবার তাহলে বিদেয় হই আমরা, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। ঠিক আছে, রস, চলো।'

কাপের কফিটুকু শেষ করল স্লেড, এক ধারে নামিয়ে রাখল ওটা, তারপর হ্যানলনকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল। হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার, দেয়ালের তাক থেকে একটা রিভলভার তুলে নিল হাতে।

'এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো?' জিজ্ঞেস করল।

'গুলি চালাতে পারব হয়তো, কিন্তু তার কি কোন দরকার আছে?'

'সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। হাতের কাছে একটা অস্ত্র থাকলে সাহস পাওয়া যায় মনে। তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না আমি, বাস্তবতার কথা বলছি।'

'বাস্তবতা? ফ্রেসার'স মিডৌ-তে যেমন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলে তুমি?'

চিন্তাভাবনা না করে ফস্ করে কথাটা বলে ফেলল লরা। স্লেডের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল, লক্ষ্য করল ও। মাথা নোয়াল স্লেড। 'হয়তো বা,' বলল ও, 'গুড নাইট!'বন্ধ হয়ে গেল কবাট। আবার একা হয়ে গেল লরা।

একা! তবে এখন আর অন্তহীন ঠাণ্ডা রাত চেপে আসছে না চারপাশ থেকে। মজবুত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো চার দেয়ালের আশ্রয় পেয়েছে ও। তবু নিঃসঙ্গতার ভার উপেক্ষা করতে পারল না লরা। অচিরেই ধৈর্য হারাল ও। নিজেকে নিয়ে এক ধরনের অহংকার আছে লরার, মানুষ হিসাবে সে সহজ সাধারণ এবং প্রতিটি ব্যাপারেই বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করে।

পশ্চিমে আসার সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ওর নিজের; সুতরাং ভাল-মন্দ যাই হোক এখানকার নতুন জীবনের সব রকম পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে ওর। স্লেডের আটকে দিয়ে যাওয়া কবাটের দিকে তাকাল লরা। দরজা আটকানোর জন্যে একটা বার দেখতে পেল, জায়গামত ওটা বসিয়ে দিল। এখন দুটো জিনিস দরকার ওর: প্রথমত হাতমুখ ধুয়ে ঝরঝরে হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, লম্বা একটা ঘুম-বিশ্রাম—কিচেনে বেঞ্চের ওপর একটা বাকিটে পানি রাখা, একটা

টিন বেসিনে খানিকটা পানি নিয়ে চুলোয় বসিয়ে দিল লরা। পানি গরম হবার ফাঁকে ব্যাগ থেকে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস বের করে নিল।

খানিকক্ষণ পর ল্যাম্প নিভিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ব্ল্যাংকেটের নিচে আশ্রয় নিল লরা। কম্বলগুলো নতুন, খোঁচা লাগছে গায়ে। খাটের পাশে একটা চেয়ারে রাখা স্লেডের দেয়া রিভলভারটার দিকে তাকাল লরা। অস্ত্রটা স্পর্শই করবে না বলে প্রথমে ভেবেছিল ও, কারণ ফ্রেসার'স মিডৌ-তে এমনি একটা অস্ত্রের মুখে একটা মানুষের প্রাণ হারানোর দৃশ্যটা মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিচার বুদ্ধিরই জয় হয়েছে, সত্যি সত্যি যদি সম্ভাবনা না থাকত তাহলে পিস্তলটা ওর কাছে এভাবে রেখে যেত না স্লেড। সেজন্যেই ওটা এনে চেয়ারের ওপর রেখেছে লরা। এখন হাতের কাছে অস্ত্রটা থাকায় স্বস্তি বোধ করছে, অস্বীকার করতে পারল না ও।

অচেনা অন্ধকারে উত্তেজিত স্নায়ু নিয়ে শুয়ে থাকল লরা। কোন রকম শব্দই আসছে না কানে। উঁচু পাহাড়ী জনপদে যেন অসীম নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে। একসঙ্গে অনেক ভাবনা, ছবি আর ঘটনা ভিড় করছে ওর মনে, ঘুম আসছে না, অথচ ঘুমটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এখন। অবশ্য একসময় কম্বলের উল আর কেবিনের অভ্যন্তরের নিরাপত্তা বোধ শিথিল করে দিল ওর উত্তেজিত স্নায়ু, ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

অস্পষ্ট কিন্তু বিরামহীন একটা শব্দে ঘুম টুটে গেল ওর। বিছানার পাশের জানালার ফোকর গলে সূর্যের তাজা আলো ঢুকে পড়েছে কামরায়। গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠায় কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে থাকল লরা। আসলেই জেগে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। ভুল শোনেনি তো? আবার শোনা গেল শব্দটা। না, কোন ভুল নেই। দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন।

ব্ল্যাংকেট একপাশে সরিয়ে দিল লরা, ঠাণ্ডা হাওয়ার কামড়ে কেঁপে উঠল সারা শরীর। একটা উলের রোব তুলে নিল ও, চিবুক পর্যন্ত ঢেকে ফেলল নিজেকে; স্লিপার গলাল পায়ে, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

'কে?' জানতে চাইল ও।

'আমি, ম্যাম, টোবি বার্নস,' জবাব এল, 'জ্যাক স্লেড তোমার নাশতার জন্যে যা যা আনতে বলে দিয়েছে সব নিয়ে এসেছি।'

বার সরিয়ে কবাট খুলল লরা, বাইরে উঁকি দিতেই বাঁকা পায়ের বেঁটে খাটো একটা লোককে দেখতে পেল; মাথায় তার ঘন কোঁকড়া চুল, কুঞ্চিত

মাকড় মেশানো চেহারা; ঘন ভুরুর নিচ থেকে তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, চঞ্চল দৃষ্টি সেখানে। লোকটার হাসিতে যেন কৌতূহল ঝরে পড়ছে। পোষা টেরিয়ারের কথা মনে পড়ে গেল নরার তাকে দেখে। প্রত্যুত্তরে হাসল ও।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, টোবি। আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলে তুমি।'

কাঁচা তরিতরকারি কিচেন টেবিলের ওপর এনে রাখল টোবি বার্নস, তারপর চুলোর ধারে রাখা লাকড়ির স্তূপ আর বালতিটার পানির স্তর দেখল এক নজর।

'ময়লার একটা বস্তা লাগবে তোমার,' বলল সে, 'পরে এনে দেব ওটা। আর, যাক, তোমার পানি কিংবা লাকড়ির দরকার হলে দরজায় দাঁড়িয়ে স্টোরের দিকে মুখ করে স্রেফ একটা হাঁক দেবে, বাস, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

আবার হেসে দ্রুত বিদায় নিল টোবি।

একা হয়ে গেল আবার নরা। চুলো ধরাল ও, দ্রুত কাপড় পরে নিল। হিম ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুলো, ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় বিবশ হওয়ার দশা হলো, কন্‌কন্ করে উঠল চোখমুখ। তাড়াতাড়ি চুলোর কাছে এসে দাঁড়াল ও, আগুনের আঁচে আবার দূর হয়ে গেল শীত।

দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বেশ গভীর হয়েছে ওর ঘুম; কোন রকম ডিস্টার্ব হয়নি; বিশ্রাম পেয়ে আবার কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর মনে। কারণ কয়েক সপ্তাহ আগে সূচিত দীর্ঘ যাত্রা শেষ হয়েছে, গন্তব্যে পৌঁছে গেছে; এখন ওর সামনে সম্পূর্ণ অচেনা একটা জগৎ পড়ে আছে পরিচয়ের অপেক্ষায়। এ জায়গার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে ছিল এতদিন। তবে আগে চাগিয়ে ওঠা খিদাটাকে থামাতে হবে। নাশতা বানিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেল নরা, তারপর জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল বাইরের শীতল পরিবেশে, বুকে টেনে নিল ঠাণ্ডা হাওয়া।

সকালের পরিষ্কার আলোয় অ্যালপাইন শহরের অপরিকল্পিত রাস্তাটা দেখতে পেল নরা, ওটার দুধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘর বাড়িগুলো, কোন প্যাটার্ন অনুসরণ করা হয়নি ওগুলো তৈরির সময়। ওর ঠিক ডান দিকে অন্যান্য দালানের তুলনায় বেশ বড় একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে।

ওটার সামনে রেলিং ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, ওটার ছাদ থেকে খানিকটা বেরিয়ে আছে একটা বীম, ওতে অস্পষ্টভাবে লেখা আছে:

সিয়েরা স্টার ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড সাপ্লাই কোম্পানী
ক্রেড, হ্যানলন অ্যান্ড হল্ট

ক্রেড, হ্যানলন অ্যান্ড হল্ট!

মিশ্র অনুভূতিতে ছেয়ে গেল নরার মন, নামগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ছোট ভাইটার কথা মনে পড়ে গেল। কি দারুণ উৎসাহ নিয়েই না পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছিল ছেলেটা! অ্যাডভেঞ্চার আর সৌভাগ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ওকে। নরাকে কথা দিয়ে এসেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই কাছে নিয়ে আসবে ওকে।

কতদিন আগের কথা এটা? এক বছর? নাকি দুবছর হলো?

আজ সেই সাহসী ছেলেটা আর তার প্রতিশ্রুতির স্মৃতি নিয়ে হয়তো আশপাশে পড়ে আছে একটা কবর, এই আদিম সীমান্ত বসতিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে ওর ভাই। ঝাপসা হয়ে এল নরার দৃষ্টি। চট করে হাত তুলে অশ্রু মুছল ও।

শহরের বাইরে নজর চালাল নরা। বেশ অনেক খানি ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর গাছপালার একটা প্রাচীর নজরে এল। পাইন আর ফারের ওই বেড়ার পরেই দাঁড়িয়ে আছে তুষার-মোড়া পাহাড় চূড়া, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে, ধাঁধা লেগে যাচ্ছে চোখে; সকালের পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পাহাড়ের সারি।

ওপাশে একটা ডেস্কনের সামনে থেকে আগের রাতের আবর্জনা পরিষ্কার করছে একজন ঝাড়ুদার। আরেকটা খোলা দরজার পাশে বসে রোদ পোহাচ্ছে এক রাইডার। তার আবহা চেহারায় বেপরোয়া একটা ভঙ্গি ফুটে আছে; চোখের ওপর টেনে নামানো টুপির কিনারার আড়াল থেকে নরাকে খুঁটিয়ে মাপছে সে, টের পেয়ে আবার তার দিকে তাকাল নরা। যেন অনেক দিনের পরিচিত, এমনি ভঙ্গিতে ওর উদ্দেশে হাসল লোকটা, আলতো করে নড করল। নিজের অজান্তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল নরা, চট করে অন্য দিকে তাকাল, লাল হয়ে গেল চোখমুখ।

ডান পাশের বিরাট দালানটার ওপাশ থেকে একটা ভারুন হিচড ফ্রেইট

আউটফিট এগিয়ে এল, গোটা বার খচ্চরের একটা দল প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে আনছে ওটাকে। আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে দাঁড়াল ওয়্যাগন। রসদের স্তূপের ওপর উঠে পড়ল টিমস্টার, টারপুলিনের ভারি আচ্ছাদনটা সরানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরও লোকজন বেরিয়ে এল এবার দালানের ভেতর থেকে, আগের লোকটাকে সাহায্য করতে ওয়্যাগনে উঠে পড়ল।

ওদের মধ্যে জ্যাক স্লেডও আছে। খর্বাকৃতি টোবি বার্নসকেও দেখতে পেল নরা। একগাদা ইনভয়েস হাতে এবার বেরিয়ে এল রস হ্যানলন। টারপুলিন সরানোর পর ওয়্যাগন থেকে মালপত্র নামানো শুরু হলো। একের পর এক মালের বিবরণ মিলিয়ে যাচ্ছে হ্যানলন ইনভয়েসের সঙ্গে।

এতক্ষণ স্রেফ কৌতূহল নিয়ে ওদের কাজ দেখছিল নরা, হঠাৎ ওর মনে হলো ওই কর্মকাণ্ডে সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ থাকা উচিত ওর, কারণ সাইনবোর্ডে লেখা তিনটা নামের একটা এখন ওকেই বোঝাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল নরা হল্ট। স্যালুনের দরজার পাশে বসা লোকটা সিগারেট বানানো শুরু করেছিল, ওকে এগিয়ে যেতে দেখে কাজ বাদ রেখে স্থির হয়ে বসে আবার জরিপ করতে শুরু করল। আবার লাল হয়ে গেল নরার চেহারা।

দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মে উঠতেই জ্যাক স্লেড আর রস হ্যানলন স্বাগত জানাল ওকে। চেহারায় দ্রুত হাসি ফুটিয়ে তুলল হ্যানলন, শাদা দাঁতের পাটি দেখা গেল।

'ভাল ঘুম হয়েছে তো?' জানতে চাইল স্লেড।

'চমৎকার,' ওকে আশ্বস্ত করল নরা।

'ভাগ্যবান বলতে হবে তাহলে তোমাকে,' বলল স্লেড, 'উচ্চতার জন্যে অনেকেরই প্রথম প্রথম কষ্ট হয় এখানে।'

কথা বলার সময় নরার দিকে তাকিয়েছিল স্লেড, চেহারার লালচে ছাপ ওর নজর এড়াতে পারল না, নরার ধূসর চোখের তারায় রাগের আভাসও লক্ষ করল। সহজাত প্রবৃত্তির জোরেই যেন কারণটা ধরে ফেলল স্লেড, পলকে ঘুরে দাঁড়াল ও, লাফ দিয়ে নামল প্ল্যাটফর্ম থেকে, তারপর দ্রুত কোনাকুনিভাবে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল স্যালুনের দিকে। স্যালুনের সামনে বসে থাকা রাইডারই ওর লক্ষ্যবস্তু। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্লেড, তারপর কঠোর সুরে বলে উঠল, 'তোমার বেয়াদবি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, উইংগো!

এখুনি শহর থেকে বেরিয়ে যাও তুমি!'

স্যালুনের ঝাড়ুদার কাজ থামিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, আটকে দিল দরজাটা। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে স্যালুনের সামনে থেকে সরে এল ডিউক উইংগো। লোকটার বেপরোয়া চেহারায় সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

'জ্যাক স্লেড,' কায়দা করে স্লেডকে বলল সে, 'রাস্তাটা কি তোমার জমিদারি নাকি?'

'তোমার বেলায়,' একই রকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল স্লেড, 'জবাবটা হ্যাঁ! রাস্তা থেকে দূর হয়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে!'

সিগারেটে শেষ টান দিল উইংগো, তারপর বাঁটটা ছুঁড়ে দিল স্লেডের পায়ের কাছে।

'আজ নয়, মিস্টার স্লেড!'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছিল নরা হল্ট, খানিকটা বিস্ময় মিশে আছে ওর চোখে। দুজনের প্রথম কথোপকথন আর নড়াচড়া পরিষ্কার দেখতে পেল ও, কিন্তু তার পরের ঘটনাটা ভোজবাজির মত ঠেকল, জানোয়ারসুলভ মনে হলো পুরো আচরণটা। চোখের পলকে সামনে বেড়েই সপাটে আঘাত হানল স্লেড উইংগোকে। পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। ধস্তাধস্তি শুরু হলো। স্যালুনের সামনের রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনই। পরক্ষণে আচমকা আবার সরে গেল পরস্পরের কাছ থেকে। একটা চড় কষানোর তীক্ষ্ণ আওয়াজ আঘাত করল নরার কানে। টলে উঠল ডিউক উইংগো, তার মুখ আর চিবুকে রক্তের লাল ছোপ দেখা গেল। বিশাল চওড়া কাঁধ বাঁকিয়ে ফের ঘুসি হানল স্লেড। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল উইংগো, হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; এপাশ ওপাশ দুলছে, উল্টে পড়ে যাবে যেন। এক কদম পিছিয়ে এল স্লেড, সতর্ক নজর প্রতিপক্ষের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ডিউক উইংগো, ঝাপসা দৃষ্টি, দারুণ চোট পেয়েছে সে। অবশেষে খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল, স্যালুনের বারান্দায় এক হাতের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার প্রয়াস পাচ্ছে; অন্য হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছল। সক্রোধে গজগজ করে উঠল সে, 'আমারও দিন আসবে, স্লেড! কসম খোদার, সুযোগ আমি ঠিকই পাব! আমার কাছে পিস্তল থাকবে তখন!'

'বেরিয়ে যাও শহর ছেড়ে!' নির্লিপ্ত কণ্ঠে আবার বলল ব্লেড।

ধীর অনিশ্চিত পদক্ষেপে খানিকটা সামনে এগিয়ে গেল ডিউক উইংগো, মোটামুটি সামলে নিল নিজেকে, হাঁটার গতি বাড়াল, অনেকটা দৌড়ে নিজের ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল, আরও খানিকটা সামনে বাঁধা রয়েছে ওটা। রাগে পাথর হয়ে গেছে তার চেহারা। নরা হন্টের পাশে দাঁড়ানো রস হ্যানলন বিড়বিড় করে উঠল: 'বড্ড রগচটা মানুষটা। সব সময়ই এরকম করে ও। শেষ পর্যন্ত যে কি ঘটবে খোদা জানে!'

ব্লেড আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে সরাসরি ওর সঙ্গেই কথা বলল হ্যানলন।

'কারণটা জানতে পারি, জ্যাক? কোন কারণ ছাড়া নিশ্চয়ই কাজটা করতে যাওনি তুমি?'

তর্জনী বাঁকিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল জ্যাক ব্লেড, কড়া দৃষ্টিতে হ্যানলনের দিকে একপলক তাকাল।

'কাউকে না কাউকে তো জানোয়ারের পালটাকে সামলে রাখতে হবে!' বলল ও, 'নইলে আমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবে ওরা। কেড্ ইভানসের মত উইংগো-ও কন্টিনেন্টালের লোক।'

এবার নরার দিকে তাকাল ব্লেড; কোমল কণ্ঠে বলল, 'কেবিনটা কিভাবে সাজাতে চাও বললেই আমরা কাজ শুরু করে দেব!'

উইংগোকে কেন আক্রমণ করতে গিয়েছিল ব্লেড তার অন্তত একটা কারণ ঠিকই বুঝেছে নরা, তাই মিশ্র অনুভূতি জন্ম দিয়েছে ওর মনে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ও বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার বাদে অন্যান্য কাজে টোবিই আমাকে সাহায্য করতে পারবে, আমি নিজেই গুছিয়ে নেব, ধন্যবাদ। আমি আসলে তোমাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে চাই, আমার সেরকমই ইচ্ছা। আমাকে কচি খুকির মত আগলে রাখার আসলে কোন প্রয়োজন নেই। আমি একটু ওদিকটা ঘুরেফিরে দেখতে চাইছিলাম।' কম্বাইন্ড স্টোর আর ওয়্যারহাউসের বিশাল খোলা দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'কোন অসুবিধে নেই,' বলল ব্লেড। 'রস, আমি মালপত্রের হিসাব নিচ্ছি; তুমি নিয়ে যাও ওকে, ঘুরিয়ে দেখাও সবকিছু।'

হ্যানলনের হাত থেকে ইনভয়েসের বান্ডিলটা নিয়ে নিল ব্লেড। নরাকে নিয়ে স্টোরে গিয়ে ঢুকল হ্যানলন।

বাইরে থেকে বিশাল দেখালেও ভেতরে পা দেয়ার পর কেমন যেন গুমোট লাগল নরার, আবছা অন্ধকার বিশাল গুহার কথা মনে করিয়ে দিল। নানা ধরনের রসদপত্র স্তূপ করে রাখা চারদিকে, ভেতরের অন্ধকারে যতদূর নজর চলে কেবল বস্তা আর প্যাকেট; মাঝের সংকীর্ণ আইল ধরে চলাফেরা করতে হয়।

দেয়াল ঘেঁষে সাজানো শেলফগুলোও রসদে বোঝাই। দীর্ঘ একটা কাউন্টার দেখতে পেল নরা, ওটার পাশে একটা আয়রন সেফ রয়েছে। এক কোণে রেইলিং ঘেরা ছোট একটা জায়গা দেখে নরা বুঝতে পারল অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয় ওটাকে। উঁচু ডেস্ক আর হিসাবের খাতাপত্র চোখে পড়ল। নানান জিনিসের গন্ধ মিশে আছে বাতাসে। লোহা, লোহার তৈরি জিনিসপত্র, কাপড়, শুকনো রসদ, তামাক, ময়দা, কফি, বেকন আর নানা রকম মসলাসহ হেন জিনিস নেই যার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখানে।

দম বন্ধ হবার অবস্থা হলো নরার। 'আমি যা ভেবেছিলাম এখন দেখছি তার চেয়ে বিরাট ব্যাপার চলছে,' বলে উঠল ও। 'আমি, কি বলব, রীতিমত অবাক হয়ে গেছি!'

'এটাই সব নয়, একটা অংশ মাত্র,' ব্যাখ্যা করল হ্যানলন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

মালপত্রের ফাঁকে ফাঁকে সামনে এগিয়ে গেল হ্যানলন, তাকে অনুসরণ করল নরা। একটা দরজা খুলল হ্যানলন, আরেকটা খুদে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল ওরা। খানিকটা ফাঁকা জায়গার ওপাশে আরও কয়েকটা দালান দেখতে পেল নরা, ফীডশেড আর কোরালও আছে। খচ্চর আর ঘোড়ায় গিজ গিজ করছে কোরালটা।

'এসবই আমাদের,' বলল হ্যানলন, 'ওদিকে আছে বাংকহাউস আর কুক শ্যাকটা। চমৎকার জায়গা।'

'আমার সামান্যতম ধারণাও ছিল না,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল নরা, 'এটার একটা অংশের মালিক আমি সেটাও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। কারণ এসবে আমার কোন অবদান নেই।'

'তোমার ভাইয়ের তো আছে,' ওকে মনে করিয়ে দিল হ্যানলন।

আবার মন্তব্য করার আগে কি যেন চিন্তা করল নরা হন্ট। 'ব্যবসার ব্যাপারে জ্যাক ব্লেড খুব আন্তরিক, তাই না?'

'আন্তরিক বললে কম বলা হয়,' চট করে সায় দিয়ে বলল হ্যানলন। 'ব্যবসা ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপারে তাকে একটু বেশিই আন্তরিক বলে মনে হয় আমার। মাঝে মাঝে তো অসহ্যই ঠেকে, বাড়াবাড়ি করে ফেলে। ওকে বিরত রাখার কম চেষ্টা চালাইনি আমি, কোন ফায়দা হয়নি। সব ব্যাপারেই কঠিন রূঢ় আচরণ করে মানুষটা। এতক্ষণে বোধ হয় খানিকটা হলেও টের পেয়ে গেছ তুমি।'

'একটু আগের স্যালুনের সামনের ঘটনাটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া ফ্রেসার'স মিডৌ-র ঘটনাটাও উদাহরণ হিসাবে যথেষ্ট।'

আবার নীরব হয়ে গেল লরা। উজ্জ্বল স্বাভাবিক উত্তেজনাপূর্ণ নতুন একটা দিনের শুরুতে ফ্রেসার'স মিডৌ-র অপ্রীতিকর ঘটনাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল লরা। কিন্তু হ্যানলন বলামাত্র চট করে পুরো দৃশ্যটাই আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে।

'খানিক আগে ওর অমন করার কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তুমি?' চট করে জিজ্ঞেস করল লরা।

শব্দ করে হাসল হ্যানলন। 'তোমার দিকে তাকিয়ে ভুলটা করেছে ডিউক উইংগো, তাই না?'

'লোকটার তাকানোর ভঙ্গিটা যেন কেমন ছিল!'

আবার হাসল হ্যানলন।

'জ্যাক স্লেড যদি তোমার মত সুন্দরী একটা মেয়ের দিকে তাকানোর অপরাধে মারধোর করবে বলে স্থির করে থাকে তাহলে বলতে হবে খুব খারাপ একটা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, মাই ডিয়ার। ওরও দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হবে আগামী দিনগুলো। কারণ তুমি দেখতে অসাধারণ সুন্দরী, অপরূপা, এখানে তোমার উপস্থিতি অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে কাজ করবে। অগুণতি লোক বারবার প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাবে তোমার দিকে; এখন তো তাদেরই একজন কথা বলছে তোমার সঙ্গে। সবাইকে মারবে নাকি স্লেড? আচ্ছা, ভাল কথা, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে তুমি কি তার সঙ্গে যথাযথ আচরণ করেছ? এখনই কিন্তু উপযুক্ত সময়, তুমি কি বলো?'

সরে যাবার আগেই লরাকে ধরে ফেলল হ্যানলন, কাছে টেনে নিল।

চট করে ওকে বাধা দিল লরা, ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। 'রস,' বলল ও,

'অমন করো না, প্লীজ!'

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হ্যানলন, তার গালের গাঢ় লালচে ছোপটা আরও গভীর হলো। 'তাহলে কি সিদ্ধান্ত পাল্টেছ তুমি?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল সে।

'ঠিক তা নয়,' বলল লরা, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্যে অবশ্যই কয়েকটা দিন সময় লাগবে আমার। আমার চেনা জগৎ ছেড়ে এসেছি আমি, এখানকার প্রতিটি জিনিস আমার কাছে অন্যরকম—সব কিছুর সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে আমাকে। আগে এখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। যাই বলো, সেইন্ট লুইয়ের দিন পেছনে ফেলে এসেছি আমি, ওসব এখন অনেক দূরের বলে বোধ হচ্ছে। আমাকে সময় দিতে হবে, রস।'

হ্যানলনের চেহারায় রাগের ছাপ পড়তে দেখল লরা, তবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার হাসল সে।

'বেশ! কি নিয়ে যেন আলাপ করছিলাম আমরা?'

'জ্যাক স্লেড প্রসঙ্গে,' বলল লরা, 'উইংগোর প্রতি ওর খেপে ওঠার কারণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি আর এধরনের কোন ঝামেলার কারণ হতে চাই না।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' একমত হলো হ্যানলন, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখলে ভাল করবে, সিয়েরা স্টার কোম্পানীর অংশ হিসাবে এখন থেকে তুমিও জ্যাক স্লেডের সতর্ক পাহারার বস্তুতে পরিণত হয়েছ। এই কোম্পানীর সম্পদ তুমি, মাই ডিয়ার—মহা মূল্যবান সম্পত্তি। এখানকার যে কোন জিনিস— তা সে একটা পেরেকই হোক কিংবা এক পাউন্ড আটা— স্লেডের কাছে তার মূল্য অপরিসীম। সেই সবকিছু দেখে, এমনকি পার্টনারের ব্যক্তিগত জীবনও বাদ যায় না। ওকে সবাই সমঝে চলে। তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কারণটা আমি জানি ভাল করেই। আমি যখনই এক কি দুই গ্লাস হুইস্কি খাই কিংবা কয়েকদান তাস খেলি আমাকে তার শাসনের মুখে পড়তে হয়, এমন শুরু করে দেয় যেন মহাসর্বনাশ করে ফেলেছি!'

কথা বলার সময় রসিকতার সুর ফোটানোর চেষ্টা সত্ত্বেও হ্যানলনের ক্ষোভ চাপা থাকল না। চট করে ওর দিকে তাকাল লরা।

'হয়তো কঠিন দায়িত্ব বোধ থেকেই নিজের অজান্তে এমন করে ও,' বলল

লরা।

'সে যাই হোক,' সংক্ষেপে বলল হ্যানলন, 'এখানে একটা স্টাইলই চলছে দেখতে পাবে তুমি—*জ্যাক স্লেড স্টাইল!*'

স-বাক স্যাডল চাপানো একপাল খচ্চর লাইন বেঁধে কোরাল থেকে বেরিয়ে এল একটা বেল মেয়ারকে অনুসরণ করে। পেছনের প্ল্যাটফর্মের সামনে থামল রাইডার; তরুণ, একহারা গড়ন তার, গায়ের রঙ বাদামী, মসৃণ চেহারা; কিশোরসুলভ। অনেকটা লাজুক ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা মেশানো দৃষ্টিতে লরার দিকে তাকাল সে।

'স্কিপ, এ হচ্ছে মিস লরা হন্ট, আমাদের পিট হন্টের বোন। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

হাত দিয়ে টুপি স্পর্শ করল স্কিপ অস্টিন, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি সব সময় আছি তোমার সেবায়।'

ছেলেটাকে ভাল লেগে গেল লরার, ওর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। 'ধন্যবাদ, স্কিপ।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিগ পাইনে রসদ নিয়ে যাচ্ছ এখন?' স্কিপকে জিজ্ঞেস করল হ্যানলন।

মাথা নাড়ল স্কিপ অস্টিন। 'রেড হিল, কোয়ার্টর্জ, ফ্যানট্যান আর রোমান গালশ-এ যাচ্ছি এখন, ফেরার পথে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে থামব একবার। সেরকমই বলে দিয়েছে আমাকে জ্যাক।'

ভুরু কোঁচকাল হ্যানলন, অন্ধকার হয়ে গেল চেহারা। 'আমি বোধ হয় বিগ পাইনে ম্যাট গিলবার্টের ওখানে মাল দিয়ে আসতে বলেছিলাম তোমাকে!'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল স্কিপ অস্টিন। 'হ্যাঁ। কিন্তু জ্যাক বলল গিলবার্টকে এখন মাল না দিলেও চলবে।'

'ও, আচ্ছা!' ধমকে উঠল হ্যানলন, 'বটে!' ঘুরে ওয়্যারহাউসে ঢুকে পড়ল সে, লরাও এল ওর সঙ্গে। 'আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার?' কড়া সুরে ওর উদ্দেশে বলল হ্যানলন। 'এখানে সবকিছু একজনের কথায় চলে—জ্যাক স্লেড!'

তিন

কাঠমিস্ত্রীর কাজ ভালই জানে টোবি বার্নস; করাত হাতুড়ি রান্দা ইত্যাদি নিয়ে লরার কেবিনে হাজির হলো সে। কিচেনে বাড়তি একটা শেলফ্ তৈরি করল, তারপর বেডরুমের শেলফটার একপাশে দেয়ালে লাইন বেঁধে গোটকতক পেরেক গেঁথে দিল যাতে প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস ঝুলিয়ে রাখতে পারে লরা। ঘর্মাক্ত কলেবরে একাগ্র চিত্তে কাজ চালিয়ে গেল সে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল লরা, হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, টোবি, সিয়েরা স্টার-এ কদ্দিন হলো কাজ করছ তুমি?'

মাথা ভর্তি চুলে হাত চালাল টোবি বার্নস।

'তা তো ঠিক করে বলতে পারব না, ম্যাম,' বলল সে, 'তবে কম না। ফ্রেইট আউটফিট নিয়ে একবার স্টোনি কোরালে গিয়েছিল জ্যাক স্লেড। ওখানে ওর একটা ঘোড়ার লাগামের চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল হঠাৎ; আমি আবার মিসিসিপিতে থাকতে একটা হারনেস শপ-এ চাকরি করতাম, এধরনের কাজের মোটামুটি অভিজ্ঞতা ছিল; ওকে লাগাম সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করেছিলাম তখন। পরে স্লেড আমার কাছে জানতে চাইল আমি ওর এখানে কাজ করতে রাজি আছি কিনা। ওর ব্যবহার খুব ভাল লেগেছিল আমার, না করতে পারিনি। সেই থেকে আছি আমি এখানে।'

'এখনও কি ওর—মানে—আচার ব্যবহার তোমার ভাল লাগে?'

'খুব।'

'ওর, কি বলব, কাজের স্টাইলটা, একটু কাঠখোট্টা ধরনের না?'

লরার কথার আড়ালে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত কিছু লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণ হলো টোবি বার্নসের দৃষ্টি। 'ও-ই বস্, অবশ্য যদি সেই অর্থে কথাটা বলে থাকো তুমি।'

'মিস্টার হ্যানলন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' আবার জানতে চাইল লরা, 'ও বস্ না?'

এবার সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিল টোবি। 'জ্যাকের মত নয়। রস হলো, যাকে বলে ইনসাইড ম্যান, হিসাব-নিকাশ সামলায়, ব্যস। কঠিন কাজগুলো কিন্তু জ্যাককেই সামাল দিতে হয়। আসলে ও-ই চালাচ্ছে এই ব্যবসাটা।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল টোবি বার্নস, তারপর আবার যোগ করল: 'চূড়ান্তভাবে হ্যাঁ অথবা না বলার জন্যে একজন টপ্-বস্ থাকা খুবই জরুরী, নইলে যে কোন ব্যবসা রসাতলে যেতে বাধ্য। তেমনি এখানেও শত্রুদের নাজেহাল করার জন্যে একজন টপ্-বস্ দরকার আছে। জ্যাক স্লেডই টপ্-বস্ হবার যোগ্যতা রাখে, এখন পর্যন্ত খুব দক্ষতার সঙ্গে সবদিক সামলে আসছে সে-ই!'

'শত্রু মানে?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'মানে,' বলল টোবি বার্নস, 'মিলো ট্যালন আর তার কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই আউটফিটটাই আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। সিয়েরা স্টারকে জন্মের মত শেষ করে এ-অঞ্চলে একচেটিয়া ব্যবসা চালাতে চায় ট্যালন, তার মতলব হাসিল করার জন্যে হেন কাজ নেই যা করবে না কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই, ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাছাড়া মওকা পেলে আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে ঠকানোর চেষ্টা করার মত লোকজনেরও অভাব নেই আশপাশে। কিন্তু জ্যাক স্লেড সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সিয়েরা স্টার-এর কোন জিনিসে হাত দিলে বা আমাদের ব্যবসার কাজে নাক গলাতে এলে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে। ওর সঙ্গে মশকরা চলে না!'

'ফ্রেসার'স মিডৌ-তে যেমন বুঝিয়ে দিয়েছিল ওই লোকটাকে?' বাঁকা সুরে বলল লরা, 'সকাল বেলা রাস্তার ওপর সেই লোকটাকে যেভাবে নাজেহাল করল সেকথা বোঝাতে চাচ্ছ? এসব কি ঠিক হয়েছে বলে মনে করো, টোবি?'

'আলবৎ ঠিক, একশোবার ঠিক!' অন্তর থেকে জোরাল কণ্ঠে জবাব দিল টোবি বার্নস। 'কেড্ ইভানস ঘোড়া চুরি করে পালাতে যাচ্ছিল, কন্টিনেন্টালের লোক সে, আগেও কয়েকবার সিয়েরা স্টার-এর ঘোড়া চুরির চেষ্টা করেছিল। এবার জ্যাক ওকে বাধা দিতেই গোলাগুলির রাস্তা বেছে নিয়েছিল বদমাশটা; কোন ফায়দা হবে না, জানত; তবু চেষ্টা করতে গেছে খামোকা। যেমন কর্ম ঠিক তেমন ফল পেয়েছে! আর ডিউক উইংগো? সে-ও কন্টিনেন্টালের

লোক, খামোকা এদিকে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়! সকালে তোমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়েছিল সে, ওকে খানিকটা আদব-লেহাজ শিখিয়ে দিয়েছে জ্যাক। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেটা তোমার পছন্দ হয়নি—উল্টে খেপে গেছ জ্যাকের ওপর। এটা ঠিক না! আমি বাবা তোমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যাবার আগেই কেটে পড়ি এখান থেকে!'

চরম অসন্তোষে বিড়বিড় করতে করতে দ্রুত যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিল টোবি বার্নস, দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে! হাঁ করে শূন্য দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল লরা, মেজাজ তেতে উঠতে যাচ্ছে।

তবে দীর্ঘস্থায়ী হলো না ওর ক্ষোভ। কেবিনে এসে ঢুকল জ্যাক স্লেড। চারপাশে নজর বোলাল। 'ঠিক মত কাজ সেরে গেছে তো টোবি?' জানতে চাইল।

গত কাল রাতে যেমন মনে হয়েছিল, এখনও লরার আবার মনে হলো স্লেড আসায় পরিবেশ যেন পূর্ণতা পেয়েছে। লম্বায় ওকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে স্লেড, তার সহজ স্বাভাবিক আচরণে লরার মনে হলো ব্যক্তিত্বের পাল্লায় বুঝি হেরে যাচ্ছে, ফলে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তলে তলে। টোবি বার্নসের সোজাসাপ্টা উচ্চারণ এখনও খোঁচাচ্ছে ওকে, আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল, 'খুব চমৎকার কাজ করেছে ও, ধন্যবাদ। আমার অবস্থানটাও বুঝিয়ে দিয়েছে ভাল করে!'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল স্লেড, কুঞ্চিত হলো দুচোখ। 'মানে? কোন রকম বেয়াদবি করেছে নাকি?'

লরার বিবেকই যেন এবার সাড়া দিল। 'আরে, তেমন কিছু না! কিছু উচিত কথা শোনা দরকার ছিল আমার, শুনিয়ে গেছে, ব্যস! কিছু বলতে চাও আমাকে?'

'ভাবলাম তুমি হয়তো ভাইয়ের কবরটা দেখতে চাইবে।'

ওর প্রতি স্লেডের এই বাড়তি মনযোগ লক্ষ্য করে চাগিয়ে ওঠা ক্ষোভ অনেকটাই কেটে গেল লরার; বোকা বোকা লাগল নিজেকে, অস্বস্তি বোধ করল; ইতস্তত ভঙ্গিতে কোনমতে বলল: 'অ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখতে চাই—খুব মন টানছে!'

'তাহলে চলো যাই,' সহজ ভঙ্গিতে বলল স্লেড। সব দ্বিধা সরে গেল লরার মন থেকে। 'বেশ কয়েক মাইল দূরে যেতে হবে,' আবার বলল স্লেড, 'ঘোড়া

হাঁকাতে পারো তো? সঙ্গে রাইডিং ক্লোদস্ আছে?'

'আছে। আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি।'

'বেশ। ঘোড়া সাজিয়ে নিই আমি।'

নরা রাস্তায় নেমে দেখল ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে স্লেড। একটা ডিভাইডেড স্কার্ট পরেছে নরা, গায়ে উলের ব্লাউজ, স্কার্ফ জড়িয়েছে গলায়; হাতের ভাঁজে একটা ব্ল্যাংকেটও আছে।

ব্ল্যাংকেটটা স্যাডলের পেছনে বাঁধল স্লেড।

'আপাতত এটার কোন দরকার হবে না,' বলল ও, 'তবু সঙ্গে থাকা ভাল!'

নরার জন্যে শান্তশিষ্ট ছোটখাট একটা সোরেল বাছাই করেছে স্লেড, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নরাকে স্যাডলে উঠে বসতে সাহায্য করল স্লেড, স্টিরাপের ঝুল ঠিক করে দিল। নিজের ঘোড়ায় চাপল এবার, লাগামে টান দিয়ে রাস্তার দিকে এগোল, পাশে থাকল নরা।

রোদ ঝলমল বিকেল। আদুরে উষ্ণতা বিলোচ্ছে বিদায়ী সূর্য। গিজগিজ করছে রাস্তাটা: মাইনার প্রসপেক্টর আর নানা কিসিমের রাইডার আসছে যাচ্ছে। ওয়েলস ফারগো সাইনবোর্ডের নিচে একটা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ছিপছিপে গড়নের আব্রাহাম লিংকন মার্কা চেহারার এক লোক; কালো শার্টের হাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তার দীর্ঘ হাতজোড়া, একটা বিরাট মিরশম পাইপ ফুঁকছে আপনমনে, মাথার ওপর জমাট বাঁধছে ধোঁয়ার মেঘ। ওরা অফিস অতিক্রম করার সময় হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল লোকটা, প্রত্যুত্তরে তাকে স্যালুট করল স্লেড।

'বিল ম্যাককরমিক,' নরার উদ্দেশে বলল ও, 'আমার চেনা সেরা মানুষদের একজন!'

ওয়েলস ফারগো বিল্ডিংটার পরেই রয়েছে রোদ বৃষ্টির অত্যাচারে কাহিল একটা দালান, ওটার একপাশটা দোতলা; একটা সাইনবোর্ড ওটার পরিচয় জানান দিচ্ছে: শেরিডান হাউস। দালানটার দরজার পাশের বেঞ্চে বিকেলের উষ্ণ রোদের পরশ গায়ে মাখছে বিশালদেহী টেকো এক লোক, গোলগাল অথচ কঠিন চেহারা তার। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল সে, শুভেচ্ছার কোন আভাস পাওয়া গেল না।

দোতলার একটা জানালায় মৃদু নড়াচড়া ধরা পড়ল স্লেডের চোখে, পলকের জন্যে কালো চুল আর একজোড়া চোখ দেখতে পেল ও, ফ্যাকাসে

চেহারাও, ক্লিন শেভড; যেন খোদাই করা হাতির দাঁতের তৈরি কোন সামগ্রী। মুহূর্তে আবার সরে গেল মুখটা।

স্লেডের আচরণে ভাবান্তর না ঘটলেও অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সামনে পড়ে নিজের অজান্তেই সচেতন হয়ে উঠল নরা, অস্বস্তি লাগছে।

শহরের বাইরে আসার পর যেন দম ফেলার ফুরসত পেল নরা। কৌতুক মেশানো দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকাল স্লেড। 'সবার দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি, তাই না?'

'আমার দিকে কে তাকাচ্ছে না তাকাচ্ছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, যদি তেমন কিছু বোঝাতে চেয়ে থাকো তুমি।'

'এসব তোমাকে মেনে নিতে হবে,' বলল স্লেড। 'এখানে তুমি নবাগত; একে তরুণী তায় আবার মারাত্মক রকম সুন্দরী—আর এখানকার সবাই বড় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে!'

কথা বলার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না নরা। 'তোমার এখনকার আচরণের সঙ্গে,' কিঞ্চিত অনুযোগের সুরেই বলল ও, 'আজ সকালের আচরণের বিস্তর ফারাক দেখতে পাচ্ছি যেন!'

'মোটেই না,' অস্বীকার গেল স্লেড, 'অন্যের দেখার বিষয় হবার অনেক অর্থ আছে। একেকজন একেকভাবে তাকায়। এখন তো রাস্তার কারও দৃষ্টি তোমার চেহারা লাল করে তুলতে পারেনি।'

'পারলেই বোধ হয় একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে খেপে উঠতে?'

'হয়তো উঠতাম।'

বিরক্তি যেন সব বাঁধ ভেঙে দিল নরার। 'দেখো, মিস্টার স্লেড, আমি চাই না তুমি বা আর কেউ সারাক্ষণ আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে লোকজনকে বেধড়ক মারধর করুক। আমি যেচে কাউকে আমার অভিভাবকের দায়িত্ব নিতে বলিনি। আমাকে নিয়ে মারপিট বা ঝামেলা হচ্ছে, এ আমি চিন্তাই করতে পারি না! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি আমি, নিজের ভাল মন্দ বোঝার মত যথেষ্ট বয়স আর বুদ্ধি আমার হয়েছে!'

'আমাদের বোধ হয়,' সহজ কণ্ঠে বলল স্লেড, 'আনুষ্ঠানিকতা বাদ দেয়া উচিত। আমরা এখন বিজনেস পার্টনার, এখানে বসবাস করার পরিকল্পনা করছ তুমি, রোজ কতবার যে দেখা হবে বলার উপায় নেই; সুতরাং সম্বোধনটাকে

লরা আর জ্যাক-এ নামিয়ে আনতে ক্ষতি কি?'

আপত্তি জানানো হাস্যকর, মাথা দুলিয়ে সায় দিল লরা।

'ঠিক আছে;' আবার বলল স্লেড, 'একটা জিনিসের ফয়সালা হয়ে গেল। এবার তোমার কথায় আসা যাক। এ জায়গাটা তোমার একেবারেই অজানা অচেনা; কোনরকম ধারণা নেই, তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে আইনের সাহায্য পাওয়া খুবই সহজ, হাঁক দিলেই হলো। কিন্তু এখানে আইন কানুনের বালাই নেই-ই বলা যায়। হ্যাঁ, একসময় এখানেও আইন আসবে, কিন্তু এখন চলার পথে নিজের হাতেই প্রতিমুহূর্তে আইন তৈরি করে নিতে হচ্ছে আমাদের। এই পাহাড়ী বসতিতে যেমন প্রচুর ভাল মানুষ আছে তেমনি বদলোকেরও অভাব নেই—তারা শক্তি আর নিষ্ঠুরতা ছাড়া অন্য কিছুর তোয়াক্কা করে না, শক্তের ভক্ত নরমের যম সবাই। ওদের সামনে সামান্য দুর্বলতা দেখিয়েছ কি তোমার আর টিকে থাকতে হবে না!'

আপন বিশ্বাস বা ধারণা থেকে এত সহজে সরে আসার মেয়ে লরা নয়, এবারও স্লেডের যুক্তি খণ্ডানোর প্রয়াস পেল ও। 'কিন্তু আমি কিছুতেই সামান্য একটা ঘোড়ার মালিকানার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে মানুষ হত্যা কিংবা আমার দিকে একটু অন্য চোখে তাকানোর দোষে একটা লোককে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে পারছি না। এটা বাড়াবাড়ি!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল স্লেড। চেহারায় ভাবান্তর নেই, নির্বিকার দৃষ্টি, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল ও, মাথা দুলিয়ে নিজের কোন ভাবনায় যেন সায় দিল, তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি ঠেকেই শিখবে তুমি, এবং তাই হবে বলে আগেভাগে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি।'

এরপর নিজ নিজ ভাবনায় ডুবে গেল ওরা, এগিয়ে চলল সামনে।

ট্রেইল ধরে গাছপালার মাঝে একচিলতে ফাঁকা জায়গায় হাজির হলো ওরা। ধূসর একটা গ্রানিট পাথর খাড়াভাবে দাঁড় করানো এখানে, অনন্তকাল যেন ওভাবেই আছে ওটা।

'পিট হল্টের কবরের হেডস্টোন,' পাথরটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল স্লেড, স্যাডল থেকে নামল। লরাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করল ও, তারপর খানিকটা পিছনে সরে দাঁড়িয়ে থাকল। একাই পাথরটার দিকে

এগিয়ে গেল লরা। গ্রানিট পাথরটার অমসৃণ আকৃতির নিচে আবছাভাবে একটা কবরের অস্তিত্ব বোঝা যায়। অবিনশ্বর পাথরটার গায়ে আনাড়ি হাতে তিনটা শব্দ খোদাই করা: পিটার হল্ট, ১৮৮৮।

কবরের পাশে কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল লরা হল্ট, তারপর সোজা হয়ে চারপাশে তাকাল এক নজর। নিথর গাছপালার সারি দেখল, ঝিলিমিলি খেলছে রোদ; ছোট অথচ সবুজ মাঠটা দেখল একবার; তাকাল মাথার ওপরে নীল পরিষ্কার আকাশের দিকে। এবার ঘুরে ধীর পায়ে স্লেডের কাছে ফিরে এল ও, মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে আবার চেহারা, দৃষ্টি অচঞ্চল।

'জায়গাটা সুন্দর,' শান্ত কণ্ঠে বলল লরা, 'কার পছন্দ?'

একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল স্লেড। 'নিরিবিলি আর মেইন ট্রেইলগুলো থেকে বেশ দূরে এ-জায়গাটা, আমি আর পিট ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়েছিলাম এখানে, ওর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।'

মাথা দোলাল লরা। 'অ। লেখাটা কার?'

'টোবি বার্নসের। এসব কাজ মোটামুটি জানে সে।'

আবার স্যাডলে চাপল লরা, লাগাম হাতে তুলে নেয়ার আগে শেষবারের মত নজর বোলাল চারপাশে।

'আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল ও, 'আবার আসতে মন চাইলে পথ চিনে চলে আসতে পারব।'

'তবে একা আসতে পারবে না,' বলল স্লেড।

এ কথায় আবার অধৈর্য বোধ করল লরা। 'তোমার কথায় মনে হয় আমি বুঝি জেলখানার কয়েদী!' স্লেড এ কথার জবাব দেয়ার আগেই চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল লরা। 'তুমি বলছিলে ফ্রেইট আউটফিট সহ ট্রেইল থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে পিট, তাহলে কি ওয়্যাগন চালাতে জানত না ও?'

'মোটেই তা নয়,' চট করে অস্বীকার গেল স্লেড। 'দুনিয়ার সেরা মিউলস্কিনার ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারত কিনা তাতে সন্দেহ আছে আমার। বিরাট এক বোল্ডার গড়িয়ে পড়েছিল ওর প্যাকস্ট্রিংয়ের ওপর, আতঙ্কের চোটে রাস্তা থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করেছিল জানোয়ারগুলো ওয়্যাগনসহ খাদে পড়ে যায় ওগুলো। ইচ্ছা করলে হয়তো লাফ দিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারত পিট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আউটফিটের সঙ্গেই রয়ে গিয়েছিল,

ওট্যাকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা চালিয়েছে। ফলে প্রাণ হারাতে হয়েছে ওকে। খুবই ভাল মানুষ ছিল আমাদের পিট।' একটু থামল ব্লেড, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর আবার বলল, 'আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা, মানে আসল ঘটনা তোমার জানা উচিত। ওই বোল্ডারটা আপনা থেকে খসে পড়েনি সেদিন, কেউ একজন গড়িয়ে দিয়েছিল।'

'তার মানে,' চেঁচিয়ে উঠল নরা, কাঁপা বিহ্বল শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'খুন ছিল!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর কণ্ঠে সায় দিল ব্লেড, 'খুন।'

'আন্দাজে বলছ না নিশ্চয়ই কথাটা? তুমি শিওর?'

'একশো ভাগ। বোল্ডারটা যেখান থেকে গড়াতে শুরু করেছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বের করেছি আমি, জোর করে ওটাকে উৎপাটিত করার যথেষ্ট আলামতও পেয়েছি।'

অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল নরা, বিস্ফারিত চোখ, সেখানে কষ্টের ছাপ।

'কি ভয়ংকর!' ফিসফিসিয়ে বলে উঠল সে, 'ওহ্, পিট—!'

খানিক পরেই আবার ব্লেডের দিকে তাকাল নরা। 'কাজটা কার কোন ধারণা নেই তোমার?'

'অনুমান করতে পেরেছি ঠিকই। মাত্র একজন লোক একা গড়িয়ে দিয়েছিল পাথরটা, তারমানে লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী, নইলে অমন বিশাল বোল্ডার নড়াতে পারত না। কাল রাতে তেমন বিশাল এক লোককে দেখেছ তুমি ফ্রেসার'স মিডৌ-তে। লার্ক ব্রিন্টন।'

'কিন্তু কেন? পিটের সঙ্গে কিসের শত্রুতা ছিল তার?'

'কোন শত্রুতাই ছিল না হয়তো—ব্যক্তিগত শত্রুতার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ব্রিন্টন আবার কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের লোক, মিলো ট্যাননের স্যাঙাৎ; আর পিট সিয়েরা স্টার-এর একজন পার্টনার ছিল।'

'তারমানে বলতে চাচ্ছ ওই—কি যেন নাম—মিলো ট্যানন তার লোকজন নিয়ে খুনও করবে শুধু...' ঘৃণায় কথাটা শেষ করতে পারল না নরা।

'হ্যাঁ,' নিরস কণ্ঠে জবাব দিল ব্লেড, 'তাই। তবে লার্ক ব্রিন্টন পিটকেই হত্যা করতে চেয়েছে, এমনটা মনে হয় না আমার, তার উদ্দেশ্য ছিল আউটফিটটার বারটা বাজিয়ে সিয়েরা স্টারের ক্ষতিসাধন করা। আবার এ

কথাও ঠিক আউটফিটটা ধ্বংস করতে গিয়ে সে যে একজন মানুষ হত্যা করেছে, অবোধ কতগুলো জানোয়ারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতে তার বিবেকে একটুও দাগ পড়েনি। আসলে লোকটার বিবেক বলে কিছু নেই!'

'মিলো ট্যানন বোল্ডার গড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকলে—এমনকি এক্ষেত্রে তার যদি সায়ও থেকে থাকে—তাহলে তার কর্মচারীর মত সে-ও সমান অপরাধী!' ঘোষণা করল নরা।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ব্লেড, 'কিন্তু ব্রিন্টনের চেয়ে অনেক বেশি চালাক সে এবং সেজন্যেই আরও বেশি বিপজ্জনক!'

'আ-আমার কোন ধারণাই ছিল না,' বিড়বিড় করে উঠল নরা, 'কিছুই জানতাম না! কিন্তু তুমি যখন জানো ব্রিন্টনই বোল্ডার গড়িয়ে দিয়েছে তাহলে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নাওনি কেন? কোন না কোন ভাবে তো আইনের সাহায্য নিতে পারতে?'

'ভুলে যাচ্ছ তুমি,' বাধা দিয়ে বলল ব্লেড, 'আইন এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি এখানে। নিচের সমতলে আইন আছে, কিন্তু এই সুদূর পাহাড়ী বসতিতে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রিন্টনকে সাজা দিতে চাইলে আমাকেই তার ব্যবস্থা নিতে হবে— জাজ, জুরি, জল্লাদ হতে হবে আমাকেই। কিন্তু তা করার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার দরকার আছে, অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। আমি খুব ভাল করে জানি ওই লোকই বোল্ডার ঠেলে দিয়েছে, হত্যা করেছে পিটকে; কিন্তু প্রমাণ করতে বললে এখন তা পারব না। যেদিন প্রমাণ বের করতে পারব সেদিনই ব্রিন্টনের উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।'

ব্লেডের ওপর রেগে গেল নরা। 'তোমাকে বুঝতে পারছি না আমি, জ্যাক ব্লেড! গত কাল সন্ধ্যায় একটা ঘোড়ার মালিকানার বিরোধ মানুষ মেরে নিষ্পত্তি করলে তুমি, অথচ আমার ভাই পিটের খুনের বদলা নিতে কিছুই করোনি আজও!'

'কেড্ ইভানসের অপরাধের প্রমাণ বা সাক্ষী—চোরাই ঘোড়াটা—আমার চোখের সামনেই ছিল, জলজ্যান্ত প্রমাণ,' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল ব্লেড। 'কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝবে ব্রিন্টনের প্রতি আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর, স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ওর কিছুই করতে

পারব না আমি।'

'যদি কোনদিনই প্রমাণ করতে না পারো?'

'হয়তো পারব না,' সায় দিল স্লেড, 'তবু প্রমাণের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাকে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লরা। শহরের কাছাকাছি আসার আগে আর কোন কথা বলল না।

'সকালে আমি বলেছিলাম,' একসময় নীরবতা ভেঙে বলল লরা, 'তোমাদের কাজে লাগতে চাই। আসলেই চাই। রস্ হ্যানলনকে হিসাব নিকাশ করার কাজে সাহায্য করতে পারি আমি। যদি দরকার হয়, একাই ওদিকটা দেখতে পারব আমি; তাহলে অন্য কাজে আরও বেশি সময় দিতে পারবে রস্।'

'ঠিক,' আন্তরিক কণ্ঠে ওর প্রস্তাব সমর্থন করল স্লেড, 'চমৎকার একটা কথা বলেছ!'

সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লরা। 'তোমার কথায় যেন মনে হচ্ছে রস্ ঠিক মত দায়িত্ব পালন করছে না?'

'তা নয়,' অস্বীকার গেল স্লেড, 'আসলে আমার ধারণা একটু ঘন ঘন শহরের বাইরে গেলে ওর উপকারই হবে।'

এক মুহূর্ত ভাবল লরা। 'তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওর ব্যাপারে তোমার মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করছে!'

'তা করছে,' বলল স্লেড, 'রস্কে আরও ব্যস্ত দেখতে চাই আমি। ও যদি আমাদের প্যাকরুটগুলো চিনে নেয়, যাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা লাভ করতে পারে তাহলে খুব ভাল হবে। ব্যবসা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। খোদা না করুন আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে অনায়াসে পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারবে ও।'

'কি হবে তোমার?'

ছোট করে কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। নির্লিপ্ত হাসল্। 'এখানে অনেকেই আমাকে পছন্দ করে না।'

আড়চোখে আবার ওকে জরিপ করল লরা। স্লেডের শারীরিক কঠোরতা টানছে ওকে। অবিচল এক মানুষ, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিরল

গুণের অধিকারী। তার চলাফেরায় বেপরোয়া স্বাধীনচেতা ভাব, কেন যেন সেটা খোঁচা দিচ্ছে লরাকে, সেজন্যেই আঘাত করতে ইচ্ছে করছে যাতে ওর কাছে হার মেনে নেয় লোকটা, খানিকটা হলেও বশ মানে!

বেরিয়ে যাবার সময় যেমন তেমনি ফেরার সময়ও পার্বত্য শহর অ্যালপাইনে প্রাণের সাড়া লক্ষ করল লরা। খুদে শহরটার পুরানো শ্রীহীন গঠন সত্ত্বেও এটার যেন নিজস্ব একটা ছন্দ আছে, রয়েছে নিজস্ব প্রাণশক্তি; এছাড়া একটা আদিম বুনো ভাব, হিংস্র কোন জানোয়ারের মত ঘাপটি মেরে আছে বুঝি! আচমকা এক বিস্ফোরণের মত সেই বুনো জন্তুটার আত্মপ্রকাশ ঘটল যেন।

শেরিডান হাউস থেকে চাপা অথচ হিংস্র চিৎকার ভেসে এল, পরক্ষণে দড়াম করে খুলে গেল হোটেলের দরজা। সামনে ঝুঁকে পিছু হটে বেরিয়ে এল এক লোক, রাস্তায় নামল; ভারি একটা নেভি কোল্ট দেখা যাচ্ছে তার হাতে, কোমর বরাবর স্থির ধরে রেখেছে।

এরপরেই খোলা দরজা আগলে দাঁড়াল গোলগাল চেহারার সেই লোকটা, শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যাকে হোটেলের সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছিল ওরা। লোকটার হাতে এখন একটা কাটা শটগান দেখা যাচ্ছে, কাঁধের কাছে তুলল সে অস্ত্রটা।

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা ঝাপসা মনে হলো লরার কাছে। ওর ঘোড়ার দিকে দ্রুত ছুটে এল স্লেডের ঘোড়াটা, একটা হিচ রেইলের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ওটাকে; সেই সঙ্গে শক্ত হাতে ওর ঘাড়ে চাপ দিয়ে ঘোড়ার ওপর প্রায় মিশিয়ে দিল ওকে!

পরপর দুবার রিভলভারের গর্জন শুনতে পেল লরা, তারপর চারদিক কেঁপে উঠল শটগানের আওয়াজে, চাপা পড়ে গেল অন্য সব শব্দ। আতঙ্কে পিছু হটল স্লেডের ঘোড়াটা, ওকে নিয়েই লাফিয়ে সরে গেল দূরে। এবার স্যাডলে আবার সোজা হয়ে বসে রাস্তার হট্টগোলের দিকে তাকাল লরা।

গান-প্লে আঁচ করতে পেরে যারা রাস্তা থেকে সটকে পড়েছিল আবার এগিয়ে এসেছে তারা। রাস্তার ধুলায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে পড়ে আছে লাশটা, ওটার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, সবার চেহারা গম্ভীর। শেরিডান হাউসের দরজায় দাঁড়ানো শটগানধারী অপসৃয়মাণ ধোঁয়ার আড়াল থেকে কুতকুতে চোখে দেখার চেষ্টা করছে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে।

স্পার দাবিয়ে লাগাম টেনে নিজের ঘোড়া শান্ত করল স্লেড, ঘুরে আবার লরার কাছে এল, ওর লাগামটা ধরল।

'চলো, সরে পড়ি এখান থেকে!'

ভিড়টা দুভাগ হয়ে ওদের পথ ছেড়ে দিল। লরার কেবিনের সামনে এসে থামল দুজন। নিজে স্যাডল থেকে নেমে লরাকে নামতে সাহায্য করল স্লেড। ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে ওর, রাগে দুচোখ জ্বলছে।

'তোমার গায়ে গুলি লাগতে পারত!'

স্টির‍্যাপের চামড়া ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে লরা, প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, জোর গলায় বলল: 'আ-আমি ঠিক আছি!'

রাস্তা বরাবর পেছন দিকে তাকাল স্লেড।

'ক্যামেরন!' আগের মতই কঠিন গলায় গর্জে উঠল, 'ওর হতচ্ছাড়া কাটা শটগানের নিকুচি করি! কেউ যদি শটগানটা তার গলা দিয়ে নামিয়ে দিত! ঠিকই একদিন টের পাবে সে!'

আবার লরার দিকে ফিরল ও। 'সত্যি ঠিক আছ তো তুমি?'

'নিঃসন্দেহে,' দীর্ঘ কম্পিত শ্বাস টানল লরা। 'কিন্তু তুমি—তোমার শার্টের হাতায় রক্ত!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে নিজের বাহুর দিকে তাকাল এবার স্লেড, হাত নাড়ল।

'তেমন কিছু না বোধ হয়। ঘোড়াটা মনে হয় বেশি চোট পেয়েছে।'

ঘোড়া পরীক্ষা করল স্লেড, ওটার ঘাড়ের একপাশে একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সতর্ক আঙুল চালিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করল স্লেড।

'এটাও তেমন মারাত্মক কিছু নয়,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলল ও।

গোলাগুলির আওয়াজে ব্যাপার কি দেখতে স্টোর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে রস্ হ্যানলন আর টোবি বার্নস।

'কি হলো?' জানতে চাইল হ্যানলন, 'গোলাগুলি কি নিয়ে?'

'ক্যামেরন!' রাগত স্বরে জবাব দিল স্লেড, 'লোকজনে ভরা রাস্তার ওপর আবার কাটা শটগান চালিয়েছে! অল্পের জন্যে চোট পায়নি লরা। আমার ঘোড়াটা আঘাত পেয়েছে।' ইঙ্গিতে ঘোড়ার ঘাড়ের ওপরে ক্ষতস্থানটা দেখাল স্লেড। 'টোবি, কোরালে নিয়ে যাও এটাকে, কাউকে বলো বাকশটের প্যালেটটা বের করার ব্যবস্থা নিতে। বেশি ভেতরে যায়নি—হাত দিলেই ধরা যাচ্ছে।'

'কাকে গুলি করল ক্যামেরন?' জিজ্ঞেস করল হ্যানলন।

'সিক্স শুটার হাতে পিছু হটে শেরিডান হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিল লোকটা, তাকেই গুলি করেছে ক্যামেরন। কি নিয়ে বিবাদ বেধেছিল ওদের আমি জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু লোকটার এই বদঅভ্যাসটা তিতিবিরক্ত করে দিয়েছে আমাকে, সহ্যই করতে পারছি না।'

ঘোড়া নিয়ে চলে গেল টোবি বার্নস। লরার দিকে তাকাল স্লেড, চেহারা থেকে কাঠিন্য দূর হয়ে গেল অনেকখানি।

'তোমার জন্যে ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা,' বলল ও, 'তোমাকে এই ঝামেলায় পড়তে হলো আমি দুঃখিত।'

'তোমার কোন দোষ নেই এখানে,' জবাব দিল লরা। 'একটা আহত ঘোড়ার যদি পরিচর্যার প্রয়োজন থাকে তাহলে একজন আহত মানুষেরও তা পাবার অধিকার আছে। ভেতরে চলো, তোমার হাতের ক্ষতটা পরখ করে দেখি একটু।'

'কি—কি বললে?' ককিয়ে উঠল হ্যানলন, 'জ্যাকও চোট পেয়েছে নাকি?'

'ও কিছু না,' মৃদু কণ্ঠে বলল স্লেড। 'যাই হোক, শিগগিরই আমি ক্যামেরনের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু বাতচিত করতে যাব। তুমি এনিয়ে খামোকা উদ্বিগ্ন হয়ো না,' লরাকে বলল শেষের কথাটা।

প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল লরা, কারণ এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারেনি সে, 'তুমি বোকার মত কাজ করছ, কথা বলছ; এসব দেখলেই উদ্বিগ্ন হই আমি, অন্য কিছুতে না! আমার হাতে মার খাবার আগেই জলদি ঘরে এসো দেখি!'

আঘাতটা মারাত্মক কিছু না হলেও কেবল চামড়ায় লাগেনি, কাঁধ আর কনুইয়ের মাঝখানে মাংসপেশীতে একটা গর্ত তৈরি করেছে বাকশটের একটা ছিটকে যাওয়া প্যালেট। ক্ষতটা দেখে আবার চেঁচিয়ে উঠল লরা।

'যা ভেবেছি, একটা হদ্দ বোকা তুমি! ওটাকে পাত্তাই দিচ্ছিলে না! এবার ব্যথা কাকে বলে বোঝাচ্ছি আমি!'

'ঠিক!' সায় দিয়ে বলল হ্যানলন, 'উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও!'

তেমন কিছুই অবশ্য করল না লরা। অভিজ্ঞ হাতে আস্তে আস্তে ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

'রাতে আবার একবার দেখব আমি,' শেষে সংক্ষেপে স্লেডকে বলল, 'খুব দরকার না হলে হাতটা নড়াচড়া কোরো না। ঠিক আছে, তোমরা দু'জনই

এবার বিদেয় হও এখান থেকে! আমি নিজেকে একটু সামলে নিই, এসব ব্যাপার আমার জন্যে নতুন তো।'

শার্টের হাতা নামানোর সময় গম্ভীর চেহারায় ব্লেড ভাবল: আঘাত পাওয়ার কথা আসলে কাউকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার ছিল না; কারণ প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাবার পর ইতিমধ্যে যন্ত্রণা টের পেতে শুরু করেছে ও; এমনিতেই নিজের গরজে ব্যান্ডেজ বাঁধার ব্যবস্থা নিতে হত।

দরজায় পৌঁছে আবার নরার দিকে তাকাল ব্লেড। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' সহজ কণ্ঠে বলল ও।

কেবিনে একা হবার পর বাংকে এসে উঠল নরা, কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত হবার ফুরসত দিল। চিন্তা শক্তি স্বাভাবিক হয়ে এল আস্তে আস্তে; ফলে খানিক আগে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাটার পাশবিকতা বিদ্রোহী করে তুলতে চাইল ওর সমগ্র অস্তিত্বকে। বুঝতে পারছে নরা, ভায়োলেন্সই এই বুনো বসতির জীবনের মূল সুর। গত রাতে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে অস্ত্রের গর্জন শুনতে হয়েছিল ওকে—ওখানে মারা গেছে একজন; আজ সকালেই রাস্তার ওপর ব্লেডের কঠিন ঘুসি খেয়ে বেয়াদবি ভুলে গেছে আরেকটা লোক; মাত্র ঘন্টাখানেক আগে আপন ছোট ভাইয়ের কবর দেখে এসেছে ও—বেচারার মৃত্যুর আসল কারণ জেনেছে; আর এখন, অস্ত্রের মুখে আবার প্রাণ দিল আরও একজন। শুধু ভায়োলেন্স আর ভায়োলেন্স! এর মাঝে ও কি টিকে থাকতে পারবে? ওর প্রয়াস কি সার্থক হবে শেষ পর্যন্ত?

কিন্তু নরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এই পার্বত্য শহরে থাকবে বলেই এসেছে। নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করা হয়ে গেছে—ব্যবসার কাজ কর্মে সাহায্য করতে চেয়ে পিটের জায়গায় যোগ্য পার্টনারের দায়িত্ব পালন করতে চায় ও। বলতে গেলে এই ব্যবসার স্বার্থেই তো প্রাণ দিয়েছে ভাইটা, এখন যদি হার স্বীকার করে, তাহলে সেটা ভাইয়ের স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল হবে।

সুতরাং জবাবটা স্পষ্ট। ছাড় দিতে হলে দেবে ও, যে কোন মূল্যে মানিয়ে নেবে এখানে। লুসি ফ্রেসারের কথা ভাবল ও। কি প্রাণবন্ত মহিলা! সে যদি এখানকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে তাহলে ও, নরা হল্ট, কেন পারবে না? পারতেই হবে! সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এ ব্যাপারে, সংশয়ে ভোগার প্রয়োজন নেই, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নরা।

উদ্দীপ্ত হয়ে আবার উঠে বসতে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের কাছে চিন

করে উঠল ক্ষীণ একটা ব্যথা। নির্দিষ্ট জায়গায় হাত বোলাল ও, কেমন যেন ফোলাফোলা লাগছে। ব্লাউজ ঢিল করে নামিয়ে আনল নরা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নগ্ন কাঁধের ওপর একটা লালচে দাগ, ক্রমশ নীল হতে শুরু করেছে এখন।

এক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল নরা, মনে করার চেষ্টা করছে কিভাবে লাগল আঘাতটা। সহসা মনে পড়ে গেল সব। জ্যাক ব্লেড যখন জোর করে ওকে ঘোড়ার পিঠের ওপর শুইয়ে দিচ্ছিল এখানেই হাত রেখেছিল সে, ওকে লাইন-অভ-ফায়ার থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়াস ছিল সেটা।

সহজাত প্রবৃত্তির বশে কিছু না ভেবেই দ্রুত কাজটা করেছে ব্লেড। নরার মনে পড়ল, ওকে কেবিনের নিরাপদ আশ্রয়ে আনার পরেও তার সমস্ত চেতনায় ওর নিরাপত্তার দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে, নিজের কথা ভাবেনি মানুষটা!

আবার কাঁধের লালচে দাগটার দিকে তাকাল নরা। নিজের অজান্তেই অদ্ভুত এক অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইল ওকে। লাল হয়ে উঠল চেহারা। এভাবে কোনদিন কোন পুরুষ হাত রাখেনি ওর শরীরে; রাখার কারণও দেখা দেয়নি। ভায়োলেন্সে ভরা দেশটা যেন ওর গায়েও একটা চিহ্ন এঁকে দিল আজ···

চার

আবার যখন অ্যালপাইনের পথে পা রাখল নরা হল্ট তখন বিকেল গড়িয়ে দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। রাইডিং ক্লোদস্ পাল্টে ধূসর রঙের আটপৌরে পোশাক পরেছে ও এখন, ছিপছিপে আর বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। শহরের চাঞ্চল্য একটু যেন থিতিয়ে গেছে, কারণ এখন প্রাত্যহিক লেনদেনের সময় শেষ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত; সন্ধ্যা হলেই আবার বার, ডেভফল আর গ্যাম্বলিং হলগুলোয় জমায়েত হতে শুরু করবে সবাই, গোটা শহর জেগে উঠবে। নরার দৃষ্টি

শেরিডান হাউসের সামনের রাস্তাটা জরিপ করল এক নজর। লাশটা নেই ওখানে, যেন কোন হত্যাকাণ্ডই ঘটেনি আজ এখানে।

আবার ধাতস্থ হয়ে উঠেছে নরা হল্ট। চার দেয়ালের নিরাপত্তায় কয়েকটা ঘণ্টা একা থাকার সুযোগ পেয়েছে ও, বাস্তবতার নিরীখে বিচার করে মনস্থির করেছে। শেরিডান হাউসের দিক থেকে নজর সরিয়ে আনল নরা, তাকাল আরও আকর্ষণীয় একটা দৃশ্যের দিকে।

ধোঁয়াটে নীল ছায়ার একটা তুমুল স্রোত যেন পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নেমে আসছে, দ্রুত পাটে বসছে সূর্য; পাহাড়ী প্রাচীর যেখানে দিগন্তে মিশে গেছে সেখানে গোলাপি-ছাই রঙা এক আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাল লাগা একটা অনুভূতি সহসা ভরিয়ে দিল নরার মন। আদিম এই সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করেছে। মানুষের কোন রকম আচরণ—ভাল কিংবা খারাপ—কখনওই নষ্ট করে দিতে পারবে না একে। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে শীতল হাওয়া বুকে টেনে নিল নরা, তারপর সহজ সাবলীল পায়ে বিশাল স্টোরের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল, আগে বেড়ে পা রাখল ভেতরে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে পেছন দিকের দীর্ঘ কাউন্টারের কাছাকাছি আসতেই গলার আওয়াজ শুনতে পেল; উত্তেজিত কণ্ঠস্বর; বক্তাদের অবয়ব চোখে পড়ল ওর।

একজন রস হ্যানলন, চিনতে পারল নরা; আকার দেখে বোঝা যাচ্ছে অন্যজন একটা মেয়ে, গলার ঝাঁঝাল আওয়াজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। কোন ব্যাপারে তর্ক হচ্ছে ওদের। নরার আগমন টের পেয়ে নিচু কণ্ঠে মেয়েটাকে সতর্ক করল হ্যানলন, চুপ মেরে গেল সে, ঘাড় ফিরিয়ে নরার দিকে তাকাল। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল নরা, দুচোখে কৌতূহল ফুটে উঠেছে।

'আমি এসে কি ডিস্টার্ব করলাম?'

'মোটেই না!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল হ্যানলন, যেন আশ্বস্ত করতে চাইল ওকে। 'আর্মেলা, এ হচ্ছে মিস নরা হল্ট, আমাদের এখানে ওর ভাইয়ের বদলে যোগ দিতে এসেছে।'

আর্মেলাকে ভাল করে জরিপ করার পর নরা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না, সত্যি মেয়েটা সুন্দরী, হাতির দাঁতের মত মসৃণ তার মুখের চামড়া, চোখজোড়া একেবারে কালো, মাথার চুলও তাই, ঢেউ খেলানো। কালো চোখে নরাকে আপাদমস্তক জরিপ করল আর্মেলা, মাথা ঝাঁকাল, তারপর

পরিষ্কার চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, 'আমি মিস গার্সিয়া, মিস আর্মেলা গার্সিয়া।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল নরা, 'এখানে, মানে অ্যালপাইনেই থাকো তুমি?'

'সি। এখানেই থাকি।'

'তবে তো,' বলল নরা, 'পরস্পরের বন্ধু হতে পারব আমরা সহজেই। আমার ওখানে কিন্তু আসতেই হবে তোমাকে, ঠিক আছে!'

এ-কথায় মেয়েটার কালো চোখের আগুন যেন দপ করে নিভে গেল, দ্বিধার ছাপ দেখা দিল সেখানে, ইতস্তত ভঙ্গিতে সে বলল, 'তুমি বললে খুশি মনেই যাব আমি। ভালই লাগবে আমার। এবার—এবার—আমি যাই!'

স্কার্টের প্রান্ত দুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল আর্মেলা। ওর প্রস্থান দেখল নরা, তারপর হ্যানলনের দিকে তাকাল আবার।

'তোমাকে আর চোরের মত ভাব করতে হবে না,' বলল ও, 'মিস আর্মেলা গার্সিয়া নিঃসন্দেহে সুন্দরী, যে কোন পুরুষই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক।'

জোর করে হাসল রস হ্যানলন। 'খামোকা উল্টাপাল্টা কিছু ভেবে বসতে যেয়ো না। এ শহরের সবাই-ই আর্মেলাকে পছন্দ করে, একটু চঞ্চল ধরনের মেয়েটা। ওর দাদা টোরিবিয়ো গার্সিয়া শেরিডান হাউসে ফাই ফরমাশ খাটে, আর্মেলাকে নিয়ে ওখানেই থাকে সে।'

'আমি যদ্দূর দেখলাম, ওটাকে কিছুতেই একটা মেয়ের বেড়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা বলা যায় না,' বলল নরা।

আবার হাসল হ্যানলন। 'ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বলল সে। 'টোরিবিয়ো আর আর্মেলা গার্সিয়ার মত মানুষের অভাব নেই এ পাহাড়ী এলাকায়, বেশির ভাগই শহরের বাইরে থাকে এবং গার্সিয়াদের তুলনায় তাদের অবস্থা আরও খারাপ।' প্রসঙ্গ বদলাল এবার হ্যানলন, 'নিজেকে ধাতস্থ করার কথা বলছিলে তখন, পেরেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল নরা। 'একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি আমি, এখানে থাকতে হলে এ জায়গাটা যেমন আছে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এবং অবশ্যই থাকতে চাই আমি। ইয়ে, ভাল কথা, জ্যাক কোথায়?'

'বাংকহাউসে, হাতটাকে বিশ্রাম দিচ্ছে। জোর করে ওকে ওখানে পাঠিয়েছি। মাঝে মাঝে বড্ড গোঁয়ার্তুমি করে ও।'

'যারা সত্যিকার শক্তিমান তারা একটু গোঁয়ার হয়েই থাকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লরা, 'আর জ্যাক যে কোন অর্থেই দারুণ শক্তিমান!'

চকিত দৃষ্টিতে লরাকে জরিপ করল হ্যানলন। 'আচ্ছা, তোমাকে পিটের কবর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ও?'

'হ্যাঁ। আর পিটের মৃত্যুর আসল কারণটাও বলেছে। আমার ভাইটাকে খুন করা হয়েছিল!'

'আমারও ধারণা ঘটনাটাকে খুন হিসাবেই আখ্যায়িত করা যায়,' সায় দিল রস।

'জ্যাকের মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই,' জোর দিয়ে আবার বলল লরা।

মুখ তুলে চট করে আবার লরার দিকে তাকাল হ্যানলন।

'যেভাবে জ্যাক জ্যাক করছ, আমার জানি কেমন লাগছে! সকাল বেলাই তো মিস্টার স্লেড বলে ডাকছিলে ওকে!'

আরক্ত হলো লরা। 'পার্টনার হিসাবে ওভাবে কথাবার্তা চালানো হাস্যকর হবে, বলল জ্যাক, ঠিকই বলেছে ও।'

'হ্যাঁ, ঠিক! বিলকুল ঠিক! ওর কখনও ভুল হয় না!' শুষ্ক কণ্ঠে বলল হ্যানলন।

পাল্টা প্রশ্ন শুনতে হলো ওকে। 'তোমার যেন ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি?'

অস্থির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হ্যানলন।

'আসলে আরেকজনের ছায়ার নিচে বসবাস করাটা যে কী কষ্টকর বুঝবে না, নিজেকে বন্দী বলে মনে হয়। এখানে সবে তো এলে, কয়েকটা সপ্তাহ যেতে দাও, তারপর আমার কথার মানে বুঝতে পারবে। আমি তোমার সামনে স্লেডকে খাটো করার চেষ্টা করছি ভেব না; কিন্তু ওর চারদিক ভরে রাখার ক্ষমতা এমন অসহ্য লাগে—আমি ঠিক বোঝাতে পারব না তোমাকে!'

'হ্যাঁ,' বলল লরা, 'ওর মাঝে এমন কিছু আছে যার জন্যে আশপাশের সবাইকে নগণ্য বলে মনে হয়। ও কিন্তু ইচ্ছা করে এমনটা করে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই ব্যাপারটা স্বাভাবিক ওর ক্ষেত্রে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর দৈহিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ এটা।'

'বোঝা যাচ্ছে,' বলল হ্যানলন, তেতো ভাব ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে, 'অল্প সময়ে বেশ ভালই বুঝতে পেরেছ তুমি ওকে!'

এবার রেগে গেল লরা। 'এই একটা বাজে কথা বললে! আসলে জ্যাক স্লেডের চরিত্রের আসল দিক উন্মোচিত হয়েছে এমন কয়েকটা অবস্থায় কাছ থেকে তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি, প্রতিবারই সত্যিকার পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে, একবারও ব্যর্থ হতে দেখিনি মানুষটাকে।'

'তা বটে, তা বটে!' বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল হ্যানলন, 'যাকে বলে মহাপুরুষ—তুলনাহীন আরকি! এবার ওর প্রসঙ্গ থাক,' আবার বলল সে, 'কয়েকটা হিসাব মেলাতে হবে আমাকে।' তুমি বিনা দ্বিধায় আশপাশ ঘুরে দেখো, স্টকের মালপত্রের ওপর চোখ বোলাও। বিক্রির সময় তোমার সাহায্য লাগতে পারে, তখন সুবিধা হবে।'

হ্যানলনের কথা বলার ঢঙ কিংবা সুর কোনটাই লরার পছন্দ হলো না। স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল ওকে, 'লাগলে ঠিকই সাহায্য করব আমি, কোন অসুবিধে হবে না। তবে আসলে হিসাবের দিকটা দেখতে চাই আমি।'

'ভুল করছ, মাই ডিয়ার, ভুল করছ তুমি! সেটি হবার নয়! কারণ হিসাব নিকাশ সামলানোটাই এখানে আমার কাজ! নাকি আমাদের শক্তিমান পার্টনারের সঙ্গে শলা করে আমার কাছ থেকে দায়িত্বটা ছিনিয়ে নেয়ার ফন্দি করেছ!'

প্রবল রাগে লাল হয়ে গেল লরার চেহারা। 'তুমি ঝগড়া করতে চাইলে, রস হ্যানলন, আমি তৈরি আছি! অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই জ্যাকের সঙ্গে ব্যবসা প্রসঙ্গে আলাপ করেছি আমি, কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি সে কথাও আমাদের আলোচনায় এসেছে। ফ্রেইট আউটফিট চালানোর ক্ষমতা নেই আমার, পাহাড়ী ট্রেইল ধরে প্যাক-ট্রেইনসহ যাতায়াতও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তো কেবল হিসাব নিকাশ আর পেপার-ওয়র্কই দেখাশোনা করা সম্ভব আমার দ্বারা। স্বাভাবিকভাবেই আমি ধরে নিয়েছি তুমি পুরুষ মানুষ, এই কেরানীর কাজ থেকে নিস্তার পেলে খুশিই হবে, কারণ তাতে বাইরের নানা জায়গায় যেতে পারবে, জীবনের আলাদা স্বাদ পাবে, একঘেয়েমীতে ভুগতে হবে না।'

এ কথার পাল্টা জবাব মনে এলেও প্রকাশ করতে পারল না হ্যানলন। পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। ওয়্যারহাউসের ছায়াময় অভ্যন্তর বরাবর এগিয়ে আসছে দীর্ঘ ছিপছিপে গড়নের এক লোক। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, অদ্ভুত অমায়িক সুরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলল সে।

'হ্যানলন, আজ সকালে প্রিয় বন্ধু স্লেডের সঙ্গে অসাধারণ সুন্দরী একটা মেয়েকে আমার অফিসের সামনে দিয়ে যেতে দেখেছিলাম। ওর সঙ্গে পরিচিত হতে খুব ইচ্ছা করছে আমার। আর টোবি বার্নসের কাছে শুনলাম ক্যামেরন বদমাশটা নাকি আজ আবার বেহিসাবে শটগান চালাতে গিয়ে স্লেডকেও আহত করেছে, বাকশট লেগেছে ওর গায়ে? জ্যাক কোথায় আছে এখন, কি অবস্থা?'

'মরবে না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল হ্যানলন, 'এখন ওপাশে বাংকহাউসেই আছে ও। হাতটাকে বিশ্রাম দিচ্ছে। আর এই হলো তোমার সেই অসাধারণ সুন্দরী, যার সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যাকুল হয়ে আছ। পরিচয় করিয়ে দিই, মিস লরা হল্ট, পিটের বোন: লরা, এ হলো বিল ম্যাককরমিক, অ্যালপাইন শহরের জ্ঞানতাপস ঋষিপুরুষ!'

ওয়েলস ফারগো এজেন্ট বিল ম্যাককরমিকের আন্তরিক চেহারা আর দুচোখের প্রাণবন্ত দৃষ্টি দেখে তাকে লরার ভাল লেগে গেল।

'হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার ম্যাককরমিক! জ্যাক অবশ্যই আগেই একগাদা বিশেষণসহ তোমার কথা বলেছে আমাকে!'

'তা তো বলবেই!' বিড়বিড় করে উঠল ম্যাককরমিক, 'স্কাউনড্রেলটা সব সময় এমন করে। ওকে নিয়ে তাহলে চিন্তার কিছু নেই, কি বলো?'

'কোন চিন্তা নেই,' বলল লরা, 'আমি নিজে ওর ক্ষতটা পরীক্ষা করেছি, ব্যান্ডেজও বেঁধে দিয়েছি। আঘাতটা কয়েকদিন একটু ভোগাবে ওকে, তবে তেমন মারাত্মক কিছু না।'

'তাহলে,' বলল ম্যাককরমিক, 'আপাতত ওর কথা বাদ রেখে এসো তোমার ব্যাপারে কথা বলা যাক। কাছ থেকে দেখার পর যা আগে ভেবেছিলাম সেটাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। অ্যালপাইন শহরের একটা দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছ তুমি, লরা হল্ট। তা এখানে থাকার জন্যেই এসেছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, ব্যবসার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার ইচ্ছা আমার,' মাথা দুলিয়ে বলল লরা।

'চমৎকার!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাককরমিকের চেহারা। 'আমাদের শহরের চেহারাটা এবার সুন্দর হয়ে উঠবে! এখন তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি একটু দোস্ত স্লেডের সঙ্গে দেখা করে বোকার মত বাকশটের সামনে

পড়েছে বলে ভাল ভাল দু'চারটা কথা শুনিয়ে আসতে চাই।'

পেছন-দরজা গলে বেরিয়ে গেল ওয়েলস ফারগো এজেন্ট। রস হ্যানলনের ওপর খেপে উঠল লরা হল্ট।

দিন তার পাট চুকিয়েছে। গোধূলি ঘনাচ্ছে দ্রুত। এখানে ওখানে রাস্তার দুপাশে জানালাগুলোয় একটা দুটো করে ম্লান আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। দালানকোঠার কোণে কোণে জমাট বাঁধছে কালো ছায়া। পাহাড় চূড়া থেকে ধেয়ে আসতে শুরু করেছে ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস। দ্রুত পায়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে লোকজন, বিভিন্ন দরজায় ঢুকে পড়ছে স্যাৎ স্যাৎ। দু'জন ঘোড়সওয়ার জোর কদমে শহরে ঢুকল; রাস্তার উল্টোদিকের ডেডফলের সামনের হিচরেইলের দিকে ঘোড়া ঘোরাল তারা। আগুপিছু করতে করতে উঁচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। দ্রুত কেবিনের দিকে এগোল লরা।

সাপার তৈরির ফাঁকে কয়েকটা ব্যাপার গভীরভাবে খতিয়ে দেখল ও। খানিকক্ষণ আগে বিল ম্যাককরমিকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেও তলে তলে রস হ্যানলনকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছে ও। হ্যানলনের অসহিষ্ণু বিদ্রূপাত্মক আচরণ আর উগ্র ভাবভঙ্গি খেপিয়ে দিয়েছে ওকে। আবার তার অমন আচরণের কারণ বুঝতে পারছে না বলে যুগপৎ বিভ্রান্তি আর অস্বস্তিতে ভুগছে।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অনেক ভেবেও জ্যাক স্লেডের প্রতি হ্যানলনের বিরূপ মনোভাবের সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না লরা, ফলে অস্বস্তি বোধটা আরও জোরাল হয়ে উঠল। শুধু এটুকু বোঝা যায়, পার্টনারশিপে স্লেডের অবস্থানই হ্যানলনের অসন্তোষের অন্যতম কারণ, তবে একমাত্র কারণ নয়; ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সুখের নয়। হ্যানলন ঠিকই বলেছে—সবে অ্যালপাইনে এসেছে ও, মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো—তাই হয়তো পরিস্থিতির সবদিক বিবেচনা করে মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করার মত অবস্থায় এখনও পৌঁছুতে পারেনি; হতে পারে।

তবু, এই অল্প কয়েক ঘণ্টায় কমও দেখা হয়নি ওর, হ্যানলনকে যেমন বলেছে—জ্যাক স্লেড এমন কিছু পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে যেসব ক্ষেত্রে যে কোন লোকের চরিত্রের আসল দিক উন্মোচিত হয়, তাকে চেনা সহজ হয়। একবারের জন্যেও স্লেডের মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা কিংবা দ্বিধা লক্ষ্য করেনি লরা। ছোট খাট এক আধটা দুর্বলতা হয়তো থাকতে পারে তার, থাকা

স্বাভাবিক; কিন্তু ওর ওপর ভরসা করার মত যথেষ্ট গুণের অধিকারী সে। সঠিক করে বলতে গেলে দু'জন পার্টনার সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পেরেছে ও এ-পর্যন্ত তাতে স্লেডকেই যোগ্যতর, অনেক স্থিরচিত্তের অধিকারী বলে বিশ্বাস জন্ম নিতে শুরু করেছে।

এই সত্যিও চিন্তা জাগিয়ে দিচ্ছে নরার মনে। কারণ ওর মাঝে যে শাশ্বত নারীর বসবাস, সেই নারী তার আপনজনের মাঝে যা দেখতে পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আশা করেছিল···

হঠাৎ আর্মেলা গার্সিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটল ওর ভাবনায়। ও হ্যানলন আর আগুনের টুকরোর মত সুন্দরী মেক্সিক্যান মেয়েটার কাছাকাছি যাবার আগে কি নিয়ে যেন তর্ক করছিল দু'জন। হ্যানলনের তখনকার আচরণ চোরের মত না হলেও এটা মানতেই হবে নরাকে দেখামাত্র রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল সে। এর অনেক রকম অর্থই করা যায়, আবার হয়তো কোন তাৎপর্যই নেই ঘটনাটার। কিন্তু অস্বস্তি দূর হলো না নরার। *আর্মেলা গার্সিয়া!*

কাপে আবার কফি ঢালছে নরা, এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। কবাটের পাশে এসে ও জানতে চাইল, 'কে?'

'আমি, স্লেড।'

বার সরিয়ে দরজা খুলে স্লেডকে ঢুকতে দিল নরা।

'তোমার আদেশ মত হাজির,' বলল স্লেড, 'হাতটা আরেকবার দেখবে বলেছিলে তুমি। আমার অবশ্য ধারণা তার কোন দরকার নেই। প্রতি মুহূর্তে আগের চেয়ে ভাল বোধ হচ্ছে আমার।'

কথা বলতে বলতে ল্যাম্প-এর আওতায় চলে এল স্লেড, মুখের ওপর আলো পড়তেই ওর ঠোঁট আর চোখের কোণে প্রায় অস্পষ্ট কুঞ্চন দেখতে পেল নরা।

'হাতের জন্যে যদি না হয়,' সহজ কণ্ঠে বলল নরা, 'তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে তুমি চিন্তিত।'

ওর দিকে তাকাল স্লেড। 'এখনও সাপার শেষ হয়নি দেখছি তোমার। আমি না হয় খানিক পরে আসি!'

'পরে আসতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল নরা, 'বসো তুমি, আমার সঙ্গে কফি খাও আগে, তারপর তোমার হাতটা পরীক্ষা করব।'

টেবিলে গিয়ে বসল স্লেড। একটা কাপ নিয়ে কফি ঢেলে ওর সামনে

রাখল নরা। ঘরে ঢুকেই টুপি খুলে ফেলেছিল স্লেড, এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলতে গেলে প্রথমবারের মত খুব কাছে থেকে চেহারা দেখার সুযোগ পেল নরা। ঘন ঝাঁকড়া চুল স্লেডের মাথায়, বেশ লম্বা হয়ে গেছে অনেকদিন কাঁচি না পড়ায়। প্রায় অস্বাভাবিক চওড়া লোকটার কাঁধ; গলা আর চেহারায় গভীর তামাটে একটা ছোপ লেগেছে যা কেবল একাদিক্রমে অনেকদিন ঘরের বাইরে কাটালেই লাগা সম্ভব। হঠাৎ কি মনে করে স্লেডের কপালে হাত রাখল নরা। চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল স্লেড।

'জ্বর নেই দেখছি,' বলল নরা।

স্মিত হাসল স্লেড। 'পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিলে! আমার মা ঠিক এমনি করে জ্বর দেখত, হাঁ করে জিভও দেখাতে হত আমাকে!'

'বুঝেছি,' বলল নরা, সরে টেবিলের উল্টোদিকে চলে গেল, 'ঋতু বদলের সময় জ্বর-জারি হওয়াটা স্বাভাবিক—নিশ্চয়ই ওই সময়টায় দেখত তুমি ঠিক আছ কিনা!'

হাসল স্লেড। 'ঠিক ধরেছ!'

এরপর সাময়িক নীরবতা নেমে এল কামরায়। একটু বাদেই আবার কথা বলল নরা। 'তোমার বন্ধু বিল ম্যাককরমিককে বেশ ভাল লেগেছে আমার।'

'তুলনাহীন মানুষ বিল,' চট করে সায় দিল স্লেড, থামল একটু, কি যেন ভাবল, হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। 'ওর মত শিক্ষিত লোক আর আমার চোখে পড়েনি। শেক্সপীয়রের নাটক মুখস্থ বলতে পারে, শুনে তাজ্জব বনে যাবে। আবার জটিল জটিল সব আইনের ধারাও ওর নখের ডগায়। এই রকম ঢাউস সাইজের সব বই—' হাতের ইশারায় পুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করল স্লেড—'স্রেফ সময় কাটানোর জন্যে পড়ে ও। আসলেই বিল দারুণ মানুষ!'

'আরও একজনের সঙ্গে আজ পরিচয় হলো আমার,' সতর্কতার সঙ্গে ওকে জানাল নরা। 'মিস আর্মেলা গার্সিয়া।' স্লেডের দিকেই তাকিয়েছিল ও, তাই চট করে তার ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোটা চোখে লাগল।

'কিভাবে?'

'ওয়্যারহাউসে। আমি যখন ওখানে যাই তখন কি নিয়ে যেন তর্ক করছিল সে রস হ্যানলনের সঙ্গে। রসই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কেমন যেন লজ্জিত আর অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তখন ওকে। সেই থেকেই ভাবছি

কারণটা কি?'

বুঝে শুনে ইচ্ছা করেই টোপ ফেলেছে লরা, কিন্তু তাতে কোন ফায়দা হলো না। চট করে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল স্লেড। 'হিসাব নিকাশের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে রসকে কিছু বলেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে ওকে একেবারেই নিরুৎসুক বলে মনে হলো। মনে হয় গার্সিয়ার সঙ্গে আলাপ করার সময় হঠাৎ হাজির হওয়ায় আমার ওপর এখনও খেপে আছে ও।'

কফির কাপের আড়ালে চেহারা লুকাল স্লেড, ফলে ওর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না লরা। কাপ নামিয়ে রেখে শেষে স্লেড বলল, 'মুডের ওপর চলে রস। ও ঠিক হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।'

পকেট থেকে পাইপ বের করে তাতে তামাক ভরল স্লেড; খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে আহত হাতটা। নীরব হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

'কিছু একটা ভাবছ,' জানতে চাইল লরা, 'কি?'

'মানে,' জবাব দিল স্লেড, হাসি ফুটল আবার ওর ঠোঁটে, 'তোমার বানানো কফির স্বাদ দারুণ, সেকথাই ভাবছিলাম।'

'মোটেই না!' রাগের সঙ্গে বলল লরা। 'তুমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ। হয়তো তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। আমি তাই আর জোরাজুরি করছি না। এবার তোমার শার্টের হাতাটা একটু তোলো দেখি, আগের চেয়ে একটু ভাল করে ক্ষতটার পরিচর্যা করে দিই এবার।'

বিকেলের অবসরে নিজের সব জিনিস বের করে ফেলেছে লরা হন্ট। ওর ট্রাংকের নিচে এক কোণে খুদে একটা মেডিকেল কিট ছিল, এবার ওটা কাজে লাগাল। ক্ষতটা ফের পরিষ্কার করে একটা ব্যথানাশক মলম লাগিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আরাম বোধ করল স্লেড। নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল লরা।

'পুরো বিকেল চিনচিনে একটা ব্যথা ছিল হাতে,' মৃদু কণ্ঠে বলল স্লেড, 'এখন আর নেই ব্যথাটা। তোমার বদৌলতে রাতে আরামে ঘুমাতে পারব আমি। ধন্যবাদ।'

'তাহলে তো,' হালকা সুরে জবাব দিল লরা, 'আমরা সমান সমান হয়ে গেলাম। আজ বিকেলের ওই ভীষণ ঘটনাটার সময় আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি, তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ মেলেনি আমার এতক্ষণ, এবার পেলাম। ধন্যবাদ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল স্লেড। 'তখন আমাদের দু'জনের নিরাপত্তার কথাই ভাবছিলাম আমি। ক্যামেরন লোকটা আস্ত বদমাশ। শটগানটা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া উচিত। একদিন ঠিকই তাই ঘটবে, দেখো।'

চুপ করে গেল স্লেড, চিন্তায় ডুবে গেল আবার, শক্ত হয়ে উঠল ওর চোয়াল।

'তুমি হয়তো ভাবতে পারো—এসব কথা বলার আমি কে? কি অধিকার আছে আমার, বিশেষ করে ফ্রেসার'স মিডৌ-র গতকালের ঘটনাটার পর, তাই না? সিক্সগানের গুলি কিংবা শটগানের গোলাটা কোন ব্যাপার নয়, একই রকম ফল হয়, মারা যায় মানুষ।' লরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো বলল স্লেড।

স্বভাবতই লরার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছে। কি প্রতিক্রিয়া হয় জানতে উদগ্রীব। এই অচেনা জায়গায় আসার পর এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিঞ্চিত ধাক্কা পেয়েছে লরা ইতিমধ্যে, তাই সত্যি জবাবটাই দিল ও।

'আমার ধারণা যে কোন কাজের বিচারের মানদণ্ড হলো তার পেছনের আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। তুমি যদি একথায় মনে করো আমি আমার গত-কালের অবস্থান থেকে অনেকখানি সরে এসেছি, তা মনে করতে পারো; তবে আমি কেবল এটুকুই বলব, আমার ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর আসল কারণ জানার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে অনায়াসেই এখন ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারব, একটুও খারাপ লাগবে না।'

স্লেডের চেহারা থেকে খানিকটা দূর হলো কঠিন ভাব। 'একে সুন্দরী তায় আবার বুদ্ধিমতী,' বিড়বিড় করে বলল ও, 'এমনটা সচরাচর চোখে পড়ে না। গুড গার্ল!'

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখল লরা। দরজা আটকে দিল ও, চিন্তিত চেহারায় ঘুরে দাঁড়াল। ঘরে স্লেডের উপস্থিতির চিহ্ন রয়ে গেছে: পাইপের তামাকের গন্ধ, খালি কাপ; তেমনি লরার মনে রয়েছে পরাজয়ের অনুভূতি; কত কৌশলে রস হ্যানলন আর আর্মেলা গার্সিয়াকে নিয়ে প্রশ্নের ফাঁদ পেতেছিল ও, অথচ সহজেই সে ফাঁদ এড়িয়ে গেছে লোকটা! কথাটা মনে হতেই-মনে মনে ক্ষুব্ধ হলো লরা। সব পুরুষই এক রকম, সব সময় একে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে!

বাইরে, রাস্তায় নেমে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল স্লেড। পাইপে জোরে

জোরে টান দিয়ে চারপাশের অন্ধকার পরিবেশ দেখল। তারপর, ভেবেছিল বাংকহাউসে ফিরে যাবে, তার বদলে লম্বা পা ফেলে রাস্তা ধরে এগোল ও শেরিডান হাউসের দিকে, পা রাখল ভেতরে।

বাইরের মত ভেতরটাও নিরস চেহারার; দরজার ঠিক পাশ দিয়েই দোতলায় উঠে গেছে সংকীর্ণ খাড়া সিঁড়িটা; দুপাশে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে: বামদিকেরটা বাররুমের, ডানেরটা ডাইনিং হলের। সন্ধ্যার খাবারের পালা চুকে গেছে, কিন্তু বাররুমে এখনও আছে শহরের লোকেরা—মাইনারসহ নানা জাতের ড্রিফটারের দল।

ভেতরের পুরো দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বারটা, কামরার বাকি অংশ দখল করে আছে গোটা ছয় কার্ড টেবিল; একপাশে রয়েছে পোকার টেবিলটা। হাউসম্যান পল লিডার রয়েছে ওটার দায়িত্বে। পছন্দসই একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসেছে জুয়াড়ী, দেয়ালের দিকে রয়েছে তার পিঠ, শীতল ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে কামরার প্রতিটি নড়াচড়া ধরতে পারছে সে, সহজেই প্রতিটি নবাগতের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে। আরও চারজন রয়েছে তার টেবিলে, একজন রস হ্যানলন।

দৃশ্যটা দীর্ঘ সময় স্লেডের মনোযোগ ধরে রাখল। তারপর বারে এসে জুতসই একটা জায়গা বেছে দাঁড়াল ও, মুখোমুখি হলো টম ক্যামেরনের। বোতল আর গ্লাস বারের ওপর নামিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করছে সে, তার হাবভাবে বন্ধুসুলভ কিছু নেই।

'তোমার পাগলা পানিতে আমার রুচি নেই, ক্যামেরন!'

ক্যামেরনের তেলতেলে চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল, দপ করে জ্বলে উঠল সে। 'ঠিক হ্যায়, তাহলে কেন—'

'ওটা,' ইশারা করে বলল স্লেড, 'পুরো শহর ওটার ওপর একেবারে বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে!'

বারের পেছনে রয়েছে বটল-শেলফ, এককালে চমৎকার ছিল দেখতে, ওটাকে দুভাগে ভাগ করেছে একটা বড় আকারের আয়না, ওটার অবস্থাও কাহিল, হাজারটা দাগ পড়েছে, যে কোন জিনিসের বিকৃত কিম্ভূত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু আয়নার দিকে ইঙ্গিত করেনি স্লেড। ওটার নিচে রাখা কাটা শটগানটা দেখিয়েছে ও।

'আমার বন্দুক এটা,' চাঁছাছোলা জবাব দিল ক্যামেরন, নিজের সাফাই

গাইল, 'আমার যেখানে মন চায় সেখানেই রাখব, তাতে কার কি?'

'কোথায় রেখেছ সেটা আমার মাথাব্যথা নয়,' পাল্টা জবাব দিল স্লেড, 'ওটা দিয়ে কি করছ সেটাই আসল—আজকের কথাই ধরো!'

সোজা স্লেডের মুখোমুখি হলো ক্যামেরন, বারের ওপর রাখল থলথলে মুঠি পাকানো হাতজোড়া, তার মারকুটে ভাব জোরাল হয়ে উঠেছে।

'ট্রাবল হান্টিং ড্রিফটার ছিল ব্যাটা,' বলল সে, 'জুয়ায় কিছু টাকা হারাতেই পল লিডারকে জোচ্চর বলে গালাগালি শুরু করেছিল। হুমকি দিচ্ছিল পিস্তল চালাবে বলে। আমি ওকে বেরিয়ে যেতে বললাম। আমাকে রাস্তায় যেতে সে-ই বাধ্য করেছিল। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এমন সব অকথ্য খিস্তি করছিল আর কোনদিন যা আমার সামনে উচ্চারণ করার সাহস পায়নি কেউ। জানতাম পিস্তল হাতে বাইরে তৈরি থাকবে সে, তাই আমার শটগানটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। বাইরে পা দেয়ামাত্র গুলি চালাতে শুরু করে ব্যাটা! তারগুলো ফস্কে গেছে, আমার ভুল হয়নি। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? কিন্তু তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

'মাথাব্যথা না হলেও আপাতত এই ব্যথাটার কথা বলতে পারি,' আহত বাহু স্পর্শ করে বলল স্লেড। 'আর আজ আমার সঙ্গে একজন মহিলা ছিল, তার গায়ে লাগতে পারত গুলিটা। তোমার বাকশট তাকে আঘাত করার একশোভাগ আশঙ্কা ছিল, যদি লাগত, ক্যামেরন, এতক্ষণে ঠিক জাহান্নামের চৌরাস্তায় পৌঁছে দিতাম আমি তোমাকে!'

ক্যামেরন তার কুতকুতে উত্তপ্ত চোখে রাগত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল স্লেডের দিকে। 'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ নাকি, জ্যাক?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'বলতে পারো সহজ একটা কথা বলে যাচ্ছি। শোনো, তোমার এই গল্পটা আর ধোপে টিকছে না, পুরনো হয়ে গেছে। এই একই গল্প বহুবার শুনেছি তোমার মুখে। পল লিডারের টেবিলে ঠকতে রাজি না হলে বাকশটের ঘায়ে মৃত্যুই লোকজনের ললাট লিখন হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য, একটা ফালতু বটম-ডিলিং জোচ্চরের কাছে দিনের পর দিন ঠকে যাচ্ছে সবাই! পেছনে নোংরা ট্রেইল ফেলে এসেছে ওই লোক। খোদাই জানে কতবার ভোল পাল্টেছে। সেজন্যেই এখন সারাক্ষণ দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকে, মনে ভয় কখন কার হাতে ধরা খায়! বদমাশটা একদিন ঠিকই ধরা খাবে, তার বেশি দেরি নেই।'

অটল রইল ক্যামেরনের উত্তপ্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি, গরগর করে জবাব দিল সে স্লেডের কথার। 'দেখো, জ্যাক, সাধ্যের বাইরের এলাকায় পা দেয়ার কোশেশ করছ তুমি!'

'মোটেই না!' সংক্ষিপ্ত পাল্টা জবাব দিল স্লেড, 'তোমাকে অনেক বড় ধরনের খেসারত দিয়ে বুঝতে হবে সেটা!'

সরে এল স্লেড বার থেকে, দরজায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রস হ্যানলনের দিকে, তারপর বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে। ওয়েলস ফারগো অফিসে আলো জ্বলছে দেখে সেখানে গিয়ে ঢুকল স্লেড। দূর কোন গালশ থেকে আগত এক প্রসপেক্টরের গোল্ড ডাস্টের ওজন নিচ্ছিল বিল ম্যাক-করমিক, স্কেলের দিকে তাকিয়ে আছে, দীর্ঘ একটা ছায়া পড়েছে কাউন্টারের ওপর। 'এগার আউন্স,' বলল সে, 'অনেক! স্বর্ণ মুদ্রায় দাম নিতে চাও বোধ হয়?'

সেটাই চায় প্রসপেক্টর। তাকে পাওনা মিটিয়ে দিল ম্যাককরমকি। হুড়মুড় করে বের হয়ে গেল লোকটা; দুচোখ চকচক করছে তার, জিভ দিয়ে ক্রমাগত ঠোঁট ভেজাচ্ছে।

'এখনই স্বাদ নিতে শুরু করে দিয়েছে!' গজগজ করে উঠল ম্যাককরমিক, 'মদের স্বাদ! ক্যামেরন কিংবা ডান কিমেলের ডেডফলে গিয়ে গিলতে শুরু করবে।' তাজা সোনা যত্নের সঙ্গে একটা বাকস্কিন প্যাকে ভরল সে, দাগপড়া ব্যাগটা হাতের তালুতে রেখে দোলাতে লাগল। 'এই সোনা যোগাড় করতে যে কি পরিমাণ খাটুনি গেছে, কত ঘাম ঝরেছে তার, ধারণা করতে পারো, জ্যাক?'

'সীমাহীন!' সংক্ষেপে জবাব দিল স্লেড। 'কিন্তু সকাল হবার আগেই আবার পথের ফকির হয়ে যাবে লোকটা। বারে ক্যামেরন যদি পুরো টাকাটা নিতে না পারে তাহলে পোকার টেবিলে জালিয়াতি করে তা কেড়ে নেবে পল লিভার। বোকাগুলোর বোধ হয় কোনদিনই বোধোদয় হবে না!'

স্লেডের কণ্ঠের তিক্ততার রেশ ধরতে পারল বিল ম্যাককরমিক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল সে।

'উত্তেজিত মনে হয়—হাতের ক্ষতটা জ্বালাচ্ছে? নাকি হ্যানলন?'

স্লেডের অস্থির দৃষ্টি স্থির হলো। 'হ্যানলনের প্রশ্ন আসছে কেন?'

'বোকার দলে সে-ও আছে বলে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ওয়েলস ফারগো

এজেন্ট। 'ক্যামেরনের ওখানে বলতে গেলে রোজই যাচ্ছে এবং প্রচুর হারছে।'

কামরায় পায়চারি শুরু করল স্লেড। 'এনিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তবে এটা একান্তই ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'পার্টনার হিসাবে ব্যাপারটা তোমার এখতিয়ারেও পড়ে,' সোজাসাপ্টা ওকে মনে করিয়ে দিল ম্যাককরমিক। 'ওর কায়-কারবার তোমাদের ব্যবসার কোন উপকারেই আসছে না, বরং ক্ষতি করছে!'

ছোট করে হাসল স্লেড, কোন রস নেই ওর হাসিতে। 'বাদ দাও তো এসব, জ্ঞানী বুড়ো! এ জায়গাটা এখনও এমন বিরাট কিছু হয়ে ওঠেনি, যতক্ষণ খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে পারছি ততক্ষণ বাড়তি বা অবসর সময়ে আমরা কে কি করছি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না কেউ।'

একথায় মাথা নাড়ল ম্যাককরমিক। 'প্রিয় দোস্ত আমার, খুব বাজে একটা ব্যাপারে সাফাই গাইছ তুমি। তোমার কঠিন চরিত্রের কারণে এতদিন আমার মনে তোমার প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে, তাই আজ কয়েকটা কঠিন সত্য উচ্চারণ করে নিজের চরকায় তেল দেয়ার দীর্ঘদিনের অভ্যাসটা ভাঙতে যাচ্ছি আমি। তবে তার আগে নিজেকে শক্ত করার সময় দিচ্ছি তোমাকে।'

একটা ভারি আয়রন সেফের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাককরমিক। সোনার ব্যাগটা ঢুকিয়ে আবার তালা আটকাল সেফের দরজায়। নিজের পাইপটা ধরাল, ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে আবার কথা বলতে শুরু করল সে, মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে তার।

'জ্যাক, তোমার পার্টনার হবার কোন যোগ্যতাই রাখে না রস হ্যানলন। সে তোমার মারাত্মক কোন ক্ষতি করে বসার আগেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো!'

পুরোপুরি 'থ' বনে গেল জ্যাক স্লেড। কুঁচকে উঠল চোখজোড়া। 'বিল, তুমি না হয়ে আর কেউ যদি বলত একথা, পাত্তা দিতাম না। ঠিক কি বোঝাতে চাইছ?'

'আমি বলতে চাচ্ছি,' বলল ম্যাককরমিক, 'ওর মধ্যে সততার লেশমাত্র নেই।'

'সততার লেশমাত্র নেই মানে! এ ধারণা কোথায় পেলে তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাককরমিক। 'চোখ-কান দিয়েছে আমাকে খোদা। কি দেখছি সেটা বুঝতে পারি, লোকজনের কথা শুনতে পাই; আর দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর মত যথেষ্ট বুদ্ধিও আমার আছে বলে বিশ্বাস করি। তাছাড়া আমার বিশ্বাস তুমি সেই ধরনের মানুষ যারা বন্ধুত্বের খাতিরে ইচ্ছা করেই অন্ধ হবার ভান করতে পারে। তবু বাধ্য হয়ে বলছি, এ ধরনের উদারতা দেখানোরও একটা সীমা আছে!'

'ভুল করছ তুমি, বিল,' সাফাই গাইল ব্লেড, 'অস্তিত্বহীন সব ব্যাপার দেখতে পাচ্ছ। যা হোক তোমাকে একটু স্বস্তি দেয়ার জন্যে বলছি মিস হল্ট ডেক ওয়ার্কের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, রসকে প্যাক রুট আর ফ্রেইট হলিংয়ের দায়িত্ব দিয়ে বাইরে পাঠাব, ক্যামেরনের ডেডফল থেকে তাহলে সরিয়ে রাখা যাবে ওকে।'

'এটা কোন সমাধান নয়,' তর্কের সুরে বলল ম্যাককরমিক, 'ওকে যেখানেই পাঠাও না কেন তাতে ওর বাসনাও বদলাবে না।'

এক মুহূর্ত গম্ভীর চেহারায় ভাবল ব্লেড। 'আরেকটা কথা বোধ হয় জানা নেই তোমার রস আর নরা হল্ট বিয়ে করতে যাচ্ছে—'

'তাহলে তো আরও খারাপ কথা!' রুক্ষ কণ্ঠে বলল ম্যাককরমিক। 'ওই মেয়েটা অসম্ভব ভাল। আরও ভাল কাউকে বর হিসাবে পাবার যোগ্যতা ওর আছে! যাক, আমার দরকার ছিল বলার, বলে দিলাম! এখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে যাচ্ছে আমার, তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না। যাও, সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। হাতটাকে বিশ্রাম দাও আর গোঁয়ার্তুমি রেখে খোলামনে নিখাদ সত্যিটাকে বোঝার চেষ্টা করো, আর অন্ধের ভান কোরো না!'

পাঁচ

ফ্রেসার'স মিডো-তে এখন অলস দুপুর। কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে নদীর ধারা,

যেন ঘুমপাড়ানী গান গাইছে; কাছেই একটা গাছের মগডালে একজোড়া ডাগলাস কাঠবেড়ালী ঝগড়া করছে কিন্তু তাদের কিচমিচ শব্দ প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে সেই সুরেলা শব্দের নিচে। আনমনে রোদেলা দুপুরে মিডো-র ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা জে-বার্ড, নীলচে কালো একটা ঝিলিকের মত লাগল তরুণী জেনি ফ্রেসারের চোখে, স্টেশন দরজায় ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছে, ঘর ঝাড় দেয়ার দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে সে।

ফ্রেসার'স মিডো জেনির আপন জগৎ। এখানে ওর ভালই লাগে, কারণ সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা—পর্বতমালার নিচ থেকে উঠে এসে ক্রমশ ঢাল বেয়ে পশ্চিমে আরও ওপরে উঠে গেছে—এই পাহাড়ী জনপদের যাতায়াতের প্রধান পথ। প্রায় সারাক্ষণই হয়তো কোন ফ্রেইট আউটফিট ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে গদাইলস্করি চালে চলে যাচ্ছে রাস্তা ধরে, অবসন্ন ঘর্মাক্ত খচ্চরের দল টানে ওগুলোকে; নয়তো জো ব্যাটলস নেভাদা গোল্ড ক্যাম্প আর পর্বতমালার ভেতরের গোল্ড গালসগুলোর মাঝে যোগাযোগ রক্ষাকারী স্টেজ হাঁকিয়ে এদিক-ওদিক করার সময় হাজির হচ্ছে এখানে; ঘোড়ার পিঠে কিংবা ওয়্যাগনে চেপে বা পায়ে হেঁটে প্রতিদিন আসছে যাচ্ছে নানা ধরনের মানুষ; কখনও কখনও হয়তো ইমিগ্র্যান্টদের বিচ্ছিন্ন কোন অংশের দেখা পাওয়া যায়—বিধ্বস্ত চেহারায় ওয়্যাগনের পাশে পাশে এগিয়ে যায় তারা কোন অজানা আশায়। নতুন নতুন মানুষের দেখা মেলে প্রতিদিনই, কানে আসে অচেনা কত কণ্ঠস্বর! কৌতূহলী চোখে তাদের দেখে জেনি, কথা শোনে, গেঁথে নেয় মনে।

এসবের বেশিরভাগ ওর মামুলি কৌতূহল মেটালেও সেদিনের একটা বিশেষ ঘটনা কিন্তু ওর মনে গভীর এবং স্থায়ী একটা ছাপ ফেলেছে: সেদিন সন্ধ্যার মুখে নীলাভ-শীতল গোধূলিলগ্নে গর্জে উঠেছিল একটা পিস্তল, প্রাণ হারিয়েছে কেভ ইভানস্ নামে এক লোক, তার জীবনযাপনের স্টাইল যেমন ছিল তেমনি ভয়ংকর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে তাকে। শিউরে উঠল একটু জেনি।

সেই সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেভ ইভানস্ যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেখানে চোখ গেল জেনির, পরক্ষণে নদীর পারে তেতো উইলো ঝোপের মাঝে মৃদু আলোড়ন ওর নজর কেড়ে নিল, ওদিকে তাকাল সে। হরিণ-টরিণ হবে হয়তো, আপনমনে ভাবল জেনি, পানি খেতে এসেছে;

কিংবা হঠাৎ দমকা হাওয়া কাঁপন তুলে দিয়ে গেছে গাছের পাতায়।

আসলে কিন্তু এর কোনটাই নয়। ওখানে উইলো ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে মার্ক ফ্লিন্টন নামের দানবটা। স্টেশনহাউসের দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটাকে আরও ভাল করে দেখতে একটা ডাল ফাঁক করেছে সে। সেই সকাল থেকে পাহারা দিয়ে এখানে অপেক্ষা করে আছে লোকটা, জেনি ফ্রেসারকে এক নজর দেখার জন্যে। আরও সামনে বাড়ার ফিকিরে আছে সে।

দীর্ঘ অপেক্ষা কিংবা এভাবে অদ্ভুত কায়দায় নিশ্চল ঘাপটি মেরে থাকতে তিলমাত্র বিরক্ত বোধ করছে না লোকটা। কারণ দানব সদৃশ ফ্লিন্টনের মাঝে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র কোন জানোয়ারের মত ধৈর্য ধারণের অসীম ক্ষমতা আর শিকারীসুলভ চাতুর্যের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। তার পরিষ্কার মনে আছে স্টেশনের কাছে গিয়ে ধরা পড়লে অটো ফ্রেসারের গুলি খেতে হবে, দ্বিধা করবে না সে, ওকে সাবধান করে দিয়েছিল বাটা। কিন্তু ওই মেয়েটা তার কাছে এতই লোভনীয় হয়ে পড়েছে যে দূরে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ছে তার জন্যে!

ঝোপের আড়ালে কি আছে সে সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা পেলেও চোখের পলকে পালাত হয়তো জেনি ফ্রেসার। ওর মনে মার্ক ফ্লিন্টনের প্রতি চরম ঘৃণা আর আতঙ্ক ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। দানবটার চোখের আদিম দৃষ্টির আড়ালে কি লুকিয়ে আছে প্রথমদিনই টের পেয়ে গেছে ও।

কিন্তু যেহেতু জানে না তাই ওর অলস মনের ভাবনাগুলো অবিচ্ছিন্ন রইল। সহসা আবার কৌতূহলী হয়ে উঠল ও। মিডো-র দিক প্রান্ত থেকে একটা প্যাক ট্রেইন আসার আওয়াজ পাওয়া গেছে, টুং-টাং ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল জেনি। অবশেষে রাস্তায় উঠে এল এক রাইডার, তার পেছনে শাদা একটা বেল মেয়ার, প্যাক মিউলের দীর্ঘ সারি দেখা যাচ্ছে।

'স্যাম!' রাইডারকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল জেনি। একদৌড়ে সামনে ছুটল রাইডারের সঙ্গে মিলিত হতে, চকচক করছে ওর দু'চোখ, ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে আগ্রহে।

ছিপছিপে গড়ন তরুণ স্যামের, জেনির মত সমান আগ্রহ নিয়ে হাসল। 'হ্যালো, জেনি!' স্যাডল থেকে নেমে জেনির পাশে দাঁড়াল সে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা কয়েক মুহূর্ত, কারও চোখে পলক পড়ছে না। হঠাৎ জলতরঙ্গের শব্দ তুলে হেসে উঠল জেনি, স্যামের হাতে নিজের হাত রাখল।

'মায়ের জন্যে মসলাপাতি সব এনেছ তো, স্যাম? না আনলে কিন্তু দুঃখ আছে তোমার কপালে!'

'চিন্তার কিছু নেই,' হাসল স্যাম, 'সবই এনেছি, কিছু বাদ দিইনি।'

হাতে হাত রেখে আবার এগোতে শুরু করল দু'জন, ঘুরে স্টেশনহাউসের পেছন দিকে চলে গেল। বেল মেয়ার আর নিজের ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে স্যাম অস্টিন, প্যাক মিউলগুলো ওদের অনুসরণ করছে।

উইলো ঝোপের আড়াল থেকে সবই লক্ষ করল মার্ক ফ্লিন্টন, কিছুই তার নজর এড়াল না। ওদের মিলিত হবার মানে বুঝতে তার কষ্ট হয়নি। এত দূর থেকেও ওরা দু'জন যে পরস্পরের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল। ওরা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে দেখে ফ্লিন্টনের দু'চোখে আগুন খেলে গেল, ক্রূর ভঙ্গিতে বেঁকে গেল তার ঠোঁটজোড়া!

আরও কিছুক্ষণ নিসাড় পড়ে থাকল সে, অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। অবশেষে জেনি কিংবা স্যামের আর দেখা না পেয়ে নদীর কিনারা বরাবর সাবধানে এগোতে শুরু করল ফ্লিন্টন। স্টেশনহাউস থেকে অনেকখানি দূরে চলে এল, তারপর বরফ শীতল পানির পরোয়া না করে স্রোত ভেঙে নদীর উল্টো দিকে উঠে এল পায়ে হেঁটে। সোজা পশ্চিম দিকে এগোল সে প্রথমে কিছুদূর, তারপর মনে মনে হিসাব কষে একটু দক্ষিণে বাঁক নিল, মরগান পীক ট্রেইলে পৌঁছুতে চায়।

পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে সে। এটাই মার্ক ফ্লিন্টনের স্বভাব। পাহাড়ে পর্বতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেই সে পছন্দ করে। ভালুকের মত বিশাল তার শরীর, চলাফেরা করার ক্ষমতাও সেরকম। বিরামহীন মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে, ক্লান্তি বা অবসাদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। রাত গভীর হলে যদি কোন আশ্রয় না মেলে তাহলে কাছাকাছি কোন ঝোপে ঘুমিয়ে পার করে দেয় রাতটা; নাগালের মধ্যে যা পায় তা দিয়েই উদরপূর্তি করে। কোন সমস্যা হয় না!

মাত্র দুটো ব্যাপারে কখনও তার মনে কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা জাগে না। এক নম্বর হলো: কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের মালিক মিলো টালনের প্রতি তার অবিশ্বাস্য প্রায় ক্রীতদাস-সুলভ আনুগত্য—বিনা প্রশ্নে তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে; আর দু'নম্বর: জেনির প্রতি অপ্রতিরোধ্য আদিম আকর্ষণ। এ দুটো

বাদে অন্য সব ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন আর পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করে সে। জঙ্গলের হনুমানের মতই দুর্বোধ্য তার আচরণ। এমনি এক চরিত্র লার্ক ব্রিন্টন, যেন অতীতের বর্বর কোন যুগ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে এই সভ্য সমাজে।

যথাসময়ে নিজের গন্তব্য, মরগান পীক ট্রেইল ধরে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় হাজির হলো ব্রিন্টন। এখানে একটা আকাশছোঁয়া শুগারপাইনের গোড়ায় জন্মানো একগুচ্ছ স্ক্রাব বুশের আড়ালে বসল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। সতর্ক তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়।

এদিকে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে যতক্ষণ পারা যায় থাকল স্কিপ, তারপর আবার নিজ বাড়ি অ্যালপাইনের পথে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ফ্রেসারদের সঙ্গেই দুপুরের খাবার সেরেছে সে। অসীম আগ্রহ আর আন্তরিকতার সঙ্গে এটা সেটা ওর পাতে তুলে দিয়েছে জেনি, দেখে ওর বাবা মায়ের মুখে সন্তুষ্টি আর অনুমোদনসূচক হাসি ফুটে উঠেছে। কারণ অটো আর লুসি দু'জনই ওদের সম্পর্কের কথা জানে, স্কিপকে বেশ পছন্দও করে তারা।

স্কিপের সঙ্গে জেনিও বেরিয়ে এল ওকে বিদায় জানাতে। প্যাক স্ট্রিং গুছিয়ে ছিল স্কিপ, স্টিরাপে ভর দিয়ে স্যাডলে উঠে বসল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জেনি। কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না ওরা, দু'জনের দৃষ্টিতেই ফুটে আছে পরস্পরের জন্যে ভালবাসা আর সমঝোতার চিহ্ন!

হাসি মুখে সামনে ঝুঁকে জেনির কোমল গালে আলতো করে ছোঁয়া দিল স্কিপ অস্টিন। 'সুযোগ পেলেই একবার এসে সারাদিন তোমাদের সঙ্গে কাটাব।'

হৃদয়ের সমস্ত আবেগ মিশিয়ে জবাব দিল জেনি, 'আমি পথ চেয়ে থাকব, স্কিপ!'

ঋজু আর আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে স্কিপকে বিদায় নিতে দেখল জেনি। হাসি মুখে অপেক্ষা করতে লাগল ও, জানে মিডৌ-র শেষ প্রান্তে গিয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে শেষ বারের মত আরেকবার হাত নাড়বে স্কিপ। তাই করল ছেলেটা। স্যাডলে ঘুরে বসে জেনির উদ্দেশে হাত নাড়ল। মৃণাল বাহু তুলে সাড়া দিল জেনি, তারপর বিরস বদনে দাঁড়িয়ে

থাকল; দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বেল মেয়ারের ঘণ্টাধ্বনি, কান পেতে শুনতে লাগল সে।

প্যাক রুটের শেষ পর্যায়ে এসে জলদি করে বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করল স্কিপ। শর্টকাট পথ বলে মরগান পীক ট্রেইল বেছে নিল সে। একনাগাড়ে সামনে এগোতে লাগল। দৌড়াচ্ছে না ঘোড়াটা, তবে বেশ জোরে হাঁটছে, তাই দূরত্ব কমে আসছে। পিঠে খালি স্যাডল, তাছাড়া খচ্চরগুলোও বুঝতে পেরেছে আবার কোরালের আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে, তাই প্যাক স্ট্রিংয়ের ওপর জোর খাটাতে হচ্ছে না ওর, স্বেচ্ছায় সামনে বাড়ছে খচ্চরের দল, স্যাডল গিয়ারের মচমচ শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে ওগুলোর খুরের হালকা শব্দ।

সচেতন কোন প্রয়াস ছাড়াই ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে স্কিপ। ওর মন পড়ে আছে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে ফেলে আসা মেয়েটার কাছে। জেনিকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল ও। নিজের ভাবনায় এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে আচমকা একটা বিশাল শুগারপাইনের গোড়ায় জন্মানো ঝোপের ভেতর থেকে উড়ে এসে কি জিনিস আঘাত করল প্রথমে বুঝতেই পারল না। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হলো সে।

দ্রুত এল হামলাটা। ভয়াবহ হামলা। স্কিপকে জাপ্টে ধরে স্যাডল থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে লাগল আক্রমণকারী। ঘোড়া বা স্কিপ সরে যাবার কোনই সুযোগ পেল না। জানা সব কৌশল কাজে লাগিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল স্কিপ, কিন্তু সর্বগ্রাসী দানবীয় শক্তির কবল থেকে রেহাই মিলল না। এরপরের ঘটনা সম্পূর্ণই বর্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই না!

বিশাল শক্তিশালী মুঠি চালাল লার্ক ব্রিন্টন, সবুট লাথি হাঁকাল, তারপর স্কিপকে মাথার উপর তুলে ক্রমাগত আছাড় মারতে শুরু করল। তরুণ প্যাকার জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও অব্যাহত থাকল এই নির্যাতন। মাংসাশী কোন জানোয়ার যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইছে তার শিকার। অবশেষে ব্রিন্টনের কাজ শেষ হলো। ঈর্ষার আগুন খানিকটা কমলে আবার গাছপালার মাঝে হারিয়ে গেল সে। পেছনে নিসাড় পড়ে থাকল স্কিপ অস্টিন, ট্রেইলের ধারে ভাঙাচোরা একটা অবয়ব।

অস্বস্তি আর দ্বিধাগ্রস্ত খচ্চরগুলো কিছুক্ষণ ইতিউতি ঘুরল। ঘরে ফেরার অদম্য আগ্রহে ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল বেল মেয়ারটা, তাকে অনুসরণ

করল খচ্চরের দল। স্কিপের ঘোড়াটা রয়ে গেল কেবল। তার আরোহী পড়ে যাবার সময় লাগামটাও মাটিতে পড়ে যায়, লাগামের প্রতি অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওটা।

ওয়্যারহাউসেও ঢুকে পড়েছে শেষ বিকেলের ছায়া। দিনের শেষ প্রহর। লরা হল্ট ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেল ও আর টোবি বার্নস ছাড়া আর কেউ নেই বিশাল গুহা সদৃশ দালানে। ঘুরে বেড়াচ্ছে টোবি, রসদের শেলফগুলো গুছিয়ে রাখছে।

জ্যাক ব্লেড প্রসঙ্গে ওদের স্বল্পস্থায়ী সেই আলোচনার পর থেকেই ওকে যেন এড়িয়ে চলছে টোবি, বেশি কথা বলে না। অবশ্য গত কয়েকদিন ধরে কোম্পানীর হিসাবপত্র দেখাশোনা শুরু করার পর লরার মনে হচ্ছে ওর প্রতি বোধ হয় খানিকটা সদয় হয়ে উঠছে লোকটা। নিজের আবশ্যকতা প্রমাণ করার পরীক্ষায় যেন উৎরে গেছে ও। কথাটা মনে আসতেই মৃদু হাসল লরা, তারপর ডাকল, 'টোবি?'

একটু ইতস্তত করে ধীর পায়ে লরার কাছে এল টোবি।

'কিছু চাও, ম্যাম?'

'হ্যাঁ, টোবি, তোমার বন্ধুত্ব চাই। দয়া করে আমার ওপর রাগ করে থেকো না। আমি কোন অপরাধ করে থাকলে সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি!'

ছোট ছোট চঞ্চল চোখে চট করে ওকে জরিপ করল টোবি। 'তুমি কি এখনও জ্যাক ব্লেড সম্পর্কে বাজে ধারণা নিয়ে বসে আছ?'

'মোটেই না!' বলল লরা, 'ওর প্রতি কখনওই কোন রকম খারাপ ধারণা ছিল না আমার। আসলে প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারিনি ওকে, আর কিছু না। এখানকার রেওয়াজ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না তো!'

'তাহলে,' সায় দিল টোবি, লাজুক হাসল, 'তোমার ওপর রাগ করার আর কোন কারণ থাকল না!'

'তাহলে হাত মেলাতে পারি?' জোর করল লরা।

'নিশ্চয়ই!' আগ্রহী হয়ে উঠল টোবি। লরার সঙ্গে হাত মেলাল। 'সত্যি, কি যে ভাল লাগছে আমার!'

প্রাণ খুলে হাসল লরা। 'সত্যি, আমারও খুব ভাল লাগছে!'

সেই সকাল থেকে হিসাবের বই নিয়ে কাজ করছে লরা। গুরুত্বপূর্ণ কোন

কাজ ঠিক মত শেষ করার পর ক্লান্তির বদলে স্বস্তি জাগে মনে, জানা আছে ওর, নিজের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোম্পানীর খাতাপত্র দেখার কাজে হাত দেয়ার ব্যাপারে রস হ্যানলন প্রথমে আপত্তি করায় লরা ভেবেছিল কাজ শুরু করার পর হয়তো কয়েকটা দিন অস্বস্তিতে ভুগতে হবে। দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার সময় হ্যানলনকে তেমন উৎসাহী মনে না হলেও যখন জানতে পেল ব্লেড রসদ কেনার কাজে স্যাক্রামেন্টো-তে পাঠাতে চায় তাকে তখন অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এখন স্যাক্রামেন্টো-তে আছে রস হ্যানলন। মনে মনে তার কথা ভাবল লরা।

লরা ওকে পুরোপুরি গ্রহণ করায় ওর প্রতি আরও সদয় হয়ে উঠল টোবি। 'অনেক তো ঘাঁটাঘাঁটি করলে হিসাবের বইপত্র, ম্যাম,' বলল সে, 'নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করছ! এবার একটু বিশ্রাম নাও গিয়ে যাও! এক খদ্দেরের সঙ্গে পাওনার ব্যাপারে আলোচনা করতে ফ্যানট্যান-এ গেছে জ্যাক, শিগগিরই চলে আসবে। ততক্ষণ এদিকটা একাই সামাল দিতে পারব আমি।'

চিবুকে হাত ঘষল লরা। 'ধন্যবাদ, টোবি। আজকের মত থাকুক তবে হিসাব কষা!'

রাস্তায় নেমে লরা লক্ষ্য করল সারাদিন কড়া উজ্জ্বল রোদ থাকলেও এখন শীতল কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আসছে, দূর পাহাড়ের চূড়াগুলো মেঘের টুপির নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। গুম-গুম মেঘের গর্জন ভেসে আসছে দূর থেকে। নিজের খুদে কেবিনে ফিরতে পেরে স্বস্তি বোধ করল লরা।

গরম কফির কথা মনে হতেই চুলোয় আগুন জ্বালল ও। কফির পানি উৎরানোর ফাঁকে মাথার চুল আলগা করে আঁচড়াতে লাগল আপনমনে। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। ওর প্রশ্নের জবাবে দ্বিধা মেশানো জবাব পাওয়া গেল, 'আমি, আর্মেলা গার্সিয়া!'

দরজা খুলল লরা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আবার কথা বলে উঠল মেক্সিকান মেয়েটা; দ্রুত আত্মরক্ষার ভঙ্গি। 'তুমি আসতে বলেছিলে আমায়—তাই—' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকিটা বোঝানোর চেষ্টা করল সে।

'এসো! ভেতরে এসো!' অতিথিকে স্বাগত জানাল লরা, 'এখানে আসতে তোমার মানা নেই, আর্মেলা! তোমাকে আর্মেলা ডাকলে আপত্তি নেই তো?'

'না! আর্মেলাই ডেকো তুমি আমাকে,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা। কালোচোখে দ্রুত জরিপ করল কেবিনটা, হাত দুলিয়ে যেন অনুমোদন দিল,

তারপর কিঞ্চিৎ চিন্তিত সুরে আবার বলল, 'নিজের জন্যে এমন সুন্দর একটা ঘর পেয়ে নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কেবিনটা দারুণ!' সায় দিল লরা। 'তুমি তো— শেরিডান হাউসে থাকো?'

'সি!' এক কথায় নিজের মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করে ফেলল আর্মেলা গার্সিয়া। 'আমার কাছে জঘন্য লাগে জায়গাটা! ক্যামেরন একটা আস্ত শুয়োর!' মেয়েটার সুন্দর চেহারা তীব্র বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল।

'লোকটা কি দুর্ব্যবহার করে তোমার সঙ্গে?' উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল লরা।

জোরের সঙ্গে মাথা এপাশ ওপাশ নাড়ল আর্মেলা। 'আমার গায়ে আঙুল ছোঁয়ালেও তো গ্র্যান্ডপা'র হাতে খুন হয়ে যাবে সে! তোমার মাথার চুল কি সুন্দর—একেবারে রেশমের মত!'

'ধন্যবাদ,' স্বীকার গেল লরা, কিঞ্চিৎ আমোদ পাচ্ছে ও আর্মেলার কথাবার্তায়। কালো চোখের মেয়েটা নানাভাবে নিজের ভাবনা আর মতামত জানাচ্ছে। 'এখুনি কফি হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে কফি খাবে তুমি।' আর্মেলাকে নিয়ে খুদে কিচেনে এল লরা।

একটু থেমে খোলা চুল জড়ো করল, তারপর বাঁধল রিবন দিয়ে। আর্মেলা গার্সিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে একটু যেন আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, নিজেই বুঝতে পারল। আবার নিজের মত প্রকাশ করল আর্মেলা। 'তোমার চুলের মত তুমিও খুব সুন্দর! ওরা—পুরুষরা—তোমাকে খুব পছন্দ করে, না?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল লরা। 'তা কি করে বলব! ওভাবে কখনও ভাবিনি আমি…'

ওকে বাধা দিয়ে মাথা দোলাল আর্মেলা, নিজের বক্তব্যের ওপর আরও জোর দিল। 'আরে, তোমাকে ওদের পছন্দ না হয়ে পারে না। আমাকে যখন পছন্দ করে তোমাকেও করবে, আমিও তো দেখতে সুন্দর! রস তো সারাক্ষণ কথাটা মনে করিয়ে দেয় আমাকে!'

লরার হাসি যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল এ কথায়, চুলোর দিকে ফেরার সুযোগ পেয়ে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল। পানি উতরাতে শুরু করেছে, কফি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

'মিস্টার হ্যানলন,' বলল শুষ্ক কণ্ঠে, 'মাঝে মাঝে একটু প্রগলভ হয়ে ওঠে, ঠিক!'

অস্পষ্ট বিরক্ত বোধ করছে লরা। কৃষ্ণ নয়না এই সুন্দরী কি আসলেই যেমন মনে হচ্ছে সেরকম নিষ্পাপ? নাকি পরিপক্ক, পাকা খেলোয়াড়? চাতুর্যের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কথা বলছে, নাকি যা মনে আসছে কোন কিছু না ভেবে তাই বলে যাচ্ছে?

সামান্য ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে কফির উষ্ণতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনল লরা। কাপ সাজিয়ে কফি ঢালল দু'জনের জন্যে। নিজের কাপটা নাকের সামনে তুলে ধরে সুবাস নিল আর্মেলা নিখাদ আগ্রহের সঙ্গে। 'দারুণ হয়েছে!' ঘোষণা করল সে। 'চমৎকার রান্না জানো তুমি, না?'

'তেমন আহামরি কিছু নয় আসলে,' বলল লরা, 'চলে যায় আরকি। আচ্ছা, তোমার বয়স কত, আর্মেলা?'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে একটু ভাবল মেয়েটা। 'তা ঠিক বলতে পারব না। বোধ হয় বিশ বছর। গ্র্যান্ডপা'ও ঠিক করে বলতে পারে না। বুড়ো হয়ে গেছে তো! তাছাড়া,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝানোর প্রয়াস পেল যেন মেয়েটা। 'পুরুষ মানুষ আসলে মেয়েদের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় না!'

'কতদিন ধরে অ্যালপাইনে আছ তোমরা?' জানতে চাইল লরা।

'সারা জীবনই তো মনে হয়! মানে, আমার কাছে সেরকমই লাগে!'

'এখানে থাকতে ভাল লাগে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা।

'শহরটা আমার কাছে মন্দ লাগে না। তোমার মত থাকতে পারলে অবশ্য খুবই খুশি হতাম আমি। কিন্তু তোমাকে তো বললাম শেরিডান হাউস অসহ্য লাগে আমার কাছে। ওখানে যেসব লোকজন যাওয়া-আসা করে তাদের বেশির ভাগকেই আমার ভাল মনে হয় না। সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, সুযোগ পেলে গায়ে হাত দিতে দ্বিধা করবে না কেউ, আমি জানি! তবে রস আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে আমার কিন্তু খারাপ লাগে না, কারণ ও খুব ভাল মানুষ। বাকি সবাই—হাহ্—ওদের সঙ্গে আমি এক কদমও হাঁটতে রাজি নই!' পরিষ্কার ঘৃণা প্রকাশ করে আবার মুখ বাঁকাল আর্মেলা গার্সিয়া।

কফির কাপ দিয়ে মুখের ভাব গোপন করল লরা। মনে মনে বিষম খেয়েছে একটা। চুলোর আগুন আবার উস্কে দেয়ার উসিলায় চেহারা স্বাভাবিক করে নিল ও। এদিকে কোন রকম ভনিতা ছাড়াই কথা বলতে লাগল আর্মেলা গার্সিয়া।

'আরও কয়েকজন ভাল মানুষ আছে এখানে যাদের আমার ভাল লাগে। সেনর ম্যাককরমিক আমাকে লা *চুচেরিয়া*—মানে সুন্দর খেলনা—বলে খেপায়; আমি অবশ্য খেপি না, কারণ ও খুবই ভাল মানুষ। আর সেনর স্লেড। সে-ও খুব ভাল। কিন্তু এমন গম্ভীর করে রাখে চেহারা যে আমার ভয়ই লাগে। ধাড়ি শুয়োর ক্যামেরনও ভয় পায় ওকে। গ্র্যান্ডপা'র কাছে শুনেছি ক্যামেরনকে সেদিন কি বলে এসেছে স্লেড। সেনর স্লেড বলেছে সেদিন যদি তোমার গায়ে চোট লাগত তাহলে তাকে খুন করে ফেলত ও। ওকে খুন করলে সত্যি খুব খুশি হতাম আমি!'

'কথাটা একটু অদ্ভুত না? তোমার বুকে রক্তের নেশা আছে মনে হচ্ছে?' কণ্ঠের গাম্ভীর্য আর কাঠিন্য গোপন করার চেষ্টা করে বলল লরা। 'তোমার মত মেয়ের মুখে কিন্তু এ ধরনের কথা মানায় না!'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল আর্মেলা। 'আমার মনের কথাই বললাম!' সহজ কণ্ঠে বলল সে।

আর্মেলা যখন কেবিনে আসে তখন দূর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল মেঘের চাপা গুম-গুম আওয়াজ, বাড়ছিল ক্রমশ। এবার আচমকা কেবিনের গাঢ় অন্ধকার যেন লহমার জন্যে বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, ঝলমল করে উঠল চারপাশ, কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল, কেঁপে উঠল পুরো কেবিন; তিরতির কাঁপতে লাগল থালাবাসন। মৃদু আর্তনাদ করে উঠল তরুণী আর্মেলা।

'এই ঝড়কেও আমার ভয় লাগে!' চড়া গলায় বলল সে। 'শিগগিরই বৃষ্টি নামবে, তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বৃষ্টির আগেই আমি বরং যাই, পরে আবার একদিন আসব।'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আর্মেলা গার্সিয়া, গায়ে জড়ানো পুরানো লেস লাগানো ম্যানটিয়া গুছিয়ে নিল, তারপর নিজেই দরজা খুলে একদৌড়ে বেরিয়ে গেল, স্কার্ট আর পায়ের মৃদু আওয়াজ মিলিয়ে গেল দ্রুত।

খোলা দরজায় কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল লরা। অন্ধকার হয়ে গেছে

চারদিক। আকাশের ধূসর মেঘ একেবারে নিচে নেমে এসেছে, বাতাসের দাপট বাড়ছে দ্রুত; ভেজা একটা ভাব; বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে নাকে লাগছে সালফার আর ওযনের কটু গন্ধ। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কেবল একজন ঘোড়সওয়ারকে পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। উঁচু কাঁধের ঋজু কাঠামোটা চিনতে ভুল হবার জো নেই—জ্যাক স্লেডকে কোম্পানী ওয়্যারহাউসের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগোতে দেখল লরা।

স্লেড ঘোড়া থামানোর আগেই ছুটে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল টোবি বার্নস, প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে ওর কাছে গিয়ে কি যেন বলল। স্যাডল থেকে নামতে গিয়েও আবার স্থির হয়ে গেল স্লেড। পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, তারপর ওয়্যারহাউসের ওপাশের গলিপথে মিলিয়ে গেল নিমেষে।

বিদ্যুৎ চমকে আবার ঝলসে উঠল চারপাশ। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে প্রকৃতি। পাহাড় চূড়া থেকে গজবের মত নেমে আসছে বজ্রের গর্জন। এবার শুরু হলো বৃষ্টি, বড় বড় ফোঁটায়, মনে হলো একটা পর্দা নেমে এসেছে যেন আকাশ থেকে।

দরজা বন্ধ করে দিল লরা। দেশলাই জ্বেলে ল্যাম্পের সলতেয় আগুন ধরাল, অন্ধকার কামরায় আরও বাড়িয়ে দিল শিখাটা। কিচেনের উষ্ণ পরিবেশটা পরমাত্মীয়ের মত মনে হলো, আশ্রয় খুঁজল সেখানে। আবার কফি ঢালল কাপে। পুরো মাত্রায় বজ্র-বৃষ্টি সহ তুফান শুরু হয়ে গেছে এখন। পাহাড়ী বসতির ওপর আঘাত হানছে সর্বশক্তি নিয়ে। কেবিনের মজবুত দেয়ালও রেহাই পাবে না বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা আরেকটা কাপের দিকে চোখ যেতেই টোকা পড়ল লরার চিন্তার তারে।

'তবে রস্ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে আমার কিন্তু খারাপ লাগে না!' কথাগুলো বেজে উঠল কানের কাছে, পুরোপুরি, তেতো হয়ে গেল মনটা। নিজেকে ভর্ৎসনা করল ও কঠিন চেহারায়।

আগুনের টুকরো আর্মেলা গার্সিয়া হারিয়ে দিয়েছে ওকে, বিপর্যস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং ফেলে রেখে গেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। সহজ সুরে বলা মেয়েটার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মেনে নিতে হবে কিংবা উড়িয়ে দিতে হবে। যথেষ্ট সময় আছে হাতে, রাগের সঙ্গে নিজেকে বলল লরা, মিস্টার রস হ্যানলন স্যাকরাম্যানতো থেকে ফিরে এলেই আসল সত্যটা জেনে নিতে পারবে ও। এনিয়ে এখন অযথা মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই···

বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে দরজায় টোকার শব্দ কানে এল লরার। টোবি বার্নস এসেছে এবার। ভিজে সপসপ করছে তার সারা শরীর; অয়েলস্কিন স্লিকার পরেছে, হাতের লাকড়ির গাদার আড়ালে হারিয়ে গেছে চেহারা।

'সকাল হওয়ার আগেই তোমার লাকড়ি যাতে না ফুরোয় তার ব্যবস্থা করতে এলাম,' ব্যাখ্যা করল টোবি। 'কারণ মেঘ কেটে যাবার পর পরই জবর শীত নামবে!' এক হাঁটুতে ভর দিয়ে নিচু হলো সে, হাতের বোঝা নামিয়ে রাখল চুলোর পাশে।

খুদে মানুষটার জন্যে হঠাৎ মায়া হলো লরার, কফি পটের দিকে হাত বাড়াল ও, আরেক কাপ ঢালল।

'টোবি, ভাল বললেও কম বলা হয় তোমাকে,' বলল ও, 'আমার জন্যে এত ভাব, অথচ তোমার এতটা মনোযোগ পাবার যোগ্যতা আমার নেই।'

'তুমি ভুল করছ,' জোর গলায় অস্বীকার করল টোবি বার্নস। 'আমি আমার দায়িত্বটুকুই পালন করছি, আর কিছু না! জ্যাক বলেছে তোমার প্রতি নজর রাখতে হবে আমাদের, তোমার যাতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট না হয় সেটা দেখা তো আমাদের কর্তব্য!'

লরার হাসিতে ঈষৎ দ্বিধা মিশে আছে। 'আমাকে রীতিমত গণ্যমান্য মানুষ বানিয়ে দিচ্ছ!'

'ইয়ে, তুমি তো গণ্যমান্যই,' আবার বলল টোবি, 'তোমার গুরুত্ব অনেক!' দুহাতে কফি কাপটা জড়িয়ে ধরল সে, ধূমায়িত পদার্থটুকু শেষ করল। 'এ রকম বৃষ্টির রাতে সত্যি জায়গামত কামড় বসায় ঠাণ্ডা। জ্যাক আর স্যান্ডি পলার্ড এখন এমন কফি পেলে ঠিক বর্তে যেত, বাজি ধরে বলতে পারি, অথচ ঝড়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাইরে!'

চমকে উঠল লরা। 'এই আবহাওয়ায় বাইরে গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগে স্কিপ অস্টিনের প্যাক স্ট্রিং কোরালে ফিরে এসেছে, কিন্তু স্কিপ আসেনি। তাই জ্যাক আর স্যান্ডি ওর খোঁজে গেছে।'

'কিন্তু স্কিপের তো বেশি দূরে থাকার কথা নয়,' বলল লরা, 'তা নাহলে প্যাক স্ট্রিং ফিরে আসত না।'

'এখানেই তোমার ভুল হচ্ছে, ম্যাম,' ওকে বলল টোবি। 'সুযির কথা ধরো—স্কিপের বেল মেয়ারটা—এখানকার যে কোন পাহাড় থেকে একাই পথ চিনে ফিরে আসতে পারে, দারুণ চালাক। আর প্যাক মিউলগুলো ওকে

অনুসরণ করে দোজখে যেতেও দ্বিধা করবে না। ওই ঘোড়াটাই ফিরিয়ে এনেছে খচ্চরগুলোকে।'

'তার মানে স্কিপ হয়তো বিপদে পড়েছে!'

ধীরে অথচ নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টোবি বার্নস।

'নইলে আউটফিটের সঙ্গেই থাকত! স্কিপ অস্টিন অসম্ভব ভাল ছেলে, বিশ্বস্ত!'

ছয়

অনেকটা পথ ঝড় মাথায় করে এগোল জ্যাক স্লেড আর স্যান্ডি পলার্ড। বাতাসের বুনো শক্তি যেন উড়িয়ে নিতে চাইছে ওদের; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝলসে উঠছে আশপাশ; বজ্রের কান ফাটানো আওয়াজে টেকা যাচ্ছে না; তার ওপর রয়েছে তুমুল বৃষ্টির সাঁড়াশী আক্রমণ। চোখের পলকে ভিজে এক'সা হয়ে গেল ওরা। চোখে মুখে ঘা দিচ্ছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো, অয়েলস্কিন স্লিকারের বাধা মানছে না, ফাঁক-ফোকর গলে ঢুকে পড়ছে ভেতরে, শীতল পানির ছোঁয়া লাগছে গায়ে। কিন্তু এই বিপত্তি গায়ে মাখল না ওরা। সামনে কোথাও রয়েছে স্কিপ অস্টিন, হয়তো বিপদে পড়েছে, দু'জনেই উদ্বিগ্ন তার জন্যে।

কোরাল রাউস্টাবাউট জানিয়েছে স্টেজ রোড ধরে না এলেও পুব দিক থেকেই ফিরেছে প্যাক স্ট্রিং, নিজের চোখে দেখেছে সে। স্লেড ধরে নিয়েছে তাহলে মরগান পীক ট্রেইল ধরেই ঘরে ফিরেছে খচ্চরের দল, সেজন্যে এই ট্রেইল বরাবর উল্টো পথে এগিয়ে গিয়ে স্কিপের খোঁজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও।

এ ধরনের ঝড়ের আয়ু কম, জানে স্লেড। এ মৌসুমে অনেকগুলো তুফান দেখেছে। প্রায়ই উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে নেমে আসে বিধ্বংসী ঝড়, নিচের

ঢালের ওপর স্বল্পস্থায়ী তাণ্ডব লীলা চলে, তারপর হিংস্র ক্ষমতা হারিয়ে অচিরেই থিতিয়ে যায়। এবারও তাই ঘটল। কয়েক মাইল এগোনোর পর বিদ্যুতের চমক বন্ধ হয়ে এল, বজ্রের আওয়াজ কমতে কমতে হারিয়ে গেল অনেক দূরে, বৃষ্টিও অনেকটা ধরে এল। চারপাশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল, অচিরেই আকাশের বুকে একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করল, মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে।

অবশেষে পথ চলার নীরবতা ভাঙল স্যান্ডি পলার্ড। 'কোন ধারণা করতে পারলে, জ্যাক?'

'কিছুটা! পুরোপুরি অনুমান।'

নড়েচড়ে স্যাডলে বসল স্যান্ডি পলার্ড। 'পিট হন্ট যেদিন আউটফিটসহ নিখোঁজ হয়ে গেল সেদিনের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। আমরা ওর খোঁজে বেরিয়ে কি অবস্থায় পেয়েছিলাম মনে আছে? সব কিছু নিয়ে পড়ে ছিল বেচারা গোল্ড ক্রিক গ্রেডের তলায়, একেবারে দলা পাকানো...' গম্ভীর আর নীরব হয়ে গেল স্যান্ডি।

এগিয়ে চলল ওরা। আরও আঁধার হয়ে এল চারদিক। তবে এখন আকাশের মেঘ পুরোপুরি কেটে গেছে, তারাগুলো নিচের পৃথিবীতে হালকা রূপালী আলো বিলোচ্ছে। কেবল শীতল হাওয়ার একটা পরশ একটু আগের ঝড়ের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে—শীতল আর ভেজা হাওয়া। নাকে আসছে সোঁদা গন্ধ। বৃষ্টি ভেজা গাছপালা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে টুপটাপ শব্দে।

এ অঞ্চলে এটার চেয়ে সহজ ট্রেইল আরও অনেক আছে। এখন ট্রেইল বেয়ে খাড়া নিচের দিকে নামছে ওরা, ঢালটা গ্রানিট পাথরের দেয়াল বেয়ে নেমে গেছে নিচের শক্ত মাটিতে; খানিকপর ফের একই ভাবে আবার ওপরে উঠতে লাগল ওরা। বিশাল গ্রানিট পাথরের কাঁধের পাশ ঘেঁষে এগোল, তারপর এক জায়গায় পৌঁছে ঘোড়ার খুরের সঙ্গে পাথরের ঘষা খাওয়ার টুংটাং শব্দ তুলে এগোল ওরা; একপাশে কালো খাদ মুখ হাঁ করে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

বৃষ্টিস্নাত নুয়ে পড়া গাছপালার মাঝখানের আইল বরাবর আবার ট্রেইল ধরে এগোল দুই রাইডার। এখানেই একটা শুগারপাইনের কাছে এসে সতর্ক হয়ে উঠল স্লেডের ঘোড়াটা, মাথা দোলাল, চেঁচিয়ে উঠল মৃদু শব্দ তুলে। পরক্ষণে আবেদন সূচক সাড়া মিলল। মৃদু নড়াচড়া ধরা পড়ল ওদের চোখে।

সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়া অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

চট করে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল জ্যাক স্লেড, অন্য ঘোড়াটার শূন্য স্যাডলের ক্যান্টিনের কিনারায় হাত চালাল, চিনতে পারল চিহ্নটা, কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে উঠল ও।

'স্কিপের ব্রংক এটা!'

অন্ধকার থেকে দুর্বল কণ্ঠের চাপা গোঙানির শব্দ শোনা গেল এবার। 'হ্যাঁ, ওটা আমার! আমাকে একটু ধরো, জ্যাক। ছাই কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি, দিশা হারিয়ে ফেলেছি! না দেখতে পাচ্ছি, না দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছি! চেষ্টা করতে গেলেই হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছি বারবার। ব্রিন্টন ব্যাটা একেবারে বারো বাজিয়ে দিয়েছে আমার। আমি এখানে, জ্যাক, এই যে...'

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে স্কিপের দেখা পেল ওরা। শুগারপাইনের তলায় বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে আছে ছেলেটা। পকেট থেকে দেশলাইয়ের প্যাকেট বের করল স্লেড। কয়েকটা কাঠি নিয়ে স্লিকারের নিচে ক্যানভাস কোটে ঘষা মেরে আগুন জ্বালল। হাত দিয়ে আড়াল করে শিখাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল অগ্নিশিখা, দ্রুত নজর চালাল জ্যাক স্লেড। বিস্ময় মেশানো কর্কশ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। 'ইয়া খোদা!'

স্কিপ অস্টিনের চেহারা একেবারে ভর্তা হয়ে গেছে! নীল হয়ে গেছে ক্ষতগুলো; দুটো চোখই ফুলে ঢোল, পুরোপুরি বন্ধ, তাকাতে পারছে না। বাম চোখের ওপর গভীর একটা ক্ষত চুলের কিনারা থেকে নাকের পাটা পর্যন্ত নেমে এসেছে কোনাকুনিভাবে, এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে; ফোলা থেঁতলানো ঠোঁটের ওপর থেকে শুরু করে চিবুক পর্যন্ত নেমে গেছে আরেকটা ক্ষত; বৃষ্টি ভেজা চুল বেয়ে লালচে আরেকটা ধারা নেমে আসছে দেখতে পেল স্লেড। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বেহাল অবস্থা স্কিপের, ঠাণ্ডায় ঠা ঠা করে কাঁপছে বেচারা।

চটপট স্লিকার খুলে ফেলল স্লেড, নিচের ব্ল্যাংকেট-লাইন্ড ওভারকোটটাও খুলল, তারপর স্যান্ডি পলার্ডের সহায়তায় স্কিপকে ধরাধরি করে দাঁড় করাল, শক্ত করে জড়িয়ে দিল ওর গায়ে ক্যানভাসের কোটটা।

'চিন্তা কোরো না, বয়,' আস্তে করে বলল স্লেড, 'আমরা এবার বাড়ি নিয়ে

যাব তোমাকে। স্যাডলে টিকে থাকতে পারবে না কিছুক্ষণ?'

'কোনমতে খালি তুলে বসিয়ে দাও, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকব!' কম্পিত কণ্ঠে বলল স্কিপ। 'তোমরা দু'জন আসায় কি যে খুশি হয়েছি আমি! সত্যি, খুব খুশি হয়েছি!'

দু'জনে মিলে স্যাডলে তুলে দিল স্কিপকে, তারপর যার যার স্যাডলে উঠে বসল ফের, বাড়ির পথ ধরল।

এদিকে অ্যালপাইনে অস্থির সময় পার করছে লরা হল্ট। ইতিমধ্যে কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে। রাত গভীর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে টোবি বার্নসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ঠাণ্ডা একটা পরিবেশ পেছনে ফেলে বিদায় নিয়েছে তুফানটা। নিজের স্টোভটা এখনও জ্বালিয়ে রেখেছে লরা; খটখটে শুকনো পাইন কাঠের মোটা মোটা টুকরো ঠেসে যাচ্ছে একের পর এক। আবার কফি বানাল ও, খানিকটা খাবার বানাল, খিদে পেয়েছে বলে নয়, স্রেফ কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময় কাটানোর জন্যে। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় বাইরে রয়েছে দুটো মানুষ, তাদের জন্যে ভাবনা হচ্ছে, আরেকজনের খোঁজ করতে গেছে ওরা।

স্কিপ অস্টিনের বয়স এখন প্রায় ওর ভাই পিটের মতই হবে, ওর খোঁজেও এমনিভাবে একদিন বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা...

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল লরা। পর্বতমালা নীবর নিথর; রাস্তার দুদিকে বেশ কয়েকটা জানালায় আলো জ্বলছে, ফ্যাকাসে নিষ্প্রভ লাগছে। আচমকা শিউরে উঠল লরা। দরজা আটকে দিল আবার, ফিরে এল আলোকিত উষ্ণ কিচেনের আরামদায়ক পরিবেশে। এখানে দীর্ঘক্ষণ থাকল ও। তারপর একসময় বুঝতে পারল এভাবে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না, লাভ হচ্ছে না কারও। সবচেয়ে ভাল হয় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে আগামীকালের পরিশ্রমের জন্যে, কাজটা যাই হোক, প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়াস নিলে। ও যখন একথা ভাবছে তখনই টোকা পড়ল দরজায়।

জ্যাক স্লেড রাতের হিম নিয়ে ফিরে এসেছে। উদ্বিগ্ন চেহারায় ওর দিকে তাকাল লরা।

'স্কিপের খোঁজ পেলে?'

মাথা দোলাল স্লেড। 'বাংকহাউসে আছে। তোমার সাহায্য লাগবে আমাদের। মেডিসিন কিটটা নিয়ে নাও।'

'অবশ্যই!' চট করে সম্মতি দিল লরা। 'এক মিনিটের মধ্যে আসছি। তুমি চাইলে খেয়ে নিতে পারো, চুলোয় গরম খাবার আছে!'

কিচেনে ঢুকল স্লেড। লরা যখন আবার ওর সঙ্গে যোগ দিল চুলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে স্লেড, হাতে প্লেট, গোগ্রাসে খাচ্ছে।

'স্কিপ,' জানতে চাইল লরা, 'খুব বেশি চোট পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, ভাল রকম আহত হয়েছে,' বলল স্লেড, 'তবে সেটা কতখানি খারাপ বুঝতে পারিনি আমি। তুমি রেডি?'

গায়ে ক্লোক চাপাল লরা, তারপর স্লেডের পেছন পেছন পা রাখল রাতের অন্ধকারে। স্লেডের একহাতে মেডিসিন কিট, অন্য হাতে লরার কনুই ধরে ওকে পথ দেখিয়ে ওয়্যারহাউসের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ওপাশের গলিপথ ধরে সামনে বাড়ল সে। পেছনের কম্পাউন্ডে চলে এল ওরা। একটা বিল্ডিংয়ের সামনে, ওটার জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, এসে থামল দু'জন। দরজা খুলল স্লেড, চৌকাঠ থেকে উঁচু গলায় ভেতরের সবাইকে সতর্ক করে বলল, 'সবাই হুঁশিয়ার, মিস লরা হল্ট এসেছে আমার সঙ্গে!'

দীর্ঘ অথচ নীচু আর সংকীর্ণ বাংকহাউসটা। ভেতরের একপাশের দেয়াল আর পেছন দিকে সারিবদ্ধ বাংক, ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেয়ালে গাঁথা পেরেকে ঝুলছে নানা ধরনের পুরুষালি সব জিনিসপত্র। এপাশে দরজার পাশে রয়েছে একটা কাস্ট আয়রন স্টোভ, কট্‌কট্‌ শব্দ করে জ্বলছে। পানি ভর্তি একটা বাকিট রাখা চুলোর ওপর। ভাঁপ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। জানালার কাছে একটা টেবিলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে, আরেকটা লণ্ঠন ঝুলছে দেয়ালের পেরেকে। প্রায় আধডজন লোক রয়েছে বাংকহাউসে, লরা ঢোকামাত্র অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল সবাই।

বাংকহাউসের অভ্যন্তর বেশ গরম। পুরুষের গায়ের গন্ধ, তামাক, ভেজা উলের পোশাক আর খানিক আগে নেভানো একটা লণ্ঠনের সলতে পোড়া গন্ধের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

একটা বাংকে পড়ে আছে ব্ল্যাংকেট মোড়ানো স্কিপ অস্টিন। লণ্ঠনটা উঁচু করে তার ওপর ধরল স্লেড।

'ওর মুখ আর মাথা দেখে মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু আমার আসলে চিন্তা হচ্ছে পাঁজরের হাড়টাড় ভেঙে ভেতরে আটকে গেছে কিনা সেটা ভেবে!'

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত স্বাভাবিক রাখল লরা। আবার সে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছে যার সঙ্গে কোনদিন পরিচয় ছিল না ওর। জ্যাক স্লেডের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন ওর সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা বিচার করা হচ্ছে আজ। এটা একটা পরীক্ষা ওর জন্যে!

'আমার—সাধ্যমত করব আমি!' বলল লরা।

'নিশ্চয়ই,' মাথা দোলাল স্লেড। 'আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তুমি শুধু বললেই হবে।'

প্রথমবার স্কিপের চেহারা দেখেই নিঃশ্বাস আটকে যাবার জোগাড় হয়েছিল লরার, এবার স্লেড ছেলেটার গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিল, ফলে পুরো ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে পারল সে, সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে উঠল তার। স্থির তাকিয়ে থাকল সে স্কিপের পলকা শরীরের অসংখ্য আঁচড় আর ক্ষতচিহ্নগুলোর দিকে, মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে আছে! নিজের অজান্তেই ওর গলা চিরে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

'মনে হচ্ছে কোন জানোয়ার মাড়িয়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল স্লেড, 'তবে জানোয়ারটা দুপেয়ে—লার্ক ব্রিন্টন। তোমার গরম পানি লাগবে?'

'প্রচুর,' বলল লরা। প্রচণ্ড রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর মনে। 'লার্ক ব্রিন্টনের ব্যাপারে একটা কিছু করা জরুরী হয়ে পড়েছে!'

'করা হবে!' ওয়াদা করল স্লেড, তারপর ঘুরে কামরার অন্য লোকগুলোর দিকে তাকাল। 'টোবি, পানি নিয়ে এসো!'

লরার হাতের ছোঁয়া লাগতেই নড়ে উঠল স্কিপ অস্টিন। নিজেকে সামলে রাখল লরা। তারপর দক্ষতার সঙ্গে কাজ শুরু করল। দক্ষ হাতে ক্ষতগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করল, মলম লাগিয়ে দিল যত্নের সঙ্গে। খানিকক্ষণ পর স্কিপের নির্যাতিত আড়ষ্ট পেশীগুলো কোমল আর শিথিল হতে শুরু করল। গভীর কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে অবশেষে। 'মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম,' বলে উঠল বিড়বিড় করে।

ব্ল্যাংকেট চিরে কয়েকটা ফালি করে স্কিপের কোমর থেকে বাহুমূল পর্যন্ত সারা শরীরে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধল লরা। মুখের ক্ষত আর কাটা দাগগুলো পরিষ্কার করে ব্যালস্যাম অয়েল মাখিয়ে দিল পুরু করে, যাতে ওগুলো দ্রুত সেরে ওঠে। একটা কাপে গরম পানির সঙ্গে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে স্কিপকে

খাওয়াল স্লেড। আবার লম্বা করে একটা দম নিল তরুণ প্যাকার, খানিকটা বল ফিরে পেল গলায়। 'হুম—বেঁচে আছি—খুব আরাম পাচ্ছি…ঘুম পাচ্ছে আমার…'

লরা ওর মেডিসিন কিট গুছিয়ে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার আগেই অস্বস্তিকর ঘুমে তলিয়ে গেল ছেলেটা।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল এবার লরা, কামরার প্রতিটি লোক সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ক্লান্ত হাসল ও। 'যথেষ্ট সাহায্য করলে তোমরা, ধন্যবাদ। স্কিপের কোন পাঁজর ভাঙেনি বলেই আমার ধারণা, তবে ক্ষতগুলো বেশ গভীর, পুরোপুরি সেরে উঠতে কয়েকটা দিন সময় নেবে।'

'ততদিন আমরাই ওর কাজ চালিয়ে নেব,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল একজন। 'আর, ম্যাম, এটুকু বলতে পারি, তোমার সঙ্গে কাজ করতে ভালই লাগবে আমাদের!'

লরার ক্লোকটা হাতে নিল স্লেড, রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আবার পথ দেখিয়ে কেবিনে পৌঁছে দিল ওকে। দরজা থেকেই বিদায় নিতে চাইল স্লেড, কিন্তু ভেতরে যাবার অনুরোধ জানাল লরা।

চুলোয় গনগনে কয়লা দেখা যাচ্ছে, আরও কিছু লাকড়ি যোগ করল লরা; উঁকি দিল কফি পটে, তারপর গরম করার জন্যে বসিয়ে দিল চুলোয়। একটা চেয়ার টেনে টেবিলে বসে পড়ল স্লেড, শরীরটা পুরোপুরি এলিয়ে দিল, ঢিল পড়ল পেশীতে। গম্ভীর দৃষ্টিতে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে ও। ওর উল্টোদিকে বসল লরা, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি কিন্তু বোকার মত কিছু করে বসতে বলিনি তোমাকে তখন বাংকহাউসে!'

চোখ তুলে তাকাল স্লেড। 'কিসের কথা বলছ?'

'লার্ক ব্রিন্টনের কথা। স্কিপের ওই অবস্থা করেছে দেখার পর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল আমার। তবে লোকটার ব্যাপারে একটা কিছু করা জরুরী হয়ে পড়েছে বলে এটা বোঝাতে চাইনি যে তুমি ব্যক্তিগতভাবে ওর মুখোমুখি হও। এ ধরনের ব্যাপার ফয়সালা করার নিশ্চয়ই অন্য কোন পথ আছে!'

মাথা নাড়ল স্লেড। 'নাহ, অন্তত এখানে নেই! যার গোয়াল তাকেই ধোঁয়া দিতে হয় এখানে। আমরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করি, না পারলে ট্রেইল থেকে ফেলে দেয়া হয় অতল খাদে। কথাটা তোমাকে আগেও বলেছি

আমি।'
'তা বলেছ,' স্বীকার গেল লরা, 'তারপরও এমন বুনো, আদিম একটা রীতি মেনে নেয়া আমার পক্ষে কঠিন; আমি মানতেই পারছি না যে বিচার চাইবার মত কোন ব্যবস্থা নেই এখানে! আইন কানুন বলে কিছু নেই।'
আবার মাথা নাড়ল স্লেড। 'ও ধরনের কিছুর অস্তিত্বই নেই। স্কিপ অস্টিনের বদলা নিতে হলে আমাদেরকেই তার ব্যবস্থা নিতে হবে!'
'বদলা নেবেই তুমি?'
'নিতেই হবে!' বলল স্লেড, 'নইলে কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই ধরে নেবে ওদের ভয় করে চলি আমরা, তাদের মাতবরি আরও বেড়ে যাবে।'
অস্থির ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল লরা। চুলোর কাছে গিয়ে কফি পট দেখল আবার।
'কি করবে?'
একটু ভাবল জ্যাক স্লেড। 'নির্ভর করছে কোথায় কি অবস্থায় ব্রিন্টনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তার ওপর। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা! তবে যেভাবেই হোক না কেন ওই লোকটাকে অন্যায়ের মাশুল গুনতেই হবে। মিলো ট্যালনও রেহাই পাবে না। কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের লোকজনকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়!'
'ফ্রেসার'স মিডৌ-র সেই সন্ধ্যার কথা আমার মনে আছে,' আস্তে করে বলল লরা। 'লার্ক ব্রিন্টন কি বলেছিল, তুমি তাকে কি বলেছিলে সবই। তোমার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছিল সে, জবাবে তুমি বলেছিলে চেষ্টা করতে গেলেই গুলি করে তার হাঁটু দুটো গুঁড়ো করে দেবে—বাকি জীবন চারহাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে তাকে। ওগুলো কি স্রেফ কথার কথা ছিল, নাকি সত্যি কথাই বলেছিলে তোমরা?'
'সুযোগ পেলে আমার মেরুদণ্ড ভাঙতে দ্বিধা করবে না লার্ক ব্রিন্টন,' সরাসরি লরাকে বলল স্লেড, 'তবে তাকে সে সুযোগ দেয়ার আগে আমি অবশ্যই গুলি করে গুঁড়িয়ে দেব তার হাঁটু। প্রয়োজনে তার হৃৎপিণ্ডও হয়তো ফুটো করে দেব।'
উঠে দাঁড়াল স্লেড, অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল, কথা বলে চলল কর্কশ ভারি গলায়। 'এ কথা মনে কোরো না যে আমি সবার ওপর চোটপাট দেখিয়ে বেড়াতে পছন্দ করি, কিংবা সব ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ভাবি

নিজেকে, মোটেই তা নয়, লরা। আমি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে শেখার পর থেকেই একা জীবন কাটিয়ে আসছি। সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে আমাকে প্রতিটি মুহূর্ত। অনেক পরিশ্রম আর ঘাম ঝরিয়ে আজ এ পর্যায়ে পৌঁছেছি আমি, জীবন থেকে ভাল ফল পাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন সামনে যখন আশার আলো দেখা যাচ্ছে ঠিক তখন মিলো ট্যালন, লার্ক ব্রিন্টন বা আর কেউ আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেটা আমি মানব না। ঘোড়া চোরের বিরুদ্ধে গানফাইটে নামতে হলে নামব, সব কিছু ঠিক রাখার জন্যে বল প্রয়োগ করতে হলে করব; আমাদের কর্মচারীদের চলার পথ নিরাপদ করার জন্যে ট্রেইল পাহারা দিতে হলে দেব—কোনটার ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না আমি!'
এক মুহূর্ত চুপ থাকল স্লেড, গম্ভীর চিন্তিত; শেষে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল ও ছোট করে। 'দুঃখিত। বড়াই করতে চাইনি আমি আসলে, এভাবে বড় বুলি কপচানো আমার স্বভাব নয়!'
তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করল লরা। 'তুমি মন খুলে কথা বলায় আমি খুশি হয়েছি। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি তোমাকে।'
একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পেরে স্লেডের ক্রোধ আর মানসিক অস্থিরতা একটু কমল। চেহারার গাম্ভীর্য অনেকটাই দূর হলো, চোখের কাঠিন্য মিলিয়ে গেল। সাবধানে কফিতে চুমুক দিতে লাগল স্লেড, কথা বলার সময় এবার যত্নের সঙ্গে শব্দ চয়ন করল। 'তুমি এখানে থাকতে এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি আমি, লরা হল্ট। ফ্রেসার'স মিডৌ-তে তোমাকে স্টেজ থেকে নামতে সাহায্য করায় অটো ফ্রেসারকে যখন ধন্যবাদ জানালে তুমি তোমার মধুর কণ্ঠস্বর জলতরঙ্গের মত আমার কানে বেজেছিল। তার আগে আমার জানা ছিল না জীবনের কত সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম আমি। রস হ্যানলনের ভাগ্য সত্যি ঈর্ষা করার মত!'
চমকিত হলো লরা, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধান্বিত দেখাল তাকে।
'তুমি—আর কিছু না হোক সুন্দর করে কথা বলাটা ঠিকই রপ্ত করে নিয়েছ। রস হ্যানলনের প্রসঙ্গ যখন উঠলই, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আর্মেলা গার্সিয়ার সঙ্গে ওর প্রেমের ব্যাপারে কি জানো তুমি?'
'রসের সঙ্গে আর্মেলা গার্সিয়ার প্রেম?' মাথা নাড়ল স্লেড। 'এই উদ্ভট ধারণা পেলে কোথায়?'

'মূলত আর্মেলার কাছেই,' ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় আর লুকানোর চেষ্টা করল না লরা। 'আজ বিকেলে এখানে এসেছিল মেয়েটা। হয় খুবই বুদ্ধিমতী সে নয়ত একেবারেই সহজ সরল। ওর কথায় যা বুঝতে পেরেছি রসের সঙ্গে সম্পর্কটা আর যাই হোক মামুলি নয়, আমার দেখা একটা দৃশ্যও সেকথাই বলে। কি বলব, আর্মেলার কথায় *আদর* করার প্রসঙ্গটা পরিষ্কার ভাবেই এসেছে।'

আবার মাথা নাড়ল স্লেড। 'আর্মেলার কথায় আমি খুব একটা আমল দিই না। কত আর বয়স ওর, বাচ্চাই বলা যায়!'

'আমার সন্দেহ আছে,' পাল্টা জবাব দিল লরা, স্লেডের স্থির দৃষ্টির সামনে একটু বিব্রত বোধ করল, কাঁধ ঝাঁকাল, 'আমি বোধ হয় অযথা তিলকে তাল করছি!'

কাপ নামিয়ে রাখল স্লেড। দরজার দিকে ফিরল। কবাট খুলে দেয়ার জন্যে এগিয়ে গেল লরা। মুহূর্তের জন্যে মুখোমুখি হলো দু'জন। স্লেড লরার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করল ওরা সহসা।

'সেদিনের সুরেলা কণ্ঠস্বর—আজ রূপ!' ভারি গলায় বিড়বিড় করে উঠল স্লেড। পরক্ষণে কাছে টেনে নিল লরাকে। ওর ঠোঁট স্পর্শ করল লরার ঠোঁট, দীর্ঘস্থায়ী হলো চুমু; সব বিস্মৃত হলো ওরা কিছুক্ষণের জন্যে।

যেমন হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরেছিল স্লেড তেমনি হঠাৎ শিথিল হলো ওর আলিঙ্গন। সরে দাঁড়াল স্লেড।

'ঘটনাটা,' বলল ও, 'নিঃসন্দেহে আমাকে বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু আজকের কথা আজীবন মনে থাকবে আমার!'

দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জ্যাক স্লেড।

ট্যামার‍্যাকের কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের হেডকোয়ার্টার আর অ্যালপাইনের সিয়েরা স্টার হেডকোয়ার্টারের বিরাট কোন পার্থক্য নেই। এখানেও কম্বাইন্ড স্টোর আছে, ওয়্যারহাউস কোরাল ফীড শেড লাইভস্টক আর গিয়ার শ্যাক—সবই এক সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। গাছপালা ছাওয়া একটা গালশের মুখেই এটার অবস্থান। ট্যামার‍্যাকের মূল ক্যাম্পটা আরও উঁচুতে, ঘন গাছপালার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে।

মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছুল জ্যাক স্লেড। কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টি ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে চারপাশের সব জঞ্জাল। এখানে ওর আসার কারণ ভিন্ন হলে হোম কোয়ার্টার থেকে এ পর্যন্ত আসতে ভালই লাগত হয়তো, কিন্তু বেড়াতে আসেনি ও।

কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের অফিসের সামনে ঘোড়া থামাল স্লেড, স্যাডল থেকে নামার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল চারপাশ। রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে বেহাল ক্যানভাসের পুরু কোট গায়ে দিয়ে এসেছে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার কবল থেকে রেহাই পেতে সব কটা বোতাম লাগিয়ে রেখেছিল। স্যাডল থেকে নেমে অভ্যাসবশত বোতাম খুলে ফেলল ও, একপাশে সরিয়ে দিল ল্যাপেল, ফলে কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা চলে এল নাগালের মধ্যে; প্রয়োজনের মুহূর্তে অনায়াসে বের করে আনতে পারবে খাপ থেকে। শত্রু এলাকায় পা দিয়েছে জানে ও, এটাই যথাযথ আচরণ!

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল এক লোক, ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, স্যাৎ করে সরে গেল একপাশে।

'হায় খোদা! স্লেড! নিজের গলি ছেড়ে অন্যের গলিতে ঢুকে পড়েছ তুমি, জ্যাক স্লেড!'

আস্তে কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'তোমার তাতে আপত্তি আছে?'

'থাকতেও পারে,' কোনমতে জবাব দিল ডিউক উইংগো। 'আমাকে সেদিন অ্যালপাইন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিলে তুমি, আজ তার বদলা নিতে পারি!'

'যদি মনে করো তাকৎ আছে, চেষ্টা করে দেখো!' আমন্ত্রণ জানাল স্লেড, একটুও বিচলিত হয়নি ও।

অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হলেও নিজের সীমাবদ্ধতা বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে ডিউক উইংগো। অ্যালপাইনের রাস্তায় স্লেডের মোকাবিলা করার সুযোগ সে পেয়েছে, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেনি; কথাটা মনে হতেই নিজেকে সামলে নিল সে। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন পিছিয়ে গেল।

'এখনও সময় আসেনি, জ্যাক; আরেকদিন, আরেক জায়গায়!'

'তোমার সময় কোনদিনই আসবে না,' হুল ফোটানোর সুরে বিদ্রূপ করল স্লেড। 'কোথাও যাচ্ছিলে নিশ্চয়ই, যাও রাস্তা মাপো!'

খোঁচা মারা হচ্ছে, বুঝতে পারছে দু'জনই। অনেক বছর যাবত কঠিন বিপজ্জনক জীবনযাপন করছে ডিউক উইংগো, তার চরিত্র পুরোপুরি বোঝে স্লেড। বুনো দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ডিউক।

'একদিন, জ্যাক, দেখবে চড়া দাম দিতে হবে তোমাকে—অনেক বেশি দাম! সেদিন মজা টের পাবে!'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলতে বলতে সরে যেতে লাগল ডিউক। সে চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল জ্যাক স্লেড, তারপর দালানের ভেতরে পা রাখল।

ফ্যাকাসে শীর্ণ চেহারার ক্লার্ক আপার-ক্যাম্প থেকে আগত এক মাইনারের স্ত্রীর সঙ্গে দর কষাকষি করছিল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্লেডের দিকে তাকাল সে।

'ট্যালন,' বলল স্লেড, 'কোথায় সে?'

একটু ইতস্তত করে মাথা দুলিয়ে ভেতরের একটা দরজার দিকে ইশারা করল লোকটা।

'নক করে ঢুকো,' নাকি সুরে বলল।

কিন্তু তা না করে কাঁধের ধাক্কায় কবাট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্লেড। টেবিলের পেছনে বসে ছিল মিলো ট্যালন, কাগজপত্রে হিসাব কষছে। স্লেডের আকস্মিক আগমনে চমকে মুখ তুলে তাকাল সে, রাগ আর অধৈর্যের ছাপ পড়ল চেহারায়। তারপর অতিথিকে চিনতে পেরে পুরোপুরি পাথর বনে গেল সে, কেবল একটা হাত পিছলে নেমে গেল টেবিলের ড্রয়ারের দিকে।

'থামো!' ঝাড়ি দিল স্লেড। 'আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার জন্যে এসেছি!'

আস্তে হেলান দিয়ে বসল মিলো ট্যালন। 'কারও অফিসে এভাবে ঢুকতে নেই,' তিক্ত কণ্ঠে অনুযোগ করল সে। 'গুলি করে বসতে পারতাম আমি!'

আরও একটা চেয়ার রয়েছে কামরায়, পা বাড়িয়ে ওটা আটকাল স্লেড, টেনে দরজার একপাশে নিয়ে এল, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসল তাতে। ভেস্ট পকেট থেকে কালো চুরুট বের করল মিলো ট্যালন, ধরাল, ধোঁয়ার একটা পর্দা তৈরি করে ফেলল মুখের সামনে, তারপর তাকাল সে স্লেডের দিকে।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করার মত কোন বিষয় তো আমার মনে আসছে

না, স্লেড।'

'দেখা যাক,' সংক্ষেপে পাল্টা জবাব দিল স্লেড। 'তার আগে বলো লার্ক ব্রিন্টন কোথায়?'

'ব্রিন্টন? আন্দাজে কি করে বলব? জঙ্গলের মধ্যে কোথাও আছে বোধ হয়। লার্ক অস্থির মানুষ, সারাক্ষণই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওকে কি দরকার?'

'ওকে আমি চাই।'

'ওকে চাও? কেন?'

'ওকে বুঝিয়ে দিতে যে গাছের আড়ালে ওত পেতে বসে আমার প্যাকারের ওপর আচমকা হামলা চালিয়ে তাকে আধমরা করে ফেলা মোটেই ঠিক নয়।'

'লার্ক তাই করেছে?' বিস্মিত দেখাল মিলো ট্যালনকে। 'আমার কাছে নতুন খবর!'

'ব্রিন্টনকে শেষ কবে দেখেছ তুমি?'

এক মুহূর্ত ভাবল মিলো ট্যালন। 'পরশু। কোথায় কখন হামলা হয়েছে?'

'কাল বিকেলে, মরগান পীক ট্রেইলে। ফ্রেসার'স মিডৌ থেকে ফিরে আসছিল স্কিপ অস্টিন। আচমকা ওর ওপর হামলে পড়ে ব্রিন্টন। স্কিপের অবস্থা মোটেই ভাল বলা যাবে না।'

মিলো ট্যালনের মুখে আবছা হাসি আর আমোদের ছায়া পড়ল। 'আসলে খেপে গেলে অসম্ভব নিষ্ঠুর হয়ে যায় লার্ক—নিশ্চয়ই খেপে ওঠার মত কিছু করেছিল স্কিপ।'

'না, করেনি,' পাল্টা জবাব দিল স্লেড। 'ব্রিন্টনকে ও দেখেইনি, তার সঙ্গে কোন কথাও বলেনি; লোকটা যে আশপাশে আছে তাও জানা ছিল না ছেলেটার। একেবারে বিনা উস্কানিতে হামলা চালিয়েছে সে। ব্রিন্টন যেহেতু তোমার লোক, তাই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার আগে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি তার বিচার করার জন্যে।'

'আমি ওর বিচার করব?' সংক্ষিপ্ত হাসল মিলো ট্যালন, বিদ্রূপ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'তা কি করতে হবে আমাকে?'

'তাড়িয়ে দাও ব্রিন্টনকে। দেশ ছাড়তে বাধ্য করো!'

'তাড়িয়ে দেব ব্রিন্টনকে? দেশছাড়া করব আমার সেরা লোকটাকে?'

আবার হাসল মিলো ট্যালন।'তোমার মাথাটা নির্ঘাত ডিফেক্ট হয়ে গেছে, জ্যাক। আমার ধারণা ঘটনাটা ব্রিন্টন আর অস্টিনের ব্যক্তিগত বিরোধের পরিণতি, এখানে আমার কিছু করার নেই। একটু আগেও এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমি।'

নির্লিপ্ত চেহারায় তাকে জরিপ করল স্লেড। 'একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, ট্যালন। তুমি স্বীকার করতে চাও বা না চাও এ অঞ্চলে কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই আর সিয়েরা স্টার দুটো কোম্পানীই অনায়াসে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে, কোন সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু কেন, খোদাই জানে, তুমি সেটা মেনে নিতে চাইছ না। আমার পেছনে লেগেই আছ। সত্যি কথা বলতে কি তোমার সঙ্গে অযথা লড়তে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; আবার এটাও বুঝতে পারছি কঠিন দুনিয়ায় টিকে থাকতে চাইলে, তুমি যদি অবুঝের মত আচরণ করেই যাও, লড়াই করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই আমার!'

'আহা! বড়ই দুঃখের কথা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল মিলো ট্যালন। 'কি করতে চাইছ তুমি, জ্যাক, কাঁদাতে চাও?'

'না,' ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল স্লেড, 'তোমার সাধারণ বুদ্ধিটা একটু চাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, এখন বুঝতে পারছি সেটা অরণ্যে রোদনেরই সামিল!'

'চমৎকার!' বলে উঠল ট্যালন, 'বুঝতে যখন পেরেছ তখন নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে এবার, আমাকে আমার দিকটা সামলাতে দাও!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্লেড, পাইপের ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আরেকটা কথা,' বলল ও, 'বেশিদিন হয়নি একজন পার্টনার হারিয়েছি আমি, সেই সঙ্গে গোল্ড ক্রিক গ্রেড থেকে উল্টে পড়ে শেষ হয়ে গেছে আমাদের একটা ডাবল হিচ ফ্রেইট আউটফিট। যে বোল্ডারটার আঘাতে ওয়্যাগনটা রাস্তা থেকে উল্টে পড়ে যায় সেটা আপনা আপনি গড়িয়ে পড়েনি। ঠিক সময় বুঝে নির্দিষ্ট জায়গা বরাবর কেউ একজন ঠেলে দিয়ে ছিল ওটাকে—স্থানচ্যুত করে। সেই কেউ একজনের পরিচয় সম্পর্কে আমার মনে কোন সংশয় নেই, তবে প্রমাণ করতে পারব না। পারলে অনেক আগেই পাল্টা ব্যবস্থা নিতাম। কিন্তু স্কিপ অস্টিনকে কে মোরব্বা বানিয়েছে সেটা পরিষ্কার, প্রমাণও আছে। তুমি যখন এ ব্যাপারে কিছু করবে না তখন আমাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার নিজস্ব কায়দায় লার্ক ব্রিন্টনকে সাজা দেব আমি।'

বিদ্রূপ করল ট্যালন। 'নিজেকে যতটা মনে করো আসলে অত বিরাট কিছু নও তুমি, জ্যাক। লার্ক তোমাকে নিয়ে ভাবে বলে মনে হয় না। আমি অন্তত ভাবি না, এটা বলতে পারি!'

'ভাবা উচিত,' বলল স্লেড, 'কারণ, একটা কথা শুনে রাখো, ট্যালন, গেঁথে নাও মনে—এখন থেকে কন্টিনেন্টালের কেউ যদি সিয়েরা স্টার কিংবা সিয়েরা স্টারের কাউকে আঘাত করে, সেটা যেভাবেই হোক, তার জন্যে সরাসরি তোমাকে দায়ী করব আমি। হামলাকারীর সাজার ব্যবস্থা নেব—তোমারও ব্যবস্থা নেয়া হবে। হ্যাঁ, তোমার পিছু নেব আমি, তখন আমার মুখ বন্ধ থাকবে—হাত চলবে!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল মিলো ট্যালন, আকস্মিক প্রচণ্ড রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে। 'আমার অফিসে এসে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, তোমার স্পর্ধা তো কম না! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

দরজার দিকে পা বাড়াল জ্যাক স্লেড। 'তাহলে একথাই থাকল, মিলো ট্যালন, তুমি লড়াই চাও, সেটাই হবে। লড়াই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু বাধ্য করা হলে শেষ না দেখে ছাড়ি না আমি। তোমার মগজে গেঁথে নাও কথাটা!'

সাত

এ অঞ্চলে রাস্তা খুবই কম, বরং অসংখ্য ট্রেইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জালের মত। হাতে গোনা কয়েকটা রাস্তা প্রধান ক্যাম্পগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে; কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার নির্জন গালশ আর দূরবর্তী নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা অগুনতি ক্যাম্পগুলোয় যেতে হলে ট্রেইলই ভরসা। বিগপাইন এমনি একটা খুদে ক্যাম্প—এখানকার একমাত্র মজবুত দালানের ভেতর অমসৃণ একটা কাউন্টারে লেনদেন চালায় স্টোরকীপার ম্যাট গিলবার্ট। তিনটা খরস্রোতা ক্রিক প্যালিস্যাডে রিভারের পানির জোগান দেয়, ওগুলোর তীর ঘেঁষে গড়ে

ওঠা প্রস্পেক্টিং পয়েন্ট আর পাথুরে চরে যেসব মাইনার দিনরাত ঘাম ঝরাচ্ছে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মেটায় গিলবার্ট।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রসদের দাম হিসাবে গোল্ড ডাস্টই আদায় করে গিলবার্ট, মাইনাররা ক্রিক থেকে যেগুলো সংগ্রহ করে; এই পার্বত্য বসতিতে মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য, একেবারে ভেতর দিকের ক্যাম্পগুলোয় তো পাওয়াই যায় না! কেবিনে সযত্নে লুকিয়ে রাখা গোল্ড ডাস্ট রাখার বাকস্কিন পোকগুলো যথেষ্ট ভারি হয়ে ওঠে যখন, পথে নামার তাগিদ অনুভব করে তখন গিলবার্ট। নিজের স্টোরে তালা মেরে তেজি ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপায়, স্যাডলব্যাগে ঢোকায় গোল্ড ডাস্ট, তারপর সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে স্যাডলহর্নের সঙ্গে একটা ওজনদার নেভি কোল্ট ঝুলিয়ে নেয়, শেষে বেরিয়ে পড়ে অ্যালপাইনের উদ্দেশে। বিল ম্যাককরমিকের অফিসে এসে ওয়েলস ফারগো-র আয়রন সেফে হাওলা করে দেয় সোনার গুঁড়ো।

অ্যালপাইনে পৌঁছুতে কমবেশি আট ঘন্টার মত সময় লাগে তার। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। দালান কোঠার কোণে দীর্ঘ ছায়া পড়তে শুরু করেছে, ঠাণ্ডা ছোঁয়া বাতাসে, এমনি সময় ওয়েলস ফারগো অফিসের সামনে ক্লান্ত ঘোড়া থামাল ম্যাট গিলবার্ট, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামল স্যাডল থেকে।

দোহারা গড়নের লোক গিলবার্ট, মাথার ঘন চুলের রঙ লালচে, তার গোলাকার চেহারাকে ঘিরে আছে লালচে দাড়ির আস্তরণ; চোখজোড়া নীল, প্রতিটি জিনিসের দিকে চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকানো তার স্বভাব। রগচটা মানুষ এবং এই মুহূর্তে তেতে আছে তার মেজাজ, ফেটে পড়ার অবস্থা। ম্যাককরমিকের দরজা ঠেলে সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ল গিলবার্ট, অফিস কাউন্টারের ওপর ঝপাত্ করে নামিয়ে রাখল হাতের স্যাডলব্যাগ। কেঁপে উঠল কাউন্টার।

রুটিন মাফিক বিলের ফাইলে চোখ বোলাচ্ছিল বিল ম্যাককরমিক, চমকে চোখ তুলে তাকাল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতিথিকে জরিপ করল এক মুহূর্ত, তারপর স্বভাব জাত ধীর মোলায়েম ঢঙে কথা বলতে শুরু করল।

'বুঝতে পারছি, ম্যাট, কোন কারণে তেতে আছে তোমার মেজাজ, তবে কারণটা কি বুঝতে পারছি না। স্যাডলব্যাগের চেহারা দেখে তো তোমার মন খারাপ করার কারণ আছে বলে মনে হয় না। গতবার দেখা হবার পর মাঝের এ-কদিন চুটিয়ে ব্যবসা করেছ, বোঝাই যাচ্ছে!'

'ব্যবসা!' গিলবার্ট প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'তা মন্দ হয়নি স্বীকার যাচ্ছি, তবে সিয়েরা স্টার থেকে যদি অর্ডার মোতাবেক সব রসদ ঠিক মত সাপ্লাই পেতাম আরও অনেক বেশি লাভ হত আমার! ট্যামার‍্যাক থেকে আমার স্টোর কি খুব দূরে নাকি, মিলো ট্যালনের সঙ্গে লেনদেন করাই উচিত ছিল আমার! হয়তো সেটাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত! আশ্চর্য, সিয়েরা স্টার ওয়াদা করল জলদি করে আমার অর্ডারি মাল ডেলিভারি দেবে, তারপর মাসখানেক পার হয়ে গেছে অথচ মালের কোন চিহ্নই নেই।'

'আমার মাথায় ঢুকছে না ব্যাপারটা,' সাবধানে মন্তব্য করল ম্যাককরমিক, হেলান দিয়ে বসল সে চেয়ারে। 'জ্যাক স্লেডের আউটফিটটা খুবই ভাল,' বলল আবার, 'ও কোন ব্যাপারে কথা দিলে তার কথায় অনায়াসে ভরসা করা যায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রয়োজন বুঝতে ভুল হয়েছে তার।'

'ওর কাছে তো অর্ডার দিইনি আমি,' জানাল গিলবার্ট। 'সিয়েরা স্টারের আগের কয়েকটা চালানের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার সময় রস হ্যানলনের কাছে দিয়েছি অর্ডারটা। সে তখন কি সুন্দর বলেছিল চাহিদা মাফিক সবই পাঠিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি, ব্যস, ওই পর্যন্তই। মহা মিথ্যুক ছাড়া আর কি বলা যায় ওকে! আমার তো এখন ভাবতে ইচ্ছা করছে জ্যাক স্লেডও তার চেয়ে ভাল কিছু নয়!'

'কি, কি বললে?'

দরজার কাছ থেকে ভেসে এল প্রশ্নটা। জ্যাক স্লেড। ওদের কাছে এগিয়ে এল সে। গিলবার্টের পাশে দাঁড়াল, খাটো স্টোরকীপারের পাশে বিশাল লাগছে ওকে।

'ম্যাট,' টেনে বলল স্লেড, 'আমাকে আর রস হ্যানলনকে জোড়া মিথ্যুক বলছ কি অপরাধে?' ওর কণ্ঠে ক্লান্তির রেশ, কিন্তু প্রশ্নের ধার অস্পষ্ট থাকল না।

তলে তলে কুঁকড়ে গেল গিলবার্ট, তবে হার মানল না। 'কেউ যখন ওয়াদা খেলাপ করে তখন তাকে মিথ্যুক ছাড়া আর কি বলা যায়?'

'কবে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করে তার বরখেলাপ করলাম আমি, ম্যাট?'

'তুমি নও,' বিড়বিড় করে বলল গিলবার্ট। 'হ্যানলন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। ওকে একসঙ্গে অনেক মাল সাপ্লাই দেয়ার জন্যে একটা অর্ডার দিয়েছিলাম আমি, খুব জরুরী দরকার ছিল। সে আমাকে কথা দিয়েছিল রসদ পাঠাতে

দেরি করবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একটা কণাও দেখলাম না!'

'কোথাও বোধ হয় ভুল হচ্ছে,' বলল স্লেড, 'আমি তো প্রায়ই হিসাবের খাতা ওল্টাই, গতবার যখন হিসাবের বইতে চোখ বুলিয়েছি, আমার মনে আছে, তোমার কাছে আগে কিছু মাল সাপ্লাই দেয়ার বিপরীতে বেশ কিছু টাকা বকেয়া ছিল—সব মিলিয়ে তিনচারশো ডলারের মত হবে। তো এক্ষেত্রে…'

'আরে, রসো!' ফেটে পড়ল গিলবার্ট, 'সিয়েরা স্টার আমার কাছে এক পয়সাও পায় না! অর্ডার দেয়ার সময়ই রস হ্যানলনের কাছে সব পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু আজও অর্ডারের কোন মাল পাইনি। তোমার হিসাবের খাতায় কি লেখা আছে সেটা আমার মাথাব্যথা নয়, আমি বলছি, আমার কাছে তোমরা কোন টাকাপয়সা পাও না, জ্যাক!'

গিলবার্টের কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর; তার চোখের দিকে তাকাল স্লেড, কিন্তু একটুও কাঁপল না স্টোর মালিকের চোখের পাতা। 'হ্যানলনের হাতে টাকা দিয়েছ বলছ, ম্যাট?' জিজ্ঞেস করল স্লেড। 'কবেকার কথা?'

'অ্যালপাইনে গতবার এসেছিলাম যখন। বিল ম্যাককরমিকের কাছে ছশো ডলারের সামান্য বেশি দামে গোল্ড ডাস্ট বিক্রি করে সোনার মুদ্রা নিয়েছিলাম, ওই টাকা থেকেই হ্যানলনকে পাওনা মিটিয়ে দিই। শেরিডান হাউসে ওর হাতে টাকা দিয়েছিলাম আমি। ওখানে সেদিন পোকার খেলতে গিয়েছিল সে। ওই সময়ে অর্ডারটাও দিয়েছিলাম। কিন্তু মালের কোন পাত্তা পাইনি আজও। এটাই হলো আসল ঘটনা, এক বিন্দু খাদ নেই।'

'হ্যাঁ, এবার,' বিড়বিড় করে উঠল বিল ম্যাককরমিক, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।'

ঘুরে তার দিকে তাকাল স্লেড। আস্তে করে মাথা দোলাল ম্যাককরমিক।

'গতবার ম্যাটের কাছ থেকে গোল্ড ডাস্ট কিনেছিলাম আমি, জ্যাক,' বলল সে, 'আমার লেজারে লেখা আছে।'

'তাহলে,' গম্ভীর চেহারায় বলল স্লেড, 'তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, ম্যাট। তুমি এখনও সিয়েরা স্টারের সঙ্গে লেনদেনে আগ্রহী হয়ে থাকলে তোমার কি কি লাগবে তার একটা লিস্ট দিয়ে দাও আমাকে, কাল সকালেই যাতে সব মাল তোমার এখানে পাঠানো হয় আমি নিজে সেটা নিশ্চিত করব। আমিই ডেলিভারি দিয়ে আসব। এমন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্যে

আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি, ম্যাট।'

'ঠিক আছে,' এবার শান্ত হলো ম্যাট গিলবার্ট। 'আমিও দুঃখিত। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না হ্যানলন এতগুলো টাকার কথা ভুলে গেল কিভাবে! আমি ওকে টাকা দিয়েছি তাতে কোনই সন্দেহ নেই! এই যে আমার কাছে লিস্ট আছে একটা, আমার চাহিদা পরিষ্কার করে উল্লেখ করে দিয়েছি।'

পকেট থেকে অর্ডার বের করে স্লেডকে দিল গিলবার্ট। ওটায় একবার নজর বোলাল স্লেড।

'তাহলে কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে তোমার মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করা, ম্যাট। আমিই পৌঁছে দিয়ে আসব।'

লিস্টটা পকেটে রেখে অফিসের এক কোণে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল স্লেড, পাইপ বের করে ধরিয়ে চিন্তিত চেহারায় টানতে লাগল, তাকিয়ে আছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। গিলবার্টের সোনা ওজন করল বিল ম্যাককরমিক, একটা রশিদ দিল স্টোরকীপারকে, তারপর সোনার ব্যাগ আয়রন সেফে ঢুকিয়ে রাখল। ঘোড়ার ব্যবস্থা করে শেরিডান হাউসে রাত কাটাতে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল গিলবার্ট।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল ম্যাককরমিক। নিজের পাইপ ধরিয়ে আপন মনে টানতে লাগল। দেশলাই কাঠিটা এপাশওপাশ দুলিয়ে নেভাল, দু আঙুলের চাপে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলল একপাশে।

'চারশো ডলারের মত,' চিন্তিত চেহারায় বিড়বিড় করল সে, 'এতগুলো টাকা ভুলে অন্য কোথাও রেখে দেয়া বা ভুলে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে আমার ধারণা কেউ যদি একই সঙ্গে বেকুব আর অবিশ্বাসী হয় তাহলে তার পক্ষে ওই টাকা গাব করে দেয়া অসম্ভব কিছু নয়।'

খানিকটা খেপে গেল যেন স্লেড। 'বলতে চাইছ রস হ্যানলন জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে?'

'চাচ্ছি না—আমার এতে কোন সন্দেহ নেই!' জবাব দিল ম্যাককরমিক। 'আমার যদি ভুল হয় তাহলে কান কেটে কুকুরকে খাওয়াব। টাকাটা নইলে কোথায় যাবে তুমিই বলো? কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা তো, চট করে তারিখটা বলতে পারব না আমি, তবে আমার রেকর্ড দেখলে বের করা যাবে অনায়াসে। তুমি সত্যি সত্যি জানতে চাইলে লেজার দেখতে পারি। দুটো

ব্যাপারে আমার মনে সংশয় নেই—গিলবার্টের কাছ থেকে সেবার গোল্ড ডাস্ট কিনেছিলাম আর অনেক ব্যাপারে ম্যাট গিলবার্টকে অদ্ভুত লোক মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যের টাকা মেরে দেয়ার জন্যে অন্তত মিথ্যার আশ্রয় নেবে না সে। তোমাকে পুরোপুরি সত্যি কথাই বলেছে সে। হ্যানলনই আসল অপরাধী। ওর সম্পর্কে আমার কি ধারণা সে তো তুমি জানোই!'

'এটাই আসল,' চট করে যুক্তি দেখাল স্লেড, 'রসকে তুমি অপছন্দ করো, তাই সারাক্ষণ ওর খুঁত খুঁজে বেড়াও! যাই ঘটুক ওকে দোষ দাও তুমি।'

'আর তুমি,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাককরমিক, 'যাই ঘটুক সব সময় ওর পক্ষে ওকালতি করো, এমনকি চোখের সামনে জলজ্যান্ত সাক্ষী দেখেও অস্বীকার করার চেষ্টা চালাও। এসব দেখার পর চুপ থাকি কি করে! জ্যাক, দোস্ত আমার, এবার চোখ মেলে তাকাও! আগেও বলেছি, আবার বলছি—রস হ্যানলন সুবিধার লোক না!'

উঠে দাঁড়াল স্লেড। কোটের পকেটে দুহাত ঢোকাল। পায়চারি শুরু করল তারপর। হঠাৎ জানতে চাইল, 'আমাকে তারিখটা একটু বলতে পারবে?'

চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা ভারি লেজারের পাতা ওল্টাতে শুরু করল ম্যাককরমিক, মুক্তোর মত ঝকঝকে হরফে হিসাব লিখে রেখেছে সে পাতায় পাতায়।

'এই যে পেয়েছি,' একটু বাদেই জানাল ম্যাককরমিক, 'গত মাসের এগারো তারিখ, ছশো আটত্রিশ ডলারের গোল্ড ডাস্ট কেনা হয়েছে ম্যাট গিলবার্টের কাছ থেকে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল স্লেড, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে। 'অনেক ধন্যবাদ, বিল।'

পাহাড়ী বসতিতে সন্ধ্যা নামছে। আধো আলোয় দৃঢ় পা ফেলে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শেরিডান হাউসের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক স্লেড। ডাইনিং রুম বা বার জমজমাট হয়ে ওঠার সময় হয়নি এখনও, তবে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা-বাতি জ্বালানো হয়েছে। নিজের পছন্দের পোকার টেবিলে বসে আপনমনে সলিটেয়ার খেলছে পল লিভার। তার উল্টোদিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল স্লেড। চট করে মুখ তুলে তাকাল লোকটা। সাজানো তাসগুলো জড়ো করে শাফল করতে শুরু করল। মাথা নাড়ল স্লেড।

'আমি খেলতে আসিনি, লিভার,' বলল ও, 'কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক

জবাব চাই, ব্যস!'

লিভারের চোখে সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠল, পালাতে চায় যেন। পোশাক আশাকে ফিটফাট লোক সে, ঠাণ্ডা নিরাবেগ চেহারা; সুদীর্ঘ সময় আলো-হাওয়া থেকে দূরে থাকায় ফ্যাকাসে ছাপ পড়েছে; লম্বালম্বা হাতের আঙুল, শাদা; সারাক্ষণ কিলবিল করছে অস্থির ভঙ্গিতে।

'কিসের প্রশ্ন—কেমন জবাব?' জানতে চাইল সে।

'গত মাসের একটা রাত সম্পর্কে প্রশ্ন আছে আমার। আরও পরিষ্কার করে বলছি, গত মাসের এগারো তারিখ,' বলল স্লেড, 'তোমার মনে থাকার কথা।'

'কেন মনে থাকতে যাবে?'

'কারণ সেরাতে বলতে গেলে অস্বাভাবিক লাভ হয়েছে তোমার!'

'গত মাসের গোড়ার দিকের কোন খেলার কথা,' সাবধানে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াস পেল জুয়াড়ী, 'এতদিন পরে মনে করা কঠিন!'

'একটু চেষ্টা করলেই পারবে!' কঠিন হলো স্লেডের কণ্ঠস্বর, 'আর চেষ্টা করাই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে।'

লিভারের চুপসানো ফ্যাকাসে গালে রক্ত জমাট বাঁধল, চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু স্লেডের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে শেষ পর্যন্ত হার মানল, অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'আমার সঙ্গে তুমি এভাবে কথা বলতে পারো না, জ্যাক!' প্রতিবাদ করল সে।

'ব্যাপারটা সহজ বা কঠিন করা তোমার মর্জির ওপর নির্ভর করছে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল স্লেড। 'এসো, আবার চেষ্টা করা যাক। গত মাসের এক সন্ধ্যায় এই টেবিলে বসে কমপক্ষে চারশো ডলার খুইয়ে গেছে হ্যানলন। এবার মনে পড়ছে?'

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে ফায়দা নেই বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল লিভার, দু'হাত মেলে ধরল সামনে। 'কোন রকম জোচ্চুরি করা হয়নি সেদিন!'

'ঠিক?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল লিভার, ঠাণ্ডা এক ধরনের আনন্দের ঢেউ খেলে গেল তার চেহারায়। 'হ্যানলনের মত লোককে হারাতে আবার জোচ্চুরি করতে হয় নাকি? যা হোক, নিজের ভাল-মন্দ বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার, খেলেই টাকাটা হেরেছে সেদিন; তুমি যদি ভেবে থাকো ওই টাকা আমি

ফেরত দেব তাহলে ভুল করেছ। আমার বুকে বন্দুক চেপে ধরলেও টাকা ফেরত দেব না! আমি যখন হেরে যাই নিজেই নিজের ব্যবস্থা করি, অন্যরাও সেটাই করবে বলে আশা করি।'

'সেদিন রস হ্যানলনের কাছ থেকে প্রচুর টাকা জিতেছিলে তুমি, ঠিক তো?' আবার জানতে চাইল স্লেড, নিশ্চিত হতে চায়।

'ঠিক। তুমি এটাকে আবার একটা ইস্যু বানাতে চাও নাকি?'

চিন্তায় ডুবে গেছে স্লেড, চট করে কোন জবাব দিল না। পর মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর বলল, 'তার কোন দরকার নেই, লিভার। তবে দেরি নেই, অচিরেই কেউ না কেউ তোমার জারিজুরি ধরে ফেলবে, কিন্তু তখন তোমার কিছুই করার থাকবে না!'

বার থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক স্লেড, ওর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্যাম্বলার। স্লেডের শেষ কথায় তার মনে অতীতের নানান ঘটনা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা চাগিয়ে উঠল। অস্বস্তি বোধ করল সে। কিন্তু তারপরই আবার জীবন-মৃত্যুর মাঝে তফাৎ সামান্যই—জুয়াড়ীদের এই জন্মগত বিশ্বাস থেকে কাঁধ ঝাঁকাল সে তৃতীয় বারের মত। সামনে রাখা তাস শাফল করল, সলিটেয়ার খেলতে সাজাতে শুরু করল।

শেরিডান হাউস থেকে বেরিয়ে সোজা সিয়েরা স্টার হেডকোয়ার্টারের দিকে এগোল জ্যাক স্লেড। একটা হ্যাংগিং ল্যাম্পের আলোয় বসে কি নিয়ে যেন আপসের তর্কে মেতে আছে লরা আর টোবি। গত রাতে ওর আলিঙ্গনে ধরা দেয়ার পর মেয়েটাকে আর দেখেনি স্লেড। ঋজু ভঙ্গিতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল লরা, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করতে লাগল। বলার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে স্লেড শুধু বলল, 'কাল রাতের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত।'

খানিকক্ষণের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল লরার দৃষ্টি, ম্লান ছায়া পড়ল সেখানে। পরক্ষণে আবার আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল ওর চেহারা। হাসিতে ভেঙে পড়ল। 'ও নিয়ে তোমাকে এত লজ্জা পেতে হবে না। ঘটনাটা তো ঘটেই গেছে, সেজন্যে আমরা দু'জনই সমান দায়ী। তাতে এমন মারাত্মক কোন ক্ষতিও হয়নি কারও। আর এমন হবে না। এসো ভুলে যাই ওসব!'

'তুমি ভুলে গেলেও,' আগের মতই আড়ষ্ট কণ্ঠে লরাকে বলল স্লেড, 'আমি কোনদিন ভুলব না।' টোবি বার্নসের দিকে তাকাল ও। 'স্কিপের কি অবস্থা?'

'কালশিটে পড়ে গেছে সারা গায়ে, অসাড়-কাহিল, তবে দ্রুত সামলে উঠছে,' জানাল টোবি, 'হাফ্ রিডল কোন এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে বিয়ার গ্রিজ নিয়ে এসেছে, এখন সে জোরাজুরি করছে স্কিপের গায়ে মালিশ করার জন্যে। কিন্তু মিস লরা ও কথায় পাত্তা দিতেই রাজি না।'

'অবশ্যই রাজি নই!' স্পষ্ট কণ্ঠে বলল লরা হল্ট। 'স্কিপ বেচারার গায়ে বিয়ার গ্রিজ মাখানোর চিন্তাটা এমনই অবিশ্বাস্য যে কিছুতেই মানা যায় না!'

'বিয়ার গ্রিজে খারাপ কিছু নেই,' চড়া গলায় সাফাই গাইল টোবি, 'সবাই বিশ্বাস করে ওতে নাকি অনেক রোগ সারে!'

'আমি সে দলে নেই,' পাল্টা জবাব দিল লরা। 'বিয়ার গ্রিজ! ওয়াক থু!'

অস্পষ্ট হাসল স্লেড। 'টোবি মিথ্যে বলেনি—এ অঞ্চলের অনেকেরই বিশ্বাস বিয়ার গ্রিজ সর্ব রোগের মহৌষধ। তবে এক্ষেত্রে আমি তোমার দলে। স্কিপকে ওই জিনিস থেকে বাঁচাতে হবে!' স্বাভাবিক হলো ও এবার। 'শোনো, হিসাবের খাতা ঘাঁটার সময় তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে বিগপাইনের স্টোরকীপার ম্যাট গিলবার্টের কাছে অনেক দিন ধরে আমাদের কিছু টাকা বকেয়া পড়ে আছে।' লরাকে মাথা দোলাতে দেখে ও আবার বলল, 'এখন আর ওর কোন বকেয়া নেই। পাওনা টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছে গিলবার্ট, খাতায় সে মোতাবেক এন্ট্রি পাস করে দিয়ো।' গিলবার্টের কাছ থেকে পাওয়া লিস্টটা বের করল ও। 'ভাল একটা অর্ডার পাওয়া গেছে, টোবি। এসো, সব গুছিয়ে নেয়া যাক। সকালে আমি নিজেই বিগপাইনে নিয়ে যাব এগুলো।'

স্যাকরাম্যানতোর বায়িং ট্রিপ সেরে অনেক রাত করে অ্যালপাইনে ফিরে এল রস হ্যানলন। ক্লান্ত, শীতে কাঁপছে; প্রায় তিন ঘণ্টা আগে স্টোন কোরালে বেন ফেরি'স ওয়ে স্টেশনে শেষবারের মত গলা ভেজানোর সুযোগ পেয়েছিল, সেই থেকে একটানা পথ চলছে, ক্লান্ত ঘোড়াটাকে শেরিডান হাউসের সামনে থামাল সে।

বার রুমে এসে হুইস্কির ফরমাশ দিল। পল লিভার ওকে লক্ষ্য করছে, টের পেল। ড্রিংক হাতে নিয়ে ঘুরে পল লিভারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল হ্যানলন। 'আজ আর খেলতে পারব না, পল,' বলল সে, 'সারাটা দিন স্যাডলের ওপর কেটেছে আমার, হয়রান হয়ে গেছি, এখন জলদি গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ব, ঘুমাতে হবে!'

নির্লিপ্ত চেহারায় ওকে জরিপ করল জুয়াড়ী, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আজ তো নয়ই, আর কোনদিনই তোমার সঙ্গে খেলছি না আমি, হ্যানলন।'

ফ্যালফ্যাল করে জুয়াড়ীর দিকে তাকাল হ্যানলন। 'কি বলছ? কি ব্যাপার?'

'ঠিকই শুনেছ। আমার টেবিলে আর খেলতে পারবে না তুমি!'

'কিন্তু কেন পল, কেন?' বিস্মিত হ্যানলন মাথা নাড়ল, 'কি এমন ঘটেছে যে…'

'যা ঘটেছে সেটাই যথেষ্ট,' বাধা দিয়ে বলল লিভার, 'আমি চাই না তোমার পার্টনার আমার পিছু নিক!'

'আমার পার্টনার—মানে স্লেডের কথা বলছ? সে তোমার পিছু নিতে যাবে কেন?'

'তোমার জন্যে, আর কেন! খানিক আগে এখানে এসেছিল সে। গত মাসের সেই খেলাটা সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করল আমাকে, যেই খেলাটায় দুর্ভাগ্যক্রমে মোটা অঙ্কের টাকা খুইয়েছিলে তুমি। কাঠখোট্টা কয়েকটা প্রশ্ন করেছে সে আমাকে এবং জবাব শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়নি। তো, এখন থেকে আর কারও সঙ্গে পোকার খেলতে হবে তোমাকে, হ্যানলন।'

অবশিষ্ট হুইস্কি ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল হ্যানলন। 'তোমার এতটা মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই, পল। আমি স্লেডের কথায় চলি না। আমার যখন ইচ্ছা যেখানে খুশি যার সঙ্গে মনে চায় পোকার খেলব আমি, স্লেড মাতব্বরি করার কে!'

মাথা নাড়ল লিভার। 'কিন্তু আমার টেবিলে নয়।'

একে ক্লান্ত হ্যানলন তার ওপর পেটে হুইস্কি পড়েছে, প্রচণ্ড ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মধ্যে। 'তোমার বুকে সাহস নেই নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমি তোমাকে আবার হারাই সেই সুযোগ দিতে চাও না?'

রেগে উঠল গ্যাম্বলার। 'এভাবে কথা বললে আমি কিন্তু টেবিলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরব তোমার! আমার সঙ্গে পোকার টেবিলে পাত্তা পাবার-লোক তুমি নও, হ্যানলন, কোনদিন হতে পারবেও না! এবার শরীরে জোর থাকতে থাকতে এখান থেকে বেরিয়ে যাও!'

মাত্রা ছাড়িয়ে গেল রস হ্যানলনের রাগ, কিন্তু সাবধানতা বিরত রাখল

তাকে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে, পা বাড়াল সামনে, খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল বারের ওপর, তারপর রাস্তার উদ্দেশে এগোল। দরজার কাছে যেতেই বাধা দিল ম্যাট গিলবার্ট, চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, 'এক মিনিট, হ্যানলন। তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাটা একটু জেনে নাও। তোমার কাছে ওয়াদার কোন মূল্য নেই, একটা মোনাফেক তুমি। আমার দেনা মেটাতে তোমাকে যে অতগুলো টাকা দিলাম সেদিন, কি করেছ ওগুলো দিয়ে? মদ গিলেছ নাকি লিভারের পোকার টেবিলে জুয়া খেলে উড়িয়েছ? তোমার পার্টনার জ্যাক স্লেডকে টাকা দেয়ার কথা কিছুই জানাওনি। আশ্চর্য মানুষ বটে! আমার সঙ্গে তো বেঈমানি করেইছ, নিজের পার্টনারকেও বাদ দাওনি!' ঘৃণার সঙ্গে থুতু ফেলল গিলবার্ট।

তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষার চেষ্টা করল হ্যানলন। 'শোনো, ম্যাট, নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে! আমি দেখছি যাতে তোমার…'

'কিছুই দেখতে হবে না তোমাকে,' বাধা দিয়ে সংক্ষেপে বলল গিলবার্ট। 'এখন থেকে আমি কেবল স্লেডের সঙ্গেই লেনদেন করব। ওকে বিশ্বাস করা যায়।'

নিজের কথা শেষ করে দোতলায় ওঠার সংকীর্ণ সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল গিলবার্ট। সশব্দে দৃঢ় পায়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। রাগে দাউদাউ জ্বলছে হ্যানলন। অন্ধকারে বেরিয়ে এল সে।

আকাশে মিটমিট করে তারা জ্বলছে। ঘোড়ার পাশে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যানলন। পল লিভার একটু আগে যে খেলাটার কথা বলল সেটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। জলের মত ওর হাত গলে গিলবার্টের দেয়া টাকাগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। ও ভেবেছিল দারুণ তাস উঠেছে হাতে, গেম কন্ট্রোল করতে পারবে, তাই ক্রমেই বাজির অঙ্ক বাড়িয়ে যাচ্ছিল; শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে, এই আশায়।

কিন্তু জিততে পারেনি সে। ওই দিন শয়তানের আসর হয়েছিল যেন পল লিভারের মাথায়। মুহূর্তের জন্যেও বেসামাল করা যায়নি তাকে, ফাঁদে পা দেয়নি সে। তারপর হ্যানলন হঠাৎ আবিষ্কার করল ওর হাত খালি হয়ে গেছে, রয়ে গেছে কেবল অনুশোচনা…এমনি বেশ কয়েকবার একই রকম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে সে।

রাগ পড়ে গেল হ্যানলনের, তার জায়গায় ওর মনে জাগল অস্বস্তিকর

আতঙ্ক। সব কিছু সামলে নেয়ার চেষ্টা করেছিল সে। একদিন না একদিন ভাগ্যের চাকা ঠিকই ঘুরত ওর। দু-একদিন জুয়ার টেবিলে ঠিক মত দুচারটা দাঁও মারতে পারলেই সব সামলে ফেলা যেত। কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হত না; কিছু টের পেত না কেউ; কিন্তু এখন···

ঘোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল হ্যানলন। বিশাল ওয়্যারহাউস আর স্টোর বিল্ডিং অন্ধকারে ডুবে আছে; কিন্তু কাছেই নরা হল্টের কেবিনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যেন। সহসা নরাকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার তীব্র ইচ্ছা হলো হ্যানলনের। মেয়েটার উপস্থিতিই আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায় ওর মনে! কেবিনের সামনে ঘোড়া রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল হ্যানলন, টোকা দিল।

দরজা খুলল নরা। ল্যাম্পের আলোয় হ্যানলনকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল: 'আরে, রস! এসো, ঘরে এসো! আমি আরও ভাবছিলাম কখন ফিরবে তুমি!'

আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে স্বাগত জানাল নরা। আন্তরিকতা দেখাল, কারণ ওর মনে কিঞ্চিত অপরাধবোধ কাজ করছে। কাল রাতে এখানে, এই দরজায় ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা অনিবার্য ছিল, নিজেকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে সফল হয়নি ও। আসলে জোর দিয়ে একথা কিছুতেই বলতে পারবে না যে জ্যাক স্লেডের দৃঢ় আলিঙ্গন আর চুমুতে ওর সম্মতি ছিল না। এরকম কিছুই যেন চাইছিল ও। এই পাহাড় ঘেরা নির্জন জগতের নিঃসঙ্গ পরিবেশে, যেখানে প্রতিমুহূর্তে কোন না কোন চেহারায় ভায়োলেন্স বিরাজ করছে, সেখানে স্লেডের আলিঙ্গনে নিরাপত্তা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিল ও। সেজন্যেই একটা অপরাধবোধ খোঁচা দিচ্ছিল ওকে এবং হ্যানলনের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করে সেই অপরাধবোধ স্খলন করতে চাইছে ও। একা থাকলে হয়তো হ্যানলনের আলিঙ্গনেই ধরা দিত নরা, কিন্তু ওর ঠিক পেছনে ঠোঁটে পাইপ আর হাতে কফির কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিল ম্যাককরমিক; তাই হ্যানলনের দিকে শুধু একটা হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যানলনের ছোঁয়া লাগতেই আবার চেঁচিয়ে উঠল নরা। 'একি, রস, তুমি তো বরফ হয়ে গেছ দেখছি! এসো, কফি দিচ্ছি তোমাকে।'

কিচেনে যাবার অজুহাত পেয়ে পলকে খুশি হয়ে উঠল নরা। কারণ হ্যানলনকে স্বাগত জানালেও ওর উষ্ণ মনে অসন্তোষের ছায়া পাখা মেলতে

চাইছে এখন। রস হ্যানলন রাতের হিমের পাশাপাশি আরেকটা জিনিস বয়ে এনেছে—হুইস্কির কটু তেতো গন্ধ।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল ম্যাককরমিক, বাঁকা চোখে জরিপ করছে হ্যানলনকে। ওয়েলস ফারগোর লিংকন মার্কা চেহারার এজেন্ট ওকে অপছন্দ করে, অনেক আগে থেকেই জানে রস হ্যানলন, প্রথম দিকে সেজন্যে বেশ উদ্বিগ্ন ছিল সে, দুঃখও লাগত; কিন্তু অপছন্দ করার পেছনে কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে শেষে উল্টে বিলকেই অপছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে সে। ম্যাককরমিকের সঙ্গে যদ্দূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলে, পারতপক্ষে কথা বলে না।

নিজের কাপ উঁচু করল ম্যাককরমিক, কফি খেলো, তারপর নিজস্ব ধীর গম্ভীর ঢঙে বলল, 'একই কথা আবার বলতে হচ্ছে আমাকে, হ্যানলন, অ্যালপাইনের এই ক্যাম্পকে মারহাবা দেয়া দরকার, কেবল সুন্দরী মেয়েই নয় তার সঙ্গে কফি বানানোর চমৎকার একটা গুণও পেয়েছি আমরা। আমাদের মধ্যে যারা এই স্বর্গ-সুধার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে তাদের সৌভাগ্যবান বলতেই হবে।'

কামরায় ফিরে এসেছে নরা, ম্যাককরমিকের কথায় মৃদু হাসল। 'শুধু বাড়িয়ে বলো তুমি, মিস্টার ম্যাককরমিক। শুনতে অবশ্য ভালই লাগে। আরও এক কাপ পাওনা হয়েছে তোমার।'

লম্বা করে দম ফেলল ম্যাককরমিক, মাথা নেড়ে দুঃখ প্রকাশ করল যেন। 'এখানে আসার সুযোগের অপব্যবহার করতে চাই না আমি। আরেকদিন আসতে পারব এই আশায় আপাতত বিদায় নিচ্ছি আমি!'

'অবশ্যই আসবে তুমি, বিল,' হেসে বলল নরা। 'যখন ইচ্ছা হয় চলে এসো।'

চলে গেল ম্যাককরমিক। নরা দরজা বন্ধ করার পর বাঁকা সুরে হ্যানলন বলল, 'বাকোয়াজ একটা! ওকে আমার মোটেই সহ্য হয় না!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল নরা। 'অসহ্য করার কি আছে!' কড়া গলায় বলল ও, 'মিস্টার ম্যাককরমিক শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ, অসাধারণ। আমার ওকে খুবই ভাল লাগে।'

'আর আমাকে?' জানতে চাইল হ্যানলন, 'চারপাশের সবাইকে এই হারে তোমার ভালবাসা বিলোতে শুরু করলে আমার কি অবস্থা হবে? নাকি

আমাকে আবারও সেই মানিয়ে নেয়ার অজুহাত শুনতে হবে?'

সোজাসুজি প্রশ্ন করেছে হ্যানলন, লরাও সরাসরি জবাব দিল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই, রস! তোমার কথার যা ছিরি আর ভঙ্গি, মানিয়ে নেয়ার কথা শোনা ছাড়া উপায় কি? কফিটুকু খেয়ে নাও, তাহলে হয়তো খানিকটা সুস্থ বোধ করবে—সস্তা হুইস্কির চেয়ে কফি অনেক ভাল।'

লাল হয়ে গেল হ্যানলনের চেহারা। 'তুমিও শুরু করলে? দুএক গ্লাস হুইস্কি খেয়েছি বলে এবার তোমার কথাও শুনতে হচ্ছে!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লরা। 'তুমি আরও খেপে ওঠার আগেই বরং চলে যাও, রস!'

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলল হ্যানলন, 'আর যাই হোক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না আমি, লরা। আমি আসলে ক্লান্ত। হ্যাঁ, ক্লান্ত! অনেক পথ ঘোড়ার পিঠে চেপে এসেছি তো!'

মানতে পারল না লরা। আচমকা ওর মনে জন্মানো অসন্তোষ দূর করার মত জোরাল নয় অজুহাতটা। বাঁকা কণ্ঠে শুধরে দিল ও। 'আসলে অনেক বেশি হুইস্কি গিলেছ তুমি, রস, আমি তোমার সঙ্গে অপরিচিতের মত ব্যবহার করছি দেখতে না চাইলে তোমার প্রতি আমার পরামর্শ, এবার একটু বুক সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো!'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল লরা, মেলে ধরল কবাটটা। অগ্রাহ্য করার স্পষ্ট এবং সরাসরি ইঙ্গিত। দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল হ্যানলন।

ঘুরপথে ঘোড়া নিয়ে কোরালে চলে এল সে, নাইট-অসল্যারের কাছে হাওলা করে দিল জানোয়ারটাকে। অসল্যার ওকে সহাস্যে স্বাগত জানালেও চাঁছাছোলা একটা জবাব শুনতে হলো তাকে। হুইস্কির নেশা টুটে যেতে শুরু করায় হ্যানলনের মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে এখন।

কুকশ্যাকে ঢুকল সে। বেশ দেরিতে সারা সাপারের এঁটো থালাবাসন পরিষ্কার করছে কুক। দীর্ঘ টেবিলে এখনও বসে আছে জ্যাক স্লেড। ওর উল্টোদিকে বসে পড়ল হ্যানলন, কুকের উদ্দেশে বাঁকা কণ্ঠে বলল, 'যা হোক একটা কিছু দিলেই হবে, ডোড।'

টেবিলের ওপর একটা কনুইয়ের ভর রাখল সে, অন্য হাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি চিবুক আর গাল চুলকাতে লাগল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। 'জ্যাক, স্যাডলে চেপে ঘুরে বেড়ানোর কাজটা আমার বারটা বাজিয়ে দিচ্ছে। আমি আসলে

একাজের উপযুক্ত নই, আমাকে কাজটা দিয়ে ভুল করেছ।'

স্লেডের দৃষ্টিতে কালো ছায়া, কোন জবাব দিল না ও। নীরব এবং গম্ভীর চেহারায় নিজেকে বলল এতদিন যা করতে চায়নি সেটাই করতে হবে আজ: নতুন আলোয় দেখতে হবে রস হ্যানলনকে। ওকে আর বিশ্বস্ত পার্টনার ভাবা যাবে না, বন্ধু তো নয়ই! নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠিতে এখন থেকে বিচার করতে হবে ওকে।

একসঙ্গে বহুদিন কাটানোর নানা স্মৃতি মনে করতে গিয়ে চমকে উঠল স্লেড। আসলেই কত বদলে গেছে মানুষটা! রাতারাতি ঘটেনি ব্যাপারটা, আস্তে আস্তে, তিলে তিলে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে—উজ্জ্বল কোন ধাতুর টুকরোয় আস্তে আস্তে মরচে পড়ে ক্ষয়ে গেছে যেন। এবার সহসা সবই দেখতে পেল স্লেড, এতদিন যা দেখতে পায়নি ও। কোন সন্দেহ নেই বদলে গেছে রস হ্যানলন, নষ্ট হয়ে গেছে; ও যেমন জানত আর সেই হ্যানলন নেই সে।

খাবার সাজিয়ে দিল ডোড। গোগ্রাসে খেতে লাগল হ্যানলন। অবশেষে মুখ খুলল স্লেড। 'আমি বলব আগাগোড়া ভুল করে এসেছ তুমি, আরও বেশি সময় স্যাডলে থাকা উচিত ছিল তোমার। ভবিষ্যতে ভুলটা শোধরানোর চেষ্টা করব আমরা। তা স্যাকরামেন্টোয় কি অবস্থা দেখে এলে?'

'বুমিং টাউন! প্রতি মিনিটে বাড়ছে ওটার আকার। কোথেকে যে এত লোক আসছে খোদা মালুম, মানুষের কোন অভাব নেই!'

'আর ব্যবসা?'

'এর চেয়ে ভাল আর হয় না! নদীর পারে আরেকটা ওয়্যারহাউস বানাচ্ছে উইকস অ্যান্ড ড্যালি—ওদের আগের দুটো ওয়্যারহাউস একসঙ্গে করলে যত বড় হবে তার চেয়েও বড়—এক জাহাজ মাল অনায়াসে রাখা যাবে ওখানে। জেসন উইকসের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। সে বলেছে আমাদের আর মাল পেতে সমস্যা হবে না। আমাদের চাহিদা ওকে জানাতেই বলল সবই পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে ওদের কাছে, ওয়্যাগনে করে পাঠিয়ে দেবে। আমাদের আর চিন্তা করার কোন কারণ নেই এখন।'

'নেই,' আস্তে করে পাল্টা জবাব দিল স্লেড, 'আবার আছেও। কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

'আমাদের সবার জন্যেই ব্যবসার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এখানে!'

'মিলো ট্যালন সেটা মানে না। তার লোকজনেরও একই মনোভাব। লার্ক ব্রিটনের কথাই ধরো!'

ওর কথা বলার সুরে চমকে তাকাল হ্যানলন। 'কোন অঘটন ঘটেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল।

স্কিপ অস্টিনের আক্রান্ত হবার কথা হ্যানলনকে জানাল স্লেড। 'মেরে স্কিপের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে ব্রিটন। কপাল ভাল জানোয়ারটা ওকে মেরে ফেলেনি! ট্যালনের সায় না থাকলে সে কেন এমন করতে যাবে আমার মাথায় আসছে না। কিন্তু ট্যালন জোর গলায় দাবি করছে এ সম্পর্কে নাকি কিছুই জানে না সে।'

'তাহলে ট্যালনের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'আজ সকালেই ট্যামার্যাকে গিয়েছিলাম আমি। কথাটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এখানে সিয়েরা স্টার আর কন্টিনেন্টাল একসঙ্গে অনায়াসে ব্যবসা করতে পারে, বিবাদে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। সে মানল না। খামোকাই কথা খরচ করলাম! এখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে!'

ভুরু কোঁচকাল হ্যানলন। 'লড়াই আমার ভাল লাগে না! নিশ্চয়ই অন্য কোন উপায় আছে ওকে মোকাবিলার?'

'ট্যালনকে সেটা বলার চেষ্টা করেই দেখো। আমি তো বলেছি। আমার কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে সে।'

'তাহলে?' চট করে জানতে চাইল হ্যানলন।

'আমাদের যেটা করা প্রয়োজন সেটাই করব এখন,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল স্লেড। পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল। 'খাওয়া শেষ করে নাও তুমি। আরেকটা প্রসঙ্গে আলাপ আছে তোমার সঙ্গে।'

'বাদ দাও আজ!' বলে উঠল হ্যানলন, 'বড্ড কাহিল হয়ে আছি আমি। আজ আর কোন ব্যাপারে আলাপ করতে পারব না।'

জবাব দিল না স্লেড। দরজার কাছে গিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তাকিয়ে থাকল রাতের অন্ধকারের দিকে। হ্যানলনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল স্লেড। নিতান্ত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল হ্যানলন।

'বাইরে চলো,' বলল স্লেড।

হ্যানলনের একটা বাহু ধরল ও, তারপর কুকশ্যাক আর বাংকহাউসের

মাঝখানের অন্ধকার গলি পথে চলে এল। কয়েক কদম চলার পরই সরে যাবার প্রয়াস পেল হ্যানলন। কিন্তু জোর করে ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল স্লেড। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। 'উঁহু, অমন কোরো না। অযথা আমাকে আরও খেপিয়ে তোলার চেষ্টা কোরো না, চড় মেরে তোমার মাথার ঘিলু বের করে দেব তাহলে!'

'আরে!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যানলন, 'এটা কি রকম কথা? তোমার কিংবা আর কারও মুখে এধরনের কথা শুনতে রাজি নই আমি!'

'শুনতে এবং মানতে হবে আজ!' হিংস্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলল স্লেড। 'আমার কাছে মান-অপমানের কথা বলতে এসো না তুমি! যা ঘটিয়েছ, এরপর আর তোমার মান-সম্মান বলে কিছু আছে এমন দাবি করা সাজে না!'

'কিসের কথা বলছ বুঝতে পারছি না,' তেতে উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাল হ্যানলন। 'আরে দূর, ছেড়ে দাও তো আমাকে! আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করার কোন অধিকার তোমার নেই। কি ঘটেছে জানতে পারি?'

'ম্যাট গিলবার্টের অ্যাকাউন্ট—ওর মনে দাগা দিয়েছ তুমি, বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিয়েছ আমাকে—ঘটবে আর কি—আমাদের সুনামও নষ্ট করেছ তুমি!'

সরে যাবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল হ্যানলন।

'ঠিক আছে,' গম্ভীর কণ্ঠে স্বীকার করল সে, 'একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে আমার স্বীকার করছি। বোকার মত জুয়া খেলতে গিয়ে চারশো ডলারও খুইয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের স্বার্থ বিরোধী কিছু করেছি বলে তো আমার মনে হয়নি একবারও! ভাসে ভাগ্য একটু সাহায্য করলেই টাকাটা আবার শোধ করে দিতাম আমি—আসলে কোম্পানী থেকে ধার হিসাবে নিয়েছিলাম ও-টাকা। কিন্তু তাতে তোমার খুব লেগে থাকলে এক কাজ করো, আমার শেয়ার থেকে কেটে নাও, ব্যস, তাহলেই তো চুকে যায় ঝামেলা—এত বাড়াবাড়ি করার কি আছে! আমি তো কোন সমস্যা দেখছি না।'

'তা দেখবে কি করে!' ধমকে উঠল স্লেড। 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, রস। যদি সেটা ভেবে থাকো বলতে হবে আমি যতটা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশি অধঃপতন ঘটেছে তোমার। হ্যাঁ, টাকাটা তুমি অবশ্যই ফেরত দেবে, আমি ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করব। কেবল আমি ঘটনাটায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে কথা

ছিল না, ভুলে যেতাম সব; কিন্তু পিট হল্টের স্মৃতির সঙ্গে বেঈমানী সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওর বোনের সঙ্গে প্রতারণাও মেনে নেয়া কঠিন। তোমাকে বুঝতে হবে কথাটা!'

'আমরা হঠাৎ একটু বেশি নীতিবাগীশ হয়ে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে!' বাঁকা সুরে বলল হ্যানলন। 'ভাবতে বাধ্য হচ্ছি পিটের বোনের ব্যাপারে তোমার আগ্রহটা অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে যাচ্ছে! চিন্তার বিষয়! জ্যাক স্লেড এখন ভাবছে—'

কথা শেষ করতে পারল না হ্যানলন, বাংকহাউসের কোণের দিকে চলে এসেছে ওরা, ঘুরিয়ে তাকে বাংকহাউসের দেয়ালের ওপর ঠেসে ধরল স্লেড। কেঁপে উঠল হ্যানলন প্রবল ধাক্কায়, পাথর বনে গেল পরক্ষণে।

'চোপ রাও!' রাগত স্বরে হিসহিসিয়ে বলে উঠল স্লেড, 'আর একটা কথা বললে টেনে জিভ ছিড়ে ফেলব তোমার!'

হ্যানলনকে টেনে সোজা করল ও, আবার ঠেলে দিল দেয়ালের দিকে; তারপর ওকে রেখে পা বাড়াল সামনে।

আট

একদিন সকাল বেলা নিজের ডেস্কে বসে হিসাব খাতায় প্রথম এন্ট্রি দিতে গিয়ে লরা হল্ট সহসা উপলব্ধি করল, কিঞ্চিত বিস্ময়ের সঙ্গে, অ্যালপাইনে আসার পর কেমন করে কোন দিক দিয়ে যেন গোটা একটা মাস পেরিয়ে গেছে। অলস ভঙ্গিতে বসে থাকল ও। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। ওর নিজের মাঝে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি পরিবর্তন এসেছে চারপাশের লোকজনের মাঝেও। নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করছে এখন ও সব কিছু। নতুন ধারণা জন্ম নিয়েছে ওর মনে। সেভাবেই দেখছে সব ঘটনা আর চরিত্র। ওর

বিচারে কোনটা হয়তো সন্তোষজনক হিসাবে উৎরে যাচ্ছে, কোনটা আবার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রস হ্যানলনের বর্তমান চেহারা সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে দিয়েছে লরাকে। ওকে নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছে মেয়েটা। হ্যানলনের প্রতি ওর বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সেইন্ট লুয়ের মনোভাবের কোন মিলই খুঁজেই পাচ্ছে না ও। ওকে তখন পশ্চিম থেকে সেইন্ট লুইতে বিজনেস ট্রিপে আগত প্রায় তামাটে সুদর্শন যুবক বলে মনে হয়েছিল। প্যাকিং ফ্রেইটিং আর সাপ্লাই ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনীয় রসদপত্র কিনে ওখানে গিয়েছিল হ্যানলন। স্বর্ণ-ভূমি বলে বিখ্যাত সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সেইন্ট লুইতে আগমন ঘটেছিল হ্যানলনের।

হ্যানলনের কাছে এখানকার গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিল তখন লরা হল্ট, উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল ওর ভাই পিটও; শেষে ওদের ব্যবসার পার্টনার হিসাবে যোগ দিতে পশ্চিমে যাত্রা করেছিল সে। আর ও নিজে স্বাগত জানিয়েছিল রস হ্যানলনের ভালবাসাকে, কথা দিয়েছিল পরে একসঙ্গে মিলিত হতে এখানে আসলে ওকে বিয়ে করবে।

কিন্তু সেসব কথা এখন সুদূর অতীতের বলে মনে হচ্ছে, খানিকটা অবাস্তবও। পিট এখন দুঃখ জাগানো একটা স্মৃতি মাত্র। ওর পরিচিত রস হ্যানলনকে কোনভাবেই খুঁজে পাচ্ছে না আজকের হ্যানলনের মাঝে। এবং দিন দিন আরও অচেনা হয়ে যাচ্ছে!

আগের তামাটে সুদর্শন ভাবের এখনও খানিকটা অবশিষ্ট আছে বটে, কিন্তু কেমন যেন কর্কশ হয়ে উঠেছে সে, সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই এখন ওর মধ্যে। প্রাণোচ্ছল আর অকপট ভাব ছিল তখন ওর চালচলনে কিন্তু এখন কেমন শৈথিল্য আর আলস্য তাকে গ্রাস করেছে; অস্বস্তি জাগানো চোর-চোর ছাপ পড়েছে। নিজে খুবই সৎ লরা, তাই যাকে একদিন বিয়ে করবে বলে আশা করেছিল তার মাঝে সততার সামান্য ঘাটতিও ওকে হতাশ করে দিচ্ছে।

জানপ্রাণ দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায় লরা। হ্যানলনকে কথা দিয়েছে, চাইলেই ভুলে যেতে পারে না। নিজেকে আবার মনে করিয়ে দিল ও, অতীতে বেশ কয়েকবার এটা করেছে: ওর দিকেই হয়তো কোন ঘাটতি আছে, হয়ত অতিরিক্ত আশা করেছিল ও হ্যানলনের

কাছে। সম্ভবত এখনও পুবের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছু দেখছে ও, পশ্চিমের কাঠিন্যের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখানে থাকতে হলে এখানকার নীতিবোধ মেনে নিতে হবে। এনিয়ে আগেও বহুবার ভেবেছে লরা, সেই একই কথা আবার ভাবতে লাগল।

স্যাকরাম্যানতো থেকে বায়িং ট্রিপ সেরে ফিরে আসার পর থেকে আরও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে রস হ্যানলন। আগে নিতান্ত অবহেলা আর ফূর্তিতে জীবন পার করে দিতে চায়, এমন একটা ভাব ছিল তার, এখন চলাফেরায় স্পষ্ট মারমুখো ভাব ফুটে উঠেছে, সবাইকে বাঁকা চোখে শত্রুর মত দেখতে শুরু করেছে আজকাল।

আরেকটা জিনিস উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; জ্যাক স্লেডের সঙ্গে রস হ্যানলনের সম্পর্কের ক্রমাবনতি। শীতল হয়ে গেছে দুজনের সম্পর্ক। অ্যানপাইনে আসার পর পর যদিও স্লেড সম্পর্কে হ্যানলনের মধ্যে অসন্তোষের ছাপ টের পেয়েছিল লরা, সেটা ছিল পার্টনারশিপ বিজনেসে স্লেডের আধিপত্য নিয়ে; ব্যাপারটাকে তখন অতি তুচ্ছ মনে হয়েছিল লরার। কিন্তু এখন দুজনের সম্পর্ক অনেক খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই তাতে—নেহাত ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে বাধ্য না হলে পরস্পরের সঙ্গে কথাই বলে না। কেন এমন হলো সে ব্যাপারে তিলমাত্র ধারণা নেই লরার। উদ্বিগ্ন হবার এটাও আরেকটা কারণ।

পেছনে জ্যাক স্লেডের পায়ের আওয়াজ পেল লরা, হঠাৎ ও মনস্থির করে ফেলল জ্যাকের কাছ থেকে জবাবটা আদায় করার চেষ্টা চালাবে আজ। স্লেডের দিকে তাকাল ও।

গত প্রায় দুসপ্তাহ বলতে গেলে স্লেডের সঙ্গে দেখাই হয়নি ওর। কারণ কাজ পাগল মানুষ সে, বেশিরভাগ সময় স্যাডলেই কাটে ওর, কোম্পানীর কাজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ। ছিপছিপে মানুষটা রোদ আর হাওয়ার আক্রমণে আরও তামাটে হয়ে গেছে।

'জ্যাক,' আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল লরা, 'রসের সঙ্গে কি হয়েছে তোমার? তোমাদের দুজনের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি—একটা ঝগড়া চেপে রাখার চেষ্টা করছ। ব্যাপারটা কি? কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের?'

লরার দিকে তাকানোর সময় মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল স্লেডের ঠোঁটে, কিন্তু প্রশ্নটা শোনামাত্র বদলে গেল ওর চেহারা, গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসল

মুখের ওপর। অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হতে লাগল ওকে। মেঝেয় পা ঠুকল লরা। 'রাখো তোমার ভান! ইন্ডিয়ানদের মত মূর্তিমার্কা চেহারা করতে হবে না আর! আবার আমার কাছে একটা কিছু গোপন করার চেষ্টা করছ তুমি, এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না! পার্টনার হিসাবে এখানে কি ঘটছে না ঘটছে জানার পুরো অধিকার আমার আছে। রসের সঙ্গে তোমার কি হয়েছে? বলো!'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল স্লেড, তারপর সাবধানে বলল, 'ওর সঙ্গে একটা ব্যাপারে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল আমার, ও নিয়েই এখনও পরস্পরের ওপর খেপে আছি আমরা।'

'তর্ক হয়েছে?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জানতে চাইল লরা, 'কেন তর্ক হয়েছে?'

'রস আমার হুকুমদারি মানতে চাইছে না,' বলল স্লেড। 'আমি বোধ হয় প্রায়ই কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলি। সন্দেহ নেই এতদিনে সেটা বুঝে গেছ তুমি!'

চোখ ছোট করে স্লেডের দিকে তাকাল লরা। 'আমার এখনও সন্দেহ হচ্ছে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ তুমি। কিন্তু বুঝতে পারছি এর চেয়ে ভাল জবাবও আর আদায় করা যাবে না তোমার কাছ থেকে। আজ কি দূরে কোথাও যাচ্ছ নাকি তুমি? প্রতিদিনই বাইরে যাচ্ছ তুমি লক্ষ্য করছি।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার গেল স্লেড, 'আজ তোমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছিলাম আমি। বেইলিতে যোগ দেয়ার ইচ্ছা হয় তোমার?'

'কিসে?'

'বেইলি। ফ্যানদ্যাংগো। অল্টায় একটা মেক্সিক্যান বসতি আছে। ফি বছর এই সময় ওরা জীবনের সব সমস্যা-সংকট ভুলে গিয়ে একদিন একরাত আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। নাচে, গায়, প্রাণ ভরে খায় নানা রকম সুস্বাদু খাবার। আমার ধারণা লুসি আর জেনি ফ্রেসারও যাবে ওখানে। ওদের সঙ্গে আবার দেখা হলে তোমার ভালই লাগবে বোধ হয়। ওরা খুবই ভাল মানুষ।'

'কখন শুরু হচ্ছে তোমার এই—কি বলে—বেইলি?'

'আগামী কাল। ভোর সকালে শুরু হয় ওদের উৎসব, সারাদিন সারারাত চলতে থাকে আনন্দ উৎসব। আজ বিকেল নাগাদ ফ্রেসারের স্টেজ স্টেশনে পৌঁছে যেতে পারব আমরা, রাতটা ওখানে কাটিয়ে দেব, তারপর কাল সকালে আবার অল্টার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া যাবে। তুমি কি বলো, যাবে?'

কোত্থেকে যেন তীব্র আগ্রহ জেগে উঠল নরার মনে। 'ওখানে যেতে বড্ড ইচ্ছা করছে আমার।'

'চমৎকার!' মাথা থেকে টুপি নামাল স্লেড, ঘন চুলের অরণ্যে হাত চালাল একবার। 'টোরিবিয়ো গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হয় তাহলে, চুলে একটু কাঁচি চালাতে হবে। মেয়েমানুষের প্রভাব বলতে পারো এটাকে—মানে তোমার।' হাসল স্লেড, তারপর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে গেল।

আগামী দুদিনের আনন্দোচ্ছল সময়ের ভাবনায় মাঝের ঘন্টাগুলো কখন পার হবে সেজন্যে অস্থির হয়ে উঠল নরা হল্ট। লুসি আর জেনির সঙ্গে আবার দেখা হবার সম্ভাবনাটা আরও ব্যাকুল করে তুলল ওকে। কারণ আর্মেলা গার্সিয়ার সঙ্গে অল্প কিছু সময় কাটানো ছাড়া অ্যালপাইনে আসার পর আর কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি। তবে, মনে হলো নরার, স্লেডের বদলে ওর বোধ হয় হ্যানলনের সঙ্গেই হালকা অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া উচিত ছিল!

মাঝ সকালে নিজস্ব কায়দায় ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল লম্বাটে বিল ম্যাককরমিক। ওর মুখের একপাশে যথারীতি ঝুলছে সেই মিরশম পাইপ। পাইপ নামিয়ে ওটা নেড়েই নরাকে শুভেচ্ছা জানাল সে।

'গ্রিটিংস, লাভলি লেডি!'

হাসল নরা। 'আরে দাঁড়াও, বিল, আর পাম্প দিতে হবে না। স্রেফ এই কথা বলতে নিশ্চয়ই কষ্ট করে এখানে আসোনি তুমি। অন্য কোন কারণ আছে, তাই না?'

ওয়েলস ফারগো এজেন্টের চোখজোড়া নেচে উঠল। 'আসলে দুটো কারণে এখানে এসেছি আমি। প্রথম এবং প্রধান কারণ—তোমার সান্নিধ্য লাভ; আর দ্বিতীয় কারণ যেটা সেটা হলো একটা জিনিস চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাকে।'

চোখ পিটপিট করে তাকাল নরা। 'তোমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে? কি এমন জিনিস?'

'খারাপ একটা লক্ষণ দেখলাম! এইমাত্র রাস্তায় স্কাউনড্রেলটার সঙ্গে দেখা হলো—দাড়ি শেভ করে চেহারাটা একেবারে খোলতাই বানিয়ে ফেলেছে, পরিষ্কার কাপড়ও পরেছে; বেশ সভ্য মানুষের মত লাগছে এখন ওকে। আমার জানার মত কোন পরিবর্তন ঘটেছে নাকি?' জানতে চাইল ম্যাককরমিক।

হাসল নরা। 'ওহ্, বিল, এমন পেঁচিয়ে কথা বলতে পারো তুমি! এতই যখন জানার শখ শোনো তাহলে, জ্যাক আমাকে অন্টায় কি এক মেক্সিক্যান মেলায় নিয়ে যাচ্ছে—বেইলি না কি যেন নাম মেলাটার। এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য আছে তোমার?'

'কেবল আমার জায়গায় জ্যাক তোমাকে নিয়ে যাবার কপাল পেয়েছে, এছাড়া আর কোন আপত্তি নেই আমার। এমনিতে খুশি হয়েছি আমি,' বলল ম্যাককরমিক। 'কিছু সময়ের জন্যে এখান থেকে অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে তোমার ভাল লাগবে।'

'রস হ্যানলন কি মনে করে ভেবে ভয় হচ্ছে আমার,' বলল নরা।

'তোমার সম্পর্কে সে কি ভাবল না ভাবল তাতে আমল দিয়ো না,' চট করে বলল বিল ম্যাককরমিক—এতই দ্রুত আর জোরের সঙ্গে যে নরা তাকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করতে বাধ্য হলো। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

সামনে ঝুঁকে পড়ল নরা। 'বিল, কোন কিছুই আর আগের মত নেই এখন। জ্যাক আর রস হ্যানলনের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন নেই। দুজনের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে—কোন ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি বা ঝগড়া—ব্যাপারটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে—তোমার কোন ধারণা আছে এ সম্পর্কে?'

পাইপে টান দিল বিল ম্যাককরমিক, নিভে যাচ্ছিল ওটা। হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। 'আছে। জ্যাক স্লেড আমার ওপর নাখোশ হবে জেনেও কথাটা তোমাকে জানাব আমি। আমার বিশ্বাস, তোমার জানা উচিত।' ম্যাট গিলবার্টের ব্যাপারটা নরাকে খুলে বলল বিল ম্যাককরমিক। 'গিলবার্ট হ্যানলনের হাতে দেয়ামাত্র কোম্পানীর টাকা হয়ে গিয়েছিল ওটা। জুয়া খেলে সে টাকাটা উড়িয়ে দিয়েছে। এটাই একটা মারাত্মক অপরাধ! কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হয়নি সে, পার্টনারের কাছে ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা করেছে। এটা আরও বড় অপরাধ। এক কথায় চুরিই বলা যায়। অনেকদিন ধরে হ্যানলনের পক্ষে নানা অজুহাত খাড়া করে আসছিল স্লেড—ওর জুয়া খেলার নেশা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে আসছিল বারবার। কিন্তু গিলবার্টের এই ব্যাপারটাই বোধকরি ওর সব আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। তোমাকে আমি এসব কথা বলেছি জ্যাককে তা জানানোর দরকার

নেই। বিদায় নেয়ার আগে শুধু একটা কথাই বলব, তুমি রস হ্যানলনের বদলে জ্যাক স্লেডের সঙ্গে অন্টায় যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি!'

নরা কোন জবাব খুঁজে পাবার আগেই বেরিয়ে গেল ম্যাক করমিক।

সূর্য ডোবার ঘন্টা খানেক আগে স্টেজ অ্যান্ড ফ্রেইট রোড ধরে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে পৌছুল ওরা। লার্ক ব্রিন্টনের হাতে মার খাওয়ার পর এখন অনেকটা সেরে উঠেছে স্কিপ অস্টিন। ওদের স্বাগত জানাল ছেলেটা। ওকে দেখে অবাক হলো নরা। হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করল জ্যাক স্লেড। 'আমি আগেই জানতাম অন্টায় জেনির সঙ্গে মিলিত হতে পাগল হয়ে আছে স্কিপ। মরগান পীক ট্রেইল ধরে শর্টকাট রাস্তায় আমাদের আগেই এসে পড়েছে ও।'

নরাকে দেখে দারুণ খুশি হয়ে উঠল লুসি আর জেনি ফ্রেসার। 'এই যে মেয়ে, তোমাকে আবার আমাদের মাঝে পেয়ে কি যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না!' হড়বড়িয়ে বলল লুসি ফ্রেসার। 'তোমার কথা প্রায়ই ভাবি আমরা—ওদিকে অ্যালপাইনে পড়ে থাকো একা, চারপাশে গিজগিজ করছে ঘর্মাক্ত আধাবুনো সব পুরুষ মানুষ! সারাক্ষণ তুচ্ছ ব্যাপারে মুখ খারাপ করে ওরা। তবে তুমি বেশ মানিয়ে নিয়েছ বোঝাই যাচ্ছে!'

লাল হয়ে উঠল নরা, হাসল। 'ওখানে বেশ আরামেই আছি আমি। নিরাপত্তার কোন অভাব নেই, মাদার ফ্রেসার। তুমি যেসব ঘর্মাক্ত আধাবুনো মানুষের কথা বললে তারা সবাই খুব ভাল ব্যবহার করে আমার সঙ্গে। আমার সেবা করার জন্যে একপায়ে খাড়া থাকে সারাক্ষণ!'

নরাকে নিয়ে খাস কামরায় চলে গেল লুসি আর জেনি। এদিকে পিট ডিলংকে ঘোড়া কোরালে রাখার কাজে সাহায্য করল স্কিপ অস্টিন। অটো ফ্রেসার একটা বোতল বের করল, স্লেড আর নিজের জন্যে অল্প পরিমাণ হুইস্কি ঢালল দুটো গ্লাসে। স্কিপ অস্টিনের ওপর লার্ক ব্রিন্টনের হামলার কাহিনী সম্পূর্ণ জানা আছে তার। সেই প্রসঙ্গেই কথা পাড়ল। 'লার্ক ব্রিন্টন আসলে একটা হিংস্র জানোয়ার। এখানে মেয়েদের নিয়ে চিন্তায় আছি আমি। বিশেষ করে জেনিকে নিয়েই বিপদ বেশি। কারণ আমার ধারণা জেনির ওপর বদ-নজর পড়েছে তার। তুমি জানো, আমি ব্রিন্টনকে আমার এলাকায় পা রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু পিট ডিলং কিরে কেটে বলেছে কয়েক সপ্তাহ আগে মিডৌ-র সীমানায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওকে নাকি ঘুরঘুর করতে দেখেছিল

সে।'

'স্কিপের ওপর যখন হামলা হয় তখনকার কথা?' জানতে চাইল স্লেড।

'হ্যাঁ, তখনই!'

'বোধ হয় সেজন্যেই স্কিপকে আক্রমণ করেছে সে,' ভাবল স্লেড। 'স্কিপ আর জেনিকে সম্ভবত একসঙ্গে দেখেছিল সে, তারপর প্রচণ্ড ঈর্ষা বুকে নিয়ে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল ট্রেইলের পাশে। স্কিপ অস্টিনকে দেখামাত্র হামলে পড়েছিল!'

'আমার ধারেকাছে না এলেই ভাল করবে ব্যাটা!' হিংস্র কণ্ঠে বলল অটো ফ্রেসার, 'যদি আসে, বুনো জানোয়ারের মত গুলি করে তার লাশ ফেলে দেব!'

বেশ হাসিখুশি পরিবেশে সাপার সারল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল জেনিকে সব কাজেই সাহায্য করছে স্কিপ অস্টিন। খাওয়ার পাট চুকে গেলে জেনির সঙ্গে কিচেনে চলে গেল ছেলেটা, থালাবাসন ধোয়ার কাজেও হাত লাগাল।

'ওকে সব শিখিয়ে নিচ্ছে জেনি,' হেসে নরাকে বলল স্লেড। 'আশ্চর্য মেয়েদের সংস্পর্শে পুরুষ মানুষ কেমন কাদা হয়ে যায়!'

হাসল নরা। 'স্কিপের জন্যে ভালই হয়েছে!'

স্লেডকে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ চেহারায় আর কখনও দেখেনি নরা। স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও নিজের সব উদ্বেগ একপাশে সরিয়ে দিয়েছে হয়তো মানুষটা, ভুলে গেছে ব্যবসায়ীক দায়-দায়িত্বের কথা। ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে একা হতেই সংক্ষেপে স্লেডকে নরা বলল, 'ভালই লাগছে।'

ওর চোখের দিকে তাকাল স্লেড, বিস্মিত। 'কি জিনিস?'

'তোমার এই নতুন চেহারা। সাধারণ মানুষের মত দেখাচ্ছে আজ। এমনিতে তুমি—তুমি—মানে—সারাক্ষণ গম্ভীর করে রাখো চেহারাটা। তুমি জানো হাসলে কত ইয়াং দেখায় তোমাকে?'

'ইয়া খোদা!' বিড়বিড় করে বলে উঠল স্লেড। 'আমি সত্যিই এত খারাপ হয়ে গেছি? তাহলে তো শিগগির এব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হয়!'

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল ওরা সবাই। জেনি আর ওর মা লুসি ফ্রেসারকে পাশে নিয়ে ফ্রেসারদের বাকবোর্ড নিয়ে যাচ্ছে অস্টিন। স্লেড আর নরা ঘোড়ার পিঠে ওদের অনুসরণ করবে। নরাকে স্যাডলে উঠে বসতে সাহায্য করার সময় তাকে বেশ আড়ষ্ট মনে হলো স্লেডের।

'গতকাল দীর্ঘ সময় স্যাডলে কাটিয়েছ তুমি, এখনও অতটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠোনি তো, এখন বোধ হয় তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে?'

'আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল নরা, 'দেখতে যাই মনে হোক অনেক শক্ত আছি আমি!'

বাড়ির কাজ দেখভাল করতে রয়ে যাচ্ছে অটো ফ্রেসার। ব্লেডের সঙ্গে শেক্সপিয়রের মত কথা বলল সে। 'বাড়ির মেয়েরা আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় না তেমন। তুমি ওদের দিকে একটু খেয়াল রেখো, কেমন?'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি,' শান্ত কণ্ঠে তাকে বলল ব্লেড।

রাস্তাটা প্রায় আগাগোড়া ঢালু হয়ে হয়ে নেমে গেছে নিচে, কিছু সময় চলার পর গাছপালাবিহীন ন্যাড়া একটা পাথুরে জমির পাশ দিয়ে যাবার সময় নেভাদা ডেজার্টের বিশাল বিস্তৃতি চোখে পড়ল ওদের। নরাকে নীরব দেখে ওর মনের কথা যেন পড়ে ফেলল জ্যাক ব্লেড।

'ওদিকেই, তবে অনেক দূরে সেইন্ট লুই।'

মাথা দোলাল নরা। 'হ্যাঁ, অনেক দূরে! আমি আসলে চিন্তা করছিলাম দূরত্বটা কতটুকু!'

'ফিরে যেতে মন চাইছে?'

'না!' বলল নরা, 'আগের মত ভাল লাগবে আর কোনদিন ওই জায়গা। তাছাড়া চলে গেলে নিজের কাছে নিজেকে পলাতক বলে মনে হবে। আর পলাতকদের আমি সহ্য করতে পারি না।'

'দিনটা,' বলল ব্লেড, 'প্রতি মুহূর্তে আরও সুন্দর হয়ে উঠছে!'

'একটা খুঁত রয়ে গেছে,' পাল্টা জবাব দিল নরা, 'ম্যাট গিলবার্টের ব্যাপারটা জানতে পেরেছি আমি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্লেড, তারপর শ্রাগ করল। 'তোমার জানার কথা—কে বলল—হ্যানলন?'

'না, রস না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই,' আন্দাজে বলল ব্লেড, 'বিল ম্যাককরমিক!'

'একজন যে আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেছে তাতেই আমি খুশি,' জোরের সঙ্গে বলল নরা। 'আসলে তোমারই উচিত ছিল ব্যাপারটা আমাকে জানানো। কেন জানাওনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্লেড, নীরব থাকল।

'ওহ্, আমি তো ভুলেই গেছি,' আবার বলল নরা, 'তুমি আবার অন্যের কুৎসা গেয়ে বেড়াতে পছন্দ করো না, নাকি?'

'আমি বোধ হয় আশা করেছিলাম রস নিজেই কথাটা বলবে তোমাকে,' বলল ব্লেড, 'আমি জানি শিগগিরই ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে, সে বললেই শোভন হত ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ, তা হত,' সায় দিল নরা। 'কিন্তু সে হয়তো কোনদিনই বলত না। জ্যাক, আমার কাছে রসের পক্ষে সাফাই গাইবার আর প্রয়োজন নেই তোমার। যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা আমার আছে। সেটাই পছন্দ করি আমি। গিলবার্টের ব্যাপারটাই তোমাদের দু'জনের মন কষাকষির কারণ, তাই না?'

'অনেকটা,' স্বীকার গেল ব্লেড, 'বাকিটা তোমাকে যেমন বলেছি, আমার ধারণা, যতটা উচিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি নাক গলিয়েছি আমি রসের ব্যক্তিগত জীবনে। ও সেটা মেনে নিতে পারেনি।'

'ওকে বেশ কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে,' সোজাসাপটা বলল নরা, 'তবে সেটা অন্য একদিনের জন্য তুলে রাখা যাক আপাতত। আজকের দিনটা বরবাদ করতে চাই না আমি। পথটা আর কতদূর?'

'আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব!'

আর দশটা মাউন্টেন ক্যাম্পের মত নয় অল্টা, অনেক সমৃদ্ধ। কেবিনগুলো মজবুত করে বানানো, সংখ্যায়ও প্রচুর। একটা প্রধান ফ্রেইট অ্যান্ড স্টেজ রুট ক্যাম্পের মাঝখান দিয়ে যাওয়ায় স্থায়ী বসতির চেহারা নিয়েছে ক্যাম্পটা।

গাছে ছাওয়া পাহাড়ী ঢাল যেখানে শেষ হয়ে ছোটখাট টিলা টক্করঅলা সেজ ব্রুশ কান্ট্রি শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে একটা বেঞ্চল্যান্ডের ওপর ক্যাম্পটার অবস্থান। ক্যাম্পের মেক্সিক্যান অংশটা পড়েছে গাছপালার সীমানায়। ইতিমধ্যে প্রাণের সাড়া পড়ে গেছে এখানে।

লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেছে, সবার চেহারায় বন্ধুসুলভ ভাব, সবার পরনে বর্ণিল পোশাক। ঘরবাড়ির দরজা-জানালায় রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলছে, দুলছে বাতাসে। গাছপালার মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় অনেকগুলো অমসৃণ অথচ মজবুত চেয়ার টেবিল পেতে দেয়া হয়েছে। পুরুষেরা বারবিকিউ পিটের কাছে ব্যস্ত, মেয়েরা ছোট ছোট আরও কয়েকটা আগুনের কাছে সমবেত হয়েছে। খাবার আর মসলার সুবাসে মৌ-মৌ করছে চারপাশের বাতাস।

'উৎসব পুরোদমে শুরু হতে দুপুর হয়ে যাবে,' বলল স্লেড। নরাকে স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করল। 'তার আগেই আবার তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব আমি।'

নরাকে লুসি ফ্রেসারের হাতে হাওলা করে দিল ও, তারপর ঘোড়া নিয়ে সরে গেল। এখানে ওখানে দু'এক মুহূর্তের জন্যে থামছে সে, সমবেত বাদামী চেহারার লোকজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে নরা, লক্ষ্য করল ওকে সমীহ করে কথা বলছে সবাই। নরার কনুইয়ের পাশ থেকে লুসি ফ্রেসারও লক্ষ্য করল ব্যাপারটা, সে মন্তব্য করল, 'সাধারণ মানুষ আত্মবিশ্বাসী আর শক্তিশালী যে কোন লোককে সব সময় ভিন্ন চোখে দেখে।'

দ্রুত গড়িয়ে চলল দিনটা। বাড়তে লাগল কাজের গতি আর উত্তেজনা। বাইরে থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে, তাদের অধিকাংশই মাইনার—দূরের বিভিন্ন ক্রিকে একা কাজ করতে করতে একঘেয়েমীতে ভোগে তারা, বৈচিত্র্যের খোঁজে এসেছে এখানে। বারবিকিউ পিট আর অন্যান্য আগুন থেকে বেশ দূরে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে; গিটারের টুংটাং ঝংকার শুরু হয়ে গেছে সেখানে, অল্পবয়সী যারা নাচতে লেগে গেছে তারা।

বেশ কয়েকটা বিজনেস ভিজিট শেষ করে ফিরে এল জ্যাক স্লেড। দেখতে পেল নাচ দেখছে নরা আর লুসি ফ্রেসার। স্কিপ অস্টিন আর জেনি ফ্রেসার রয়েছে নাচুনেদের দলে। লুসি ফ্রেসার ওই জোড়ার ওপরই বিশেষ নজর রাখছে, স্মিত হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটে, দুচোখে উষ্ণতা আর স্নেহ ঝরে পড়ছে, ব্যাপারটাকে অনুমোদন দিচ্ছে যেন।

'মাঝে মাঝে এরকম মেলার আয়োজন করা গেলে ছোটদের উপকার হয়,' মন্তব্য করল সে, 'আজকের এই স্মৃতি আমার জেনির জন্যে আগামী মাসগুলোর আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে।'

একটু পরে স্কিপ আর জেনি হাসতে হাসতে দল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের কাছে। জ্যাক স্লেড এই অবসরে নিজের প্রস্তাব উত্থাপন করল নরাদের কাছে। 'তোমাদের কি অবস্থা কি জানি, তবে আমার এখন একটা কিছু পেটে না দিলে আর চলছে না!'

সঙ্গে সঙ্গে নরারও মনে হলো খিদেয় চিন্‌চিন্ করছে ওর পেট, কথাটা জানাল ও। বাকিরা সম্মত হলো ওর প্রস্তাবে। একটা অমসৃণ টেবিলে এসে

বসল ওরা। স্লেডের আহ্বানে এক মেক্সিক্যান মহিলা গরম খাবার ভর্তি প্লেট এনে রাখল টেবিলে, ধোঁয়া উঠছে, পানি এসে গেল নরার চোখে, বিষম খাবার অবস্থা হলো ওর। তবে খাবারটা খুবই স্বাদু। চমৎকার রান্না হয়েছে। বুভুক্ষের মত খেলো ও, তারপর কড়া কালো এক কাপ কফি দিয়ে পেটের জ্বলন্ত আগুন দমাল। শরীরের ঘাটতি পূরণ হবার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল নরা, লম্বা একটা দম নিল। স্লেড ওর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে উঠল, 'জানি, জেনি, হাভাতের মত খেয়েছি আমি! কিন্তু উপায় কি, দুর্দান্ত হয়েছে যে খাবারটা!'

আরও বিস্তৃত হলো স্লেডের মুখের হাসি। 'মেক্সিক্যান খাবারে নেশা হয়ে যেতে পারে আবার! ওদের খাবার সবাইকে তরতাজা করে তোলে।'

'মনটাও চাঙা হয়,' যোগ করল নরা।

'তোমার বোধ হয়,' প্রস্তাব দিল স্লেড, 'নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল নরা। 'এখন এখানেই চুপ করে বসে থাকতে চাই আমি, নড়তে পারব না!'

স্কিপ অস্টিন আর জেনি ফ্রেসার অবশ্য আরও নাচতে অস্থির হয়েছিল। ওদের সঙ্গে নাচ দেখতে লুসি ফ্রেসারও চলে গেল। নরা আর স্লেড রয়ে গেল টেবিলে। পাইপে তামাক ভরে ধরাল স্লেড। 'এখানে এসে খুশি হয়েছ?' জিজ্ঞেস করল।

'খুব!'

'সাধারণ লোকজনের মামুলি হৈ চৈ দেখলে কেবল,' বলল স্লেড, 'কিন্তু রাত একটু গভীর হলে অবস্থা একেবারে গরম হয়ে উঠবে। ট্যাকুইয়ার নেশায় পেয়ে বসবে তখন সবাইকে, নরক গুলজার হবে। আমরা অবশ্য তার আগেই বাড়ির পথ ধরব।'

'মারামারি লেগে যাবে নাকি?'

'দুএকটা মারপিট যদি না হয় তাহলে তো খোদার অশেষ মেহেরবাণী বলতে হবে। মদের নেশায় হিংস্র হয়ে ওঠে সবাই, সুতরাং নিশ্চিন্তে ধরে নেয়া যায় দুচারজনের মাথা তো ফাটবেই ছুরির ঘাইও খাবে অনেকে। প্রায় সবাইকেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে হয়তো!'

'ওদের খুব পছন্দ করো তুমি, না?'

মাথা দোলাল স্লেড। 'যারা কঠোর পরিশ্রম করে সৎপথে জীবন কাটায়

তাদের সবাইকেই আমি পছন্দ করি। এরাও ঠিক তেমনি। ওরা শুধু নিরুপদ্রবে থাকতে চায়, ব্যস। হ্যাঁ, আমি ওদের পছন্দ করি, সেজন্যেই এরকম মেলা সহজে মিস করি না!'

'আমি যতটুকু দেখলাম তাতে বলতে পারি ওরাও তোমাকে খুব পছন্দ করে,' বলল লরা।

'বোধ হয়,' আস্তে করে জবাব দিল স্লেড। 'সত্যিকারের ভালমানুষের ভালবাসা না পেলে একটা লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না!'

এর পর যার যার ভাবনায় ডুবে গেল ওরা। দিনটা খুবই আনন্দময় বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। চারদিকে প্রাণের স্পন্দন। বাজনার ঝংকার শোনা যাচ্ছে। হাসি আর কথাবার্তার কলকল কানে আসছে। এর সঙ্গে অ্যালপাইনের রুক্ষ কঠিন জীবনের কোন মিলই নেই। লরা উপলব্ধি করল খুবই পরিতৃপ্ত বোধ করছে সে।

আড়চোখে স্লেডের দিকে একবার তাকাল লরা। সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে বিশাল মানুষটা, তার লম্বাটে চেহারাকে ঘিরে রেখেছে পাইপের ধোঁয়া। টুপিটা পেছনে সরিয়ে দিয়েছে, ফলে ভুরুর ওপর এসে জড়ো হয়েছে অগোছাল চুল। ঠিক সুদর্শন বলা চলে না স্লেডকে, তবে আকর্ষণীয়; ওর মাঝে লুকিয়ে আছে ইস্পাতের কাঠিন্য, পরিষ্কার বোঝা যায়। এই মুহূর্তে অবশ্য ওর চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ দেখা যাচ্ছে, নিজেকে ঢিল করে দিয়েছে এবং এতেও মানিয়ে গেছে তাকে। কোন চাহিদা নেই বলে মনে হচ্ছে।

লরা ওকে পর্যবেক্ষণ করছে বুঝতে পেরে হঠাৎ হেসে উঠল স্লেড, কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, আমিই জ্যাক স্লেড, পছন্দ হয় তোমার?'

'চোট্টা কোথাকার!' অভিযোগ করল লরা, আরও লাল হয়ে গেল ওর চেহারা, 'করতে যাচ্ছিলাম প্রায়, কিন্তু এখন আবার ভাবতে হবে।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সশব্দে হাসল স্লেড। লরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'চলো, সবার সঙ্গে মিশে যাই। ওরাও তাই আশা করছে।'

নাচের জায়গাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছে দর্শকরা, অকস্মাৎ বাধা পড়ল। বাজনার তাল কেটে গেল, তারপর থেমে গেল একেবারে। পুরুষের কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ল; ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদ মুখর। কিন্তু আরও জোরাল কর্কশ ভয়াল বিস্ফোরণের মত এক হুঙ্কারের নিচে চাপা পড়ে গেল সবার চেঁচামেচি।

লুসি ফ্রেসারকে দেখতে পেল ওরা; ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে মহিলা, স্লেডকে দেখেই অস্থির কণ্ঠে ডাক ছাড়ল: 'জলদি, জ্যাক! জলদি এসো! লার্ক ব্রিন্টন! জেনিকে আক্রমণ করতে আসছে জানোয়ারটা!'

নয়

শিকারী জানোয়ারের মত সন্তর্পণে দক্ষিণ দিক দিয়ে অল্টায় এল লার্ক ব্রিন্টন, আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে তার মধ্যে। একটা সস্তাদরের ডেডফলে ঢুকে কয়েক দফা ড্রিংক সারল সে, তারপর এগিয়ে চলল পাইনবনের উদ্দেশে যেখানে পুরোদমে চলছে বেইলি উৎসব।

এমনিতেই আদিম বুনো বল্গাহীন রাগে ফুঁসতে থাকে ব্রিন্টন, পেটে লিকার পড়ায় এখন একেবারেই বেসামাল অবস্থা। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে পা ফেলে ভিড় ঠেলে এগোল সে, হাতের প্রবল ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে এদিক ওদিক পড়ে যাচ্ছে লোকজন, প্রতিবাদে চেঁচিয়ে উঠছে তারা; কিন্তু সবার প্রতিবাদ উড়িয়ে দিয়ে তার কাঁধের ধাক্কায় পড়ে যাওয়া লোকগুলো ঠিকমত উঠে দাঁড়ানোর আগেই ফের ফেলে দিচ্ছে, সামনে বাড়ছে আবার। পলকের জন্যে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, বিশাল দানবের মত লাগছে তাকে, আগুন-রাঙা চোখে কোন রকম কৌতূহল নেই, স্রেফ জরিপ করল নৃত্যরত জোড়াগুলোকে। স্কিপ অস্টিন আর জেনি ফ্রেসারের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি, লহমার জন্যে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল চেহারায়, একটু যেন থমকে গেছে, তাকিয়ে থাকল সে ওদের দিকে; তারপর আচমকা তেড়ে গেল বুনো ষাঁড়ের মত।

ব্রিন্টনের বিশাল বাহুর ধাক্কায় উল্টে পড়ে গেল এক লোক, শক্তিশালী কাঁধের ছোঁয়া লাগামাত্র লাটুর মত পাক খেলো একজোড়া তরুণ তরুণী। লাফিয়ে আরও সামনে বাড়ল ব্রিন্টন। যে যেদিকে পারছে পালানোর চেষ্টা করছে এখন। অনায়াসে পথ করে নিচ্ছে ব্রিন্টন। প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তাকে

অনুসরণ করল, পাত্তা দিল না সে, বরং বুনো এক হুঙ্কারে উড়িয়ে দিল সব আপত্তি। তার ভয়াল চিৎকার কানে যেতেই আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গেল জেনি ফ্রেসার, কম্পিত পদক্ষেপে পিছু হটার প্রয়াস পেল। আগের বার ব্রিন্টনের হাতে মার খাবার ধকল এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি স্কিপ অস্টিন, অসুস্থ শরীরেই ব্রিন্টনের মোকাবিলায় এগিয়ে গেল সে, পথরোধ করে দাঁড়াল দানবের, বেপরোয়া চেহারা ওর।

দর্শকদের বৃত্ত ভেদ করে নাচের জায়গায় এসে ঠিক এ অবস্থায় ওদের দেখতে পেল জ্যাক স্লেড।

ব্রিন্টনের গলার গভীর থেকে ভারি কর্কশ হুঙ্কার বেরিয়ে আসছে, স্কিপকে ভয় দেখিয়ে সরাতে চায়। তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হলো না। স্কিপের কাঁধে একটা হাত রাখল স্লেড, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ছেলেটাকে।

'ব্যাপারটা আমি দেখছি, স্কিপ,' বলল ও, 'এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠোনি তুমি, বয়!'

পিস্তল নিয়েই অল্টায় এসেছে জ্যাক স্লেড। উন্মুক্ত ট্রেইলে যাতায়াতের সময় সাধারণত হোলস্টারে থাকে ওটা, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু অল্টায় আসার পর অস্ত্র বয়ে বেড়ালে চোখে লাগবে সবার, মেলার অমর্যাদা হবে, এসব ভেবে পিস্তল আর কার্টিজ বেল্ট স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল, ঘোড়ার পিঠেই রয়ে গেছে ওটা। সুতরাং এখন খালিহাতেই সামনে দাঁড়ানো দানবটার মোকাবিলা করতে হবে ওকে, এছাড়া আর গত্যন্তর নেই। পরিণতি কি হতে পারে পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও, তবু অদৃষ্টবাদীর মত গম্ভীর চেহারায় মেনে নিল যেন নিয়তিকে।

'লার্ক,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল স্লেড, 'তোমাকে সাইজ করার সময় এসেছে। কাজটা আজ সেরে ফেলতে চাই আমি!'

মারপিট এড়িয়ে যাবার সহজ কোন পথ থাকলে সেটাই বেছে নিত স্লেড; কিন্তু মানব চরিত্র বিশেষ করে লার্ক ব্রিন্টনদের মত মানুষের চরিত্র বোঝার বাকি নেই ওর: এই জানোয়ার শক্তি আর নিষ্ঠুরতা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বুঝতে শেখেনি!

গায়ের কোটখুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল স্লেড, তারপর অকল্পনীয় ক্ষিপ্র গতিতে হিংস্র চেহারায় আগে বাড়ল। সময় নষ্ট না করে ধাঁই করে ব্রিন্টনের

চোয়ালের ওপর বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। শক্তিশালী এবং মাপা ঘুসি, সাধারণ কেউ হলে নির্ঘাত জায়গায় লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু ব্রিন্টন সাধারণ মানুষ নয়, একটু টলে উঠল কেবল, আধ পাক ঘুরল কিন্তু পড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল এবং খানিকটা উবু হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালানোর প্রয়াস পেল। হিংস্র কণ্ঠে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে উঠল আবার। দু হাত দুই পাশে ডানার মত মেলে দিয়ে মাথা নুইয়ে স্লেডের দিকে তেড়ে এল ব্রিন্টন, মাথা দিয়ে ধাক্কা দিল ওকে। বৃত্তের প্রান্ত বরাবর দাঁড়ানো দর্শকদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল স্লেড, তবে দর্শকদের উস্কিলাতেই মাটিতে পড়ে যাবার হাত থেকে রেহাই পেল। সরাসরি ঘুসি হাঁকায়নি লার্ক ব্রিন্টন, তা সত্ত্বেও স্লেডের মনে হচ্ছে পাগলা ষাঁড় বুঝি গুঁতো মেরেছে!

সামনে বাড়ল আবার লার্ক ব্রিন্টন, স্লেডকে জাপ্টে ধরার চেষ্টা করল, নাগালের মধ্যে পেতে চায় ওকে। একবার যদি ওকে বাগে পায় ব্রিন্টন, তাহলে আর রক্ষা নেই, নিমেষে হাড় গুঁড়ো করে দেবে লোকটা, জানে স্লেড। বাউলি কেটে সরে গেল ও চট করে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ফের ফাঁকায় এসে দাঁড়াল। আসলে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও। ব্রিন্টনের বাড়িয়ে দেয়া থাবাটা আলতো করে লাগল, তাতেই স্লেডের শার্ট পিঠের কাছ থেকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল, ফালিগুলো ঝুলতে লাগল ল্যাগব্যাগিয়ে।

প্রাথমিক বিস্ময় আর দ্বিধা কেটে গেছে ইতিমধ্যে। চারপাশের দর্শকরা উৎসুক হয়ে উঠছে ক্রমশ, আঠার মত লেপ্টে আছে সবার দৃষ্টি, লড়াই দেখছে। ওদের মানসিক অবস্থা এখন নেকড়ের পালের মত। রক্তক্ষয়ী একটা মারপিট উপভোগ করছে নির্বিকার। রক্ত-ধারা দেখা দিয়েছে এরই মধ্যে। লার্ক ব্রিন্টনের ঠোঁটের কোণ থেকে ঝুলে পড়া চিবুক পর্যন্ত রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে থামল ব্রিন্টন, হুমকি দিল হিংস্র কণ্ঠে, 'অনেকদিন ধরে তোমাকে ভর্তা বানানোর ইচ্ছা আমার, জ্যাক স্লেড! আজ ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলব তোমাকে! মেরুদণ্ড ভেঙে দু'ভাগ করব…একটা একটা করে ভাঙব পাঁজরের হাড়…মাটিতে পেড়ে ফেলে পিষে ফেলব একেবারে…হ্যাঁ, জ্যাক, আজ তোমার রক্ষা নেই! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব!' কথা শেষ করেই আবার সামনে এগোল সে।

এবার সতর্ক ছিল স্লেড, দ্রুত একপাশে সরেই ঘুরল পাঁই করে, খিস্তি করে উঠল লার্ক ব্রিন্টন ধোঁকা খেয়ে; লক্ষ্য স্থির করল স্লেড, বিদ্যুৎ চমকের মত ফের

আরেকটা ঘুসি চালাল, ব্লিন্টনের চোখের নিচে চামড়া আর মাংস থেঁতলে গেল। দু পা ফাঁক করে থমকে দাঁড়াল দানবটা, দু পাশে ঝুলে পড়ল তার হাত দুটো। মুহূর্তের জন্যে যেন হতবিহ্বল হয়ে গেছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করল না স্লেড। নিজেকে স্থির করে পটাপট আরও দুটো ঘুসি ঝাড়ল। ব্লিন্টনের চেহারা ভর্তা হয়ে গেল। কিন্তু তাতে দানবটার মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, স্রেফ আরও একবার বুনো সুরে বিড়বিড় করল। স্লেডকে জাপ্টে ধরতে ফের ঝাঁপ দিল সামনে।

আবারও পিছু হটল স্লেড। বুঝতে পারছে ও মরিয়া হয়ে উঠেছে লার্ক ব্লিন্টন। একবার নয় চার চারবার দানবটাকে আঘাত করেছে ও, এভাবে আর কাউকে কোনদিন মারেনি ও, অথচ তার পরও দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা! এখনও দিব্বি হেঁটে বেড়াচ্ছে! অবিনশ্বর যেন! মহা বিপজ্জনক। বিনা অস্ত্রে এমন এক শত্রুর মোকাবিলা কি করে সম্ভব...?

লুসি ফ্রেসারের আবেদনে সাড়া দিয়ে লরাকে ফেলেই চলে এসেছে জ্যাক স্লেড। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে এখন লরা। লার্ক ব্লিন্টন নামটাই আতঙ্ক জাগিয়ে দিয়েছে ওর মনে। তার দানবীয় চিৎকার কানে বাজছে। এর আগে মাত্র একবার লোকটাকে দেখেছে লরা—ফ্রেসার'স মিডৌ-তে সেই সন্ধ্যায়—কিন্তু তার চেহারা মনে আছে পরিষ্কার: বিশাল নিষ্ঠুর এক দানব। সেদিন জেনি ফ্রেসারকে আতঙ্কিত করে দিয়েছিল লোকটা। অটো ফ্রেসার তার প্রতি সামান্য সৌজন্য দেখাতেও অস্বীকার গিয়েছিল। তাছাড়া স্কিপ অস্টিনের শরীরে দানবটার অত্যাচারের চিহ্ন নিজ চোখে দেখার দুর্ভাগ্যও হয়েছিল ওর। এখন জ্যাক স্লেড সেই একই বিপদে পড়েছে...

সহসা মনস্থির করে ফেলল লরা। লড়াইয়ের পরিণতি যাই হোক, নিজের চোখে দেখবে ও।

প্রথমে কোন উপায় করতে পারল না লরা। ভিড় ঠেলে সামনে এগোনোর সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। প্রতি মুহূর্তে স্থান বদল করছে জটলাটা: একবার সামনে যাচ্ছে, পরক্ষণে আবার সরে আসছে পেছনে; এই ডানে হেলছে তো পরমুহূর্তে আবার হেলে পড়ছে বামে। কয়েকবার মাথা কুটল লরা, প্রতিবারই উল্টে পড়ে যাবার অবস্থা হলো ওর, ভিড়ের তলায় পড়ে পিষ্ট হবার আশঙ্কাও দেখা দিল। চিৎকারের আওয়াজ কানে আসছে ওর, দর্শকরা বিড়বিড় করছে কখনও, উল্লসিত চিৎকার ছাড়ছে, খিস্তিও করছে জোর

গলায়। আচমকা কর্কশ ভয়াল একটা হুঙ্কার শুনতে পেল লরা, এই আওয়াজ লার্ক ব্লিন্টন ছাড়া আর কারও কণ্ঠ থেকে বেরোনো সম্ভব নয়।

ওর আশপাশের সবাই অভূতপূর্ব এক বর্বরতার বুনো আকর্ষণে আটকা পড়ে গেছে যেন! জটলার সঙ্গে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ছিটকে পড়ছে লরা। ওর এখন মনে হচ্ছে আর সবার মত নিজেও ক্রমেই বুনো হয়ে যাচ্ছে। পাল্টা ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে ও; জোর করে ভেতরে ঢোকার প্রয়াস পাচ্ছে এখন। অবশেষে ফল পেতে শুরু করল ও; তবে যতটা না নিজের চেষ্টায় তারচেয়ে জটলার কারণে সফল হলো ও। জটলার একাংশ আচমকা আরেক অংশের ওপর হেলে পড়ায় বৃত্তের গায়ে একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো মুহূর্তের জন্যে, সেই সুযোগে সদা চলমান জটলার ভেতর দিকের প্রান্তে চলে এল লরা। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল সামনের দৃশ্য।

জ্যাক স্লেডের শার্ট পিঠের কাছ থেকে ছিঁড়ে ফানাফানা হয়ে গেছে, বেল্টের কাছ থেকে ঝুলছে ফালিগুলো। ওর মাথার টুপি উধাও, ভুরুর ওপর এসে পড়েছে মাথার চুল। তিক্ত অথচ প্রতিজ্ঞার মুখোশ সেঁটে রয়েছে স্লেডের চেহারায়। লার্ক ব্লিন্টন আগে বাড়ছে, দেখল লরা; একটু সামনে ঝুঁকে আছে লোকটা, দু হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, জাপ্টে ধরার জন্যে তৈরি তার থাবা, চেপে দম বের করে দিতে চায় স্লেডের। ব্লিন্টনের থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত ঠোঁটজোড়ার ফাঁক দিয়ে ওগড়ানো অস্পষ্ট হুমকি শুনতে পেল লরা।

ধেয়ে গেল ব্লিন্টন। বাউলি কেটে সরে গেল স্লেড, পর মুহূর্তে বাঘের মত তেড়ে এসে উপর্যুপরি দুবার আঘাত করল শত্রুকে। সবই দেখল লরা। তারপর আচমকা যেমন দৃশ্যটা দেখার সুযোগ হয়েছিল তেমনি আচমকা আবার লড়াইয়ের দৃশ্য হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। হুড়মুড়িয়ে সামনে এগিয়ে এল জটলাটা, দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো লরার, অসুস্থ বোধ করল ও। ভয় পেয়েছে, আবার ক্ষোভও লাগছে। বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে মনটা, কিন্তু সেই সঙ্গে কিঞ্চিত বিহ্বলও।

উত্তেজনাকর প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর স্লেডের কাছে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে: ব্লিন্টনের হাতে ধরা দেয়া মানে স্রেফ আত্মহত্যা! তাই সারাক্ষণ নেচে নেচে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ও আর যখনই সুযোগ মিলছে ধাঁই ধাঁই ঘুসি হাঁকাচ্ছে শত্রুকে লক্ষ্য করে; মনে আশা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়বে দানবটা, তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত করা যাবে। ব্লিন্টন যখনই ওর

দিকে তেড়ে আসছে, বৃত্তাকারে ঘুরছে ব্লেড, বাউলি কেটে সরে যাচ্ছে বারবার; ওদের সঙ্গে সরছে দর্শকদের বৃত্তটাও। ও সামনে বাড়লে তারাও সামনে আসছে; পাশে সরলে তারাও সরছে। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারপিট উৎসস্থল থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে সরে এল।

সরতে সরতে একসময় চেয়ার টেবিলের কাছে চলে এল ওরা। একটা টেবিলের উল্টোদিকে চলে এল জ্যাক ব্লেড চট করে। বুনো হিংস্র এক চিৎকার ছেড়ে হ্যাঁচকা টানে টেবিলটা উপড়ে ফেলল ব্রিন্টন, ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। নিখাদ পাশবিক শক্তির একটা মহড়া হয়ে গেল। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল দর্শকরা। কারণ টেবিলটা তেমন যত্নের সঙ্গে বানানো না হলেও জোড়া লাগানো হয়েছিল শক্ত করেই, খুব ভারি ছিল ওটার প্রত্যেকটা অংশ, সেটাকেই কাগজের মত ফেঁড়ে ফেলেছে ব্রিন্টন!

হতাশা আরও ঘনীভূত হলো ব্লেডের। অনন্তকাল ব্রিন্টনকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারবে না ও। শেষতক ঠিক ওকে কোণঠাসা করে ফেলবে লোকটা, তারপর জাপ্টে ধরবে দু-হাতে—এটা কেবল সময়ের ব্যাপার। বাঁচার আশা নেই! বাঁচতে হলে এমনভাবে আক্রমণ করতে হবে দানবটাকে যাতে তার বিধ্বংসী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এবং নিজের শক্তি ফুরিয়ে যাবার আগেই একটা উপায় বের করতে হবে ওকে! লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই! কারণ এ ধরনের মারামারিতে কেবল শারীরিক নয় মানসিক শক্তিও হারিয়ে যায় আস্তে আস্তে। ওর ক্রোধ আর প্রচণ্ড আবেগ যে কোন মুহূর্তে থিতিয়ে যেতে পারে! ইতিমধ্যে ধড়াস ধড়াস শুরু করে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডটা, ঘামে চকচক করছে সারা মুখ, বতাসের জন্যে আঁকুপাঁকু করতে লেগেছে কাহিল ফুসফুসটা।

মনে মনে নিজের সম্ভাবনা যতটা পারা যায় যাচাই করে দেখল ব্লেড। আরও একবার ধাপ্পা দিল ব্রিন্টনকে। বেকায়দা অবস্থায় পেল তাকে, গায়ের জোরে আরও একটা ঘুসি মারল। কপালের পাশে লাগল আঘাতটা। শরীরের সব শক্তি একত্র করে ঘুসিটা চালিয়েছিল ব্লেড—ব্রিন্টনের মাথার সঙ্গে সংঘর্ষে ওর বাহু আর কাঁধ পর্যন্ত কেঁপে উঠল, অসাড় হয়ে গেল মুঠি!

ব্যথা পেল ব্রিন্টন, এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না ওভাবে, খ্যাপা জানোয়ারের মত প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে উঠে পড়ল আবার। শুরু থেকেই ব্লেডকে দু হাতে জাপ্টে ধরার চেষ্টা করছে সে,

কেবল তার অন্ধ ক্রোধের কারণেই এখনও সফল হতে পারেনি। এবার এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল ব্রিন্টন যে দ্বিতীয়বারের মত পূর্ণ শক্তিতে ব্লেডকে ধাক্কা দিতে সক্ষম হলো, তবে ধরতে পারল না। ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ভাঙা টুকরোগুলোর ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল ব্লেড।

প্রতিপক্ষকে এবার মাটিতে ফেলতে পেরেছে ব্রিন্টন। বিজয়ানন্দে হুঙ্কার দিয়ে ওর দফা রফা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। আত্মরক্ষার একমাত্র পথ বেছে নিল ব্লেড। একটা পা উঁচু করে সবুট লাথি হাঁকাল ব্রিন্টনের মুখে, চামড়া ছিলে গেল তার, একপাশে হেলে পড়ল। এই সুযোগে গড়ান দিয়ে একপাশে সরে গেল ব্লেড, টেবিলের ভাঙা টুকরো থেকে উঠে দাঁড়াল, ভাঙা টেবিলের একটা টুকরো তুলে নিয়েছে ও হাতে—চার ফুট লম্বা ভারি টুকরোটা। ব্রিন্টনের চারপাশে একটা চক্কর দিল ব্লেড, হাতে ধরা কাঠের টুকরোটা মাথার ওপর তুলে রেখেছে, তৈরি ও আঘাত করার জন্যে। আচমকা দ্রুত সামনে বেড়ে সপাটে চালাল ও কাঠের টুকরোটা।

আঘাত ঠেকাতে একটা হাত তুলল ব্রিন্টন, আংশিক সফল হলো সে। গদার আঘাত তার মাথার একপাশে লাগল, থ্যাপ শব্দ হলো। টলে উঠল দানবটা, কিন্তু পড়ল না। এবার নির্দয় হয়ে উঠল ব্লেড, ফের গদা হাঁকাল। জায়গামত লাগল এবার বাড়িটা। প্রথমবারের মত লুটিয়ে পড়ল ব্রিন্টন বিক্ষত মাটিতে।

ব্রিন্টনের কাছে এসে দাঁড়াল ব্লেড, প্রয়োজনে আবার আঘাত করার জন্যে তৈরি ওর হাতের গদা। নড়ে উঠল ব্রিন্টন, কি যেন বলছে বিড়বিড় করে, নিজের পরাজয়ে নিজেই বিহ্বল। হাতের ওপর ভর দিল সে, একটু উঁচু হলো, হাঁটু ভাঁজ করার চেষ্টা করল একবার, পারল না। মনে হচ্ছে লোকটার বুনো প্রতিরোধ ক্ষমতারও আসলে একটা সীমা আছে। আবার পড়ে গেল ব্রিন্টন; শুয়েই থাকল।

দর্শকদের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল এক মাইনার, 'ওকে শেষ করে দাও, জ্যাক, নইলে এই একই কাজ ফের করতে হবে তোমাকে, তখন ভাগ্য তোমার পক্ষে নাও থাকতে পারে!'

এক কদম পিছিয়ে এল ব্লেড, কোন জবাব দিল না। ওর নিজেরও একবার মনে হয়েছে ব্রিন্টনকে শেষ করে দিলেই ভাল হত; তাহলে এখন যেমন নিসাড় পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকত, নড়তে পারত না আর কোনদিন।

একটু পরেই আবার নড়ে উঠল দানবটা, তার মাথার চুল ধুলা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত চেহারা, রক্তে ভিজে লাল। ব্রিন্টনের চোখজোড়া ঝাপসা আর বোকার মত দেখালেও ওর দৃষ্টির আড়ালে এখনও সীমাহীন ক্রোধের আগুনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে!

খুব ধীরে উঠে দাঁড়াল ব্রিন্টন, আরও একবার হিংস্র কণ্ঠে বিড়বিড় করে কিসব বলল। কুয়াশাচ্ছন্ন মনের পর্দায় তৈরি হওয়া কয়েকটা প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই যেন তার। হাঁটা ধরল ব্রিন্টন, ভিড় ফাঁক হয়ে পথ ছেড়ে দিল তার। কাছে দাঁড়ানো এক লোক বোকার মত টিটকারি মারতে গিয়েছিল, একটা হাত চালাল ব্রিন্টন; আছড়ে পড়ল বেচারা, শিথিল হয়ে গেল তার শরীর, অজ্ঞান।

যেপথে এসেছিল সেপথেই অল্টা থেকে চলে গেল ব্রিন্টন—ক্যাম্পের নিচের ঢাল বেয়ে। কোথাও একবারের জন্যেও না থেমে গাছপালার মাঝে উধাও হয়ে গেল। বনের ভেতর থেকে ওকে যে লোকটা হারিয়ে দিয়েছে আর যারা তার পরাজয় প্রত্যক্ষ করেছে মজা করে, তাদের উদ্দেশ্যে একটা বুনো কর্কশ ভয়াল গা কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল সে।

সেই মাইনার আবার কথা বলে উঠল। 'হ্যাঁ, জ্যাক, ওকে শেষ করে দিলেই ভাল করতে!'

হাত থেকে কাঠের টুকরোটা ফেলে দিল ব্লেড, ক্লান্ত পদক্ষেপে সরে এল। কেউ একজন ওর নগ্ন পিঠের ওপর কোটটা চাপিয়ে দিল। আরেকজন টুপি এনে দিল। তারপর লরা হল্ট লুসি আর জেনি ফ্রেসার এবং স্কিপ অস্টিন ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ওর হাত চেপে ধরল লুসি ফ্রেসার। 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন, জ্যাক ব্লেড! এবার বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমি!'

মাথা দোলাল ব্লেড, একটু যেন বিহ্বল। 'হ্যাঁ,' সায় দিল ও, 'বাড়ি ফিরব আমরা!'

ফ্রেসার'স মিডৌতে ফেরার সময় গোটা পথ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে হলো ওদের। ফলে মাইলগুলো অনেক দীর্ঘ মনে হতে লাগল। বাকবোর্ডটাকে সামনে যাবার সুযোগ দিয়ে ব্লেড আর লরা হল্ট পঞ্চাশ গজের মত পেছনে থেকে এগোল। অল্টা থেকে রওনা দেয়ার আগে ভাল করে গা ধুয়ে নিয়েছে ব্লেড, নতুন একটা শার্ট কিনে পরেছে। লরা গম্ভীর চেহারায় জরিপ করল ওকে.

লক্ষ্য করল ওর মুখের একপাশে একটা ক্ষত, ব্রিন্টনের সঙ্গে মারপিটের একমাত্র দৃশ্যমান চিহ্ন ওটা। কিন্তু ওর শক্ত হয়ে চেপে বসা চোয়াল আর ঠোঁটের চারধারে তিক্ততার ছাপ দেখে লরা বুঝতে পারল প্রতি মুহূর্তে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে ব্লেড। অল্প সময়ের জন্যে নীরবতা বিরাজ করল, তারপর কথা বলল লরা।

'প্রায় পুরো দিনটাই আনন্দে কেটে গেল, তাই না জ্যাক?'

আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ব্লেড। 'আমার এখন প্রার্থনা করতে মন চাইছে বারবার আমার খারাপ দিকটা যেন আর দেখতে না হয় তোমাকে!'

'খারাপ না সেরা? কাউকে না কাউকে ওই—ওই ব্রিন্টন দানবটার একটা ব্যবস্থা করতেই হত! তুমি সেটা করেছ আজ!'

'আরও কোন ভাল উপায় নিশ্চয়ই ছিল!'

'তুমি জানো, ছিল না।'

'রগচটা জ্যাক ব্লেড!' বিড়বিড় করে বলল ব্লেড, নিজেকে যেন ব্যঙ্গ করল, 'অনেক দিন থেকেই রগচটা বলে বদনাম আমার, আজকের ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর আরও পোক্ত হবে সেটা। জ্যাক ব্লেড, রাগী, খ্যাপাটে—'

'ওহ্, চুপ করো তো!' রুক্ষ কণ্ঠে ধমকে উঠল লরা, 'আর নিজের সমালোচনা কোরো না! জেনি ফ্রেসার হয়তো এখন থেকে তোমার জন্যে প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা করা ওর কর্তব্য হয়ে গেছে!'

সূর্যাস্তের আগে আগে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে পৌছুল ওরা। ওদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এল অটো ফ্রেসার। স্ত্রী আর কন্যাকে বাকবোর্ড থেকে নামতে সাহায্য করল সে।

'একটু যেন তাড়াতাড়ি ফিরে এলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেসার, 'আমি তো ভেবেছিলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত অল্টাতেই থাকবে!'

সংক্ষেপে ফ্রেসারকে সব খুলে বলল লুসি। প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ার অবস্থা হলো অটো ফ্রেসারের। ব্লেডের দিকে তাকাল সে। 'তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম, জ্যাক,' বলল, 'ব্রিন্টনের মত জানোয়ারকে ঠেকাতে গিয়ে নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে আজ তোমাকে?'

'একটা গদা ব্যবহার করতে হয়েছিল আরকি,' সংক্ষেপে জবাব দিল ব্লেড।

'ব্যাটার মাথাটা ফাটিয়ে দিলে না কেন! চলো, ঘরে চলো! খেয়ে দেয়ে

বিশ্রাম নেবে!'

সূর্যের দিকে একবার তাকাল স্লেড, পাহাড় চূড়ার আড়ালে চলে গেছে প্রায়। নরার দিকে ফিরল ও।

'তুমি সত্যিই ক্লান্ত নাকি?'

স্লেড কি শুনতে চায় বুঝতে পারল নরা। 'আমি বাড়ি ফিরতে চাই,' বলল ও।

মাথা দোলাল স্লেড। 'সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ, অটো। স্কিপ নরা আর আমি এবার বাড়ির পথ ধরতে চাই। কাল অনেক কাজ সারতে হবে আমাদের।'

ওদের বিদায় জানাতে এগিয়ে এল লুসি আর জেনি। স্লেডের দিকে তাকিয়ে লাজুক সুরে জেনি বলল, 'তো-তোমাকে যে কি ব-বলব আ-আমি বুঝতে পারছি না, জ্যাক!'

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল স্লেড।

'কিছুই বলতে হবে না, জেনি,' বলল ও। 'আসলে স্কিপ পুরোপুরি সুস্থ থাকলে ও-ই আজ ব্রিন্টনের মোকাবিলা করত তোমাকে রক্ষা করার জন্যে।'

'আমি তা জানি,' সগর্বে বলল জেনি, নরার দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসায় অনেক খুশি হয়েছি আমরা, ধন্যবাদ। আমি আর মা, আমরা আসলে তোমার মত মেয়ে তেমন একটা দেখতে পাই না এখানে।'

'তোমরা অ্যালপাইনে আমার ওখানে বেড়াতে যেয়ো কিন্তু,' উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাল নরা, 'ওখানে থাকার জায়গার অভাব হবে না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেনির চেহারা। 'একদিন ঠিক হাজির হব, দেখো!'

মোটামুটি দ্রুত গতিতে অ্যালপাইনের উদ্দেশে এগোল স্লেড, তবু ওরা যখন নরার কেবিনের সামনে ঘোড়া থামাল তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আসার পথে তেমন কথা হয়নি ওদের। তবে স্যাডল থেকে নামার সময় আবার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল নরা। 'আজকের দিনটা চমৎকার কাটল, জ্যাক। আমাকে সঙ্গে নিয়েছ বলে ধন্যবাদ।'

ঘোড়াসহ স্লেড আর স্কিপকে অন্ধকারে মিশে যেতে দেখল নরা। তারপর কেবিনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হাতল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল, কবাট ফাঁক হয়ে আছে। সাবধানে দরজাটা ফাঁক করল

নরা। ভেতরের অন্ধকার থেকে রস হ্যানলনের পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ভয় নেই—আমি।'

'রস! এভাবে ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন? আলো জ্বালাওনি যে?'

'এখুনি জ্বালছি। আগে অলো জ্বালিয়ে রাখলে স্লেডও ঢুকে পড়ত, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

রসের পায়ের আওয়াজ পেল নরা। দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল, তারপর ল্যাম্পের হলদে আলোয় ঝলমল করে উঠল কেবিন, উষ্ণতা ছড়াতে লাগল। হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে টেবিলের ওপাশে দাঁড়ানো অতিথির দিকে তাকাল নরা। হ্যানলনের চেহারায় কেমন যেন দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করল। লোকটার জন্যে হঠাৎ মায়া হলো ওর। 'কি হয়েছে, রস? কি কথা বলতে চাও?'

'আমাদের দু'জনের কথা,' বলল হ্যানলন, 'আমাদের অবস্থানের কথা। আমার সন্দেহ হচ্ছে—আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছ তুমি, এবং প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে দূরত্বটা। আমি তা চাই না। আমি তোমাকে চাই—সব সময় তোমাকেই চেয়েছি। তুমি প্রথম পুব থেকে এখানে এসে বলেছিলে আবার আমার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্যে সময় লাগবে তোমার। অনেক সময় পেয়েছ তুমি, যথেষ্ট! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার জায়গায় তুমি আসলে জ্যাক স্লেডের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছ নিজেকে! আমার সঙ্গে বেড়াতে যাও না তুমি, যাও স্লেডের সঙ্গে! নরা, তোমার কাছে আমার বর্তমান অবস্থানটা কি ঠিক করে বলবে? আমাকে জানতেই হবে!'

গ্লাভস সোজা করে নিল নরা, সযত্নে সাজিয়ে রাখল টেবিলের ওপর, তারপর বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে না গিয়ে থাকলে সেটা তুমি আমাকে কখনও বেড়াতে যাবার কথা বলোনি বলেই, রস। জ্যাকই আমাকে পিটের কবর দেখানোর কথা ভেবেছিল, লুসি আর জেনি ফ্রেসারদের সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হব, একথাও জ্যাকের চিন্তাতেই এসেছে; ওখান থেকে আমাকে বেইলি উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে নিয়ে গেছে জ্যাকই। মেলাটা আমি উপভোগ করেছি!'

হ্যানলনের চেহারায় অভিযোগের ছাপ পড়ল। 'ও, আচ্ছা! জ্যাক হেন করেছে, জ্যাক তেন করেছে ব্যাপারটা তবে এই পর্যায়ে নেমে এসেছে! সারাক্ষণই জ্যাক কিছু একটা করছে নয়তো কিছু বলছে! কদিন পর অন্য কারও

নাম আর মুখে রুচবে না তোমার। জ্যাকের প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করবে শিগগিরই! কে জানে এরই মধ্যে ওর প্রেমে মজে গেছ কিনা!'

রক্তিম হয়ে গেল নরার চেহারা। দুচোখে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। 'সাবধান, রস। এ প্রসঙ্গে আগেও আমাদের কথা হয়েছে। এখন এসব শোনার শক্তি বা ধৈর্য কোনটাই নেই আমার। আমি ক্লান্ত। তর্কে যাবার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু তুমি যদি এরকম মেয়েমানুষের মত নাকি কান্না কাঁদতে থাকো, হীনম্মন্যতায় ভোগো, তাহলে ঝগড়া বাধাতে বাধ্য হব। আসলে আমার ধারণা তোমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করা হয়েছে এমনিতেই।'

তীক্ষ্ণ হলো হ্যানলনের দৃষ্টি। 'একথার মানে?'

'আমার ধারণা, মানেটা তুমি জানো।'

ইতস্তত করল হ্যানলন, 'গিলবার্টের কথা বলছ বোধ হয়?'

'হ্যাঁ।'

সারা ঘর একবার ঘুরল হ্যানলন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাফাই গাইল নিজের, 'একদিন আমার ভাগ্যে বাজে তাস ওঠায় কোম্পানীর কিছু টাকা ব্যবহার করতে হয়েছিল, টেম্পোরারি লোন ছিল ওটা, আগাগোড়া তাই ভেবে এসেছি আমি ব্যাপারটাকে। কিন্তু এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমন হৈচৈ শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে আমি বুঝি ডাকাতি করে আর কারও থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি টাকাটা! আমার বন্ধু জ্যাক বোধ হয় কথাটা তোমাকে জানানোর সময় চোর সাব্যস্ত করে বসেছে আমাকে, নাকি?'

'আসলে,' শান্ত কণ্ঠে পাল্টা জবাব দিল নরা, 'জ্যাক কিছুই বলেনি আমাকে। আমি যখন লক্ষ্য করলাম তোমাদের দুজনের মধ্যে কোন ব্যাপারে মন কষাকষি চলছে তখন ব্যাপার কি জানার চেষ্টা করেছি। জ্যাক বলল তোমার ওপর একটু বেশি খবরদারি করে বলে তুমি নাকি ওর ওপর রাগ করেছ। তোমার বদলেই নিজেকেই দোষ দিচ্ছিল সে। হ্যাঁ, রস, তোমার চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ জ্যাক স্লেড।'

'হ্যাঁ, বটে!' বিদ্রূপ করল হ্যানলন, 'একেবারে ইবলিশের মত মহান! হবে না! তা সে যদি না বলে থাকে তাহলে কে বলেছে?'

'আমার এক বন্ধু।'

'তাহলে,' আন্দাজ করল হ্যানলন, 'ম্যাককরমিক ছাড়া আর কেউ না! বুঝতে পারছি ও ব্যাটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে! অন্যের ব্যাপারে নাক

গলানো বন্ধ করাটা শিখিয়ে দেব আমি তাকে!'

হ্যানলনের কথা বলার ভঙ্গিতে নগ্ন আক্রোশ প্রকাশিত হয়ে পড়ল, কানে লাগল নরার, অধৈর্য হয়ে গেল ও, রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'এসব কথার কোন মানে নেই, রস। আমি বড্ড ক্লান্ত।' দরজার দিকে তাকাল ও।

'না, কসম খোদার!' ফেটে পড়ল যেন হ্যানলন, 'আমি যাচ্ছি না! এর আগেও এক রাতে বের করে দিয়েছিলে আমাকে! কিন্তু আজ আমি যাচ্ছি না! গত দুদিন স্লেডকে যথেষ্ট সময় দিয়েছ; এখন আমাকে সঙ্গ দিতে হবে! এত সহজে বাতিল করতে পারবে না আমাকে!'

জবাব দিল না নরা, তবে হ্যানলনের দিকে তাকানোর ভঙ্গিতেই ওর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেল। কোন আড়াল থাকল না। হ্যানলনের চেহারার লালচে ছোপটা আরও গাঢ় হলো। আচমকা টেবিলের ওপাশ থেকে ঘুরে নরার দিকে এগোতে শুরু করল সে। 'কোন লাভ নেই, মাই ফাইন লেডি—ওই রাগী *আমার-গায়ে-হাত-দেবে-না-খবরদার* মার্কা দৃষ্টি দিয়ে দমাতে পারবে না আমাকে। এটা তোমার সেইন্ট লুই নয়! এখানে অন্য কায়দায় চলে সব। কাউকে একবার খেলিয়ে ইচ্ছা করলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া যায় না! এখানে ওয়াদা করলে সেটা রক্ষা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত আমাকেই বিয়ে করতে হবে তোমার—আমার পূর্ণ অধিকার আছে তোমার ওপর!'

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আবার হুইস্কি গিলেছে হ্যানলন, নেশায় ধরছে এখন, দ্রুত তার গলার আওয়াজ ভারি কর্কশ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় রস হ্যানলনকে যেন বুঝতে পারল নরা, চরম মুহূর্তটায় জানা হয়ে গেল রস হ্যানলনের আসল রূপ, প্রকৃত চরিত্র। ধূর্ত এবং বিষাক্ত লোকটা, এই মুহূর্ত মারাত্মক বিপজ্জনক। হ্যানলনের নাগালের বাইরে সরে যেতে শুরু করল নরা। ওকে সে অনুসরণ করল। ফাঁকি দিয়ে এক দৌড়ে শোবার ঘরে চলে এল নরা। পাশের ঘর থেকে ল্যাম্পের আলো আবছাভাবে আসলে এখানে, সেই আলোয় স্লেডের দেয়া রিভলভারটা দেখতে পেল ও, চট করে তুলে নিল ওটা। ব্যারেলে আলোর প্রতিফলন দেখল হ্যানলন, আচমকা থমকে দাঁড়াল সে।

'এই তো, বেশ!' কঠিন কণ্ঠে বলল নরা। 'এবার ভাগো—জলদি!'

খেঁকিয়ে ওঠার চেষ্টা করল হ্যানলন, কিন্তু কেমন আত্মবিশ্বাস ফোটাতে পারল না কণ্ঠে। 'ওটা চালানোর মত সাহস আছে?'

'আরেক পা এগিয়েই দেখো!'

হ্যানলন ঘামতে শুরু করেছে, লক্ষ্য করল নরা, পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে তার লালচে গাল। প্রবল ঘৃণা নিয়ে হ্যানলনের দিকে এগোল নরা।

'আমার কথা শুনেছ তো!' বলল ও, 'চলে যাও এখান থেকে!'

এবার পুরোপুরি হার মানল হ্যানলন, কিন্তু সে দরজা গলে উধাও না হওয়া পর্যন্ত পিস্তলের নল এক চুলও নড়াল না নরা। দরজা আটকে দিল ও, বার-টা বসিয়ে দিল যথাস্থানে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ধপ করে। কাঁপছে রীতিমত, কান্না পাচ্ছে! ফ্রেসার'স মিডৌ থেকে আসার পর দেরিতে হলেও সামান্য সাপার করার ইচ্ছা ছিল ওর, কিন্তু এখন আর খাওয়ার রুচি নেই। ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়েছে ও এইমাত্র। সহসা প্রচণ্ড ক্লান্তি ভর করল ওর শরীরে, দ্রুত ব্ল্যাংকেটের নিচে আশ্রয় নিল, শুয়ে আছে, ঠাণ্ডা অসাড় শরীর।

কি বলে গেল হ্যানলন? এটা সেইন্ট লুই নয় মানে? নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসল ওকে, মনে পড়ল পুবের সেই জীবনের কথা: নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে কেটে যায় ওখানকার দিনগুলো। ওখানে ভায়োলেন্স নেই বললেই চলে, তুচ্ছ দু-একটা ঘটনা ঘটে থাকলেও সেগুলো ওর মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। নিরাপত্তা, বিলাসিতা আর নির্জনতা—তখন এসবের সঙ্গেই ওর পরিচয় ছিল।

কিন্তু এখানে, এখন? আজ অন্টায় পাইন গাছের ছায়ায় বুনো পশুর মত লড়াই করল দুজন মানুষ! এক মাস আগে ফ্রেসার'স মিডৌ-তে গোধূলি লগ্নে করুণ মৃত্যু বরণ করেছিল এক লোক; এই অ্যালপাইন ক্যাম্পে প্রকাশ্য দিবালোকে শটগানের গুলিতে হত্যা করা হয় আরেক হতভাগাকে! আর খানিক আগে, এখানে, এই ঘরেই এমন একজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে ওকে যাকে বিয়ে করবে বলে এতদিন বিশ্বাস করে আসছিল মনে মনে!

জোর করে চোখ বুজে থাকল নরা। কিন্তু তাতে অশ্রু সংবরণ করতে পারল না, কাঁদতে লাগল ও। নিজেকে খুব তুচ্ছ, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে, ভয় লাগছে!

অদ্ভুত হলেও কয়েক ফোঁটা অশ্রুই ওকে সারাদিনের জমাট বাঁধা টেনশন থেকে মুক্তি দিল। ব্ল্যাংকেটের উষ্ণতা স্পর্শ করল ওকে, ক্রমে শিথিল হয়ে এল শরীরের সমস্ত পেশী। ভয় পেলেও বুঝতে পারল ওর চারপাশের পুরু দেয়াল যথেষ্ট মজবুত এবং নিরাপদ। ক্লান্তি গ্রাস করল ওর চেতনাকে। দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল মন থেকে।

ঘুমিয়ে পড়ল নরা অবশেষে।

দশ

হঠাৎ করে বসন্তকালের ছোট দিনগুলো গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনে রূপান্তরিত হলো। সারা গিরিভূমি যেন সেজে উঠল অপরূপ সাজে। সবার কাজ আগের চাইতে অনেক গুণ বেড়ে গেল। সিয়েরা স্টারও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে, দম ফেলার অবসর মিলছে না কোন কর্মচারীর। প্রতিদিনই বাইরে কাটাচ্ছে জ্যাক স্লেড: সকালে বেরিয়ে পড়ে আর ফেরে একেবারে সন্ধ্যাবাতি জ্বালানোর সময়; তারপর গভীর রাত পর্যন্ত হেডকোয়ার্টারে আলো জেলে পরবর্তী দিনের জন্যে অর্ডার মাফিক রসদপত্র জড়ো করা হয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্যাক-রুট আর সময়সূচীও স্থির করে ওরা। কোন হেরফের নেই।

স্কিপ অস্টিনসহ প্যাকাররা সদাব্যস্ত, আর স্যান্ডি পলার্ড তার ডাবল হিচ ফ্রেইট আউটফিট নিয়ে অবিরাম স্যাকরাম্যানতো থেকে মাল বয়ে আনছে। স্টোর আর ওয়্যারহাউসে দীর্ঘ সময় কাটছে নরা আর টোবি বার্নসের। টোবির অবশ্য তাতে উৎসাহের ঘাটতি নেই। 'খোদার কসম, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে!' নরাকে বলেছে সে, 'আসলে শরীর আর মন চাঙা রাখার জন্যে কাজের চেয়ে ভাল ওষুধ আর হয় না!'

গম্ভীর হেসেছে নরা। বেঁটে বুড়োটাকে দিনদিন আরও বেশি ভাল লাগছে ওর। লোকটা একাধারে আমুদে আর বুদ্ধিমান, তাই তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দুচোখে জমে থাকা আবছা বিষণ্নতার ছাপ ধরা পড়ে গেছে কিনা ভেবেছে নরা, টোবির মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করেছে ও।

কারণ রস হ্যানলনকে ঘিরে ওর যে স্বপ্ন ছিল তা ভেঙে গেছে, ব্যাপারটা সহজে ভোলবার নয়। এড়িয়েও যেতে পারছে না ও। সেরাতে ভাঙা মন নিয়ে যখন ঘুমোতে গেছে ওর সমগ্র অস্তিত্বই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তারুণ্যের সহজাত চাঞ্চল্য আর ভারসাম্য ফিরে পেয়েছিল আবার, সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে। জ্যাক স্লেডকে ঘটনাটা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিল প্রায় কিন্তু শেষে আর তা করেনি। স্লেডকে কিছু জানায়নি বলে নিজের ওপর এখন সন্তুষ্ট বোধ করছে লরা।

ওর পক্ষে অবশ্যই হ্যানলনকে আর কোনদিন আগের সেই উষ্ণতা দিয়ে বরণ করা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে মোহমুক্তি ঘটেছে ওর, আর কখনওই তা ফিরে আসার নয়। তবে প্রচণ্ড আবেগ থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর চিন্তাভাবনাও স্থিরতা পেয়েছে, ফিরে পেয়েছে আগের অবিচল আত্মবিশ্বাস। আসলে হ্যানলনও অনেকখানি সাহায্য করেছে ওকে এক্ষেত্রে, পরোক্ষে হলেও; কারণ পরবর্তী দিনগুলোয় যখনই ওদের দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়েছে—দেখা হওয়াটা স্বাভাবিক—ওর সঙ্গে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক আচরণ করেছে সে, কথাবার্তা তেমন হয়নি, যদিও সে নিজের গাম্ভীর্য লরার কাছে পুরোপুরি লুকোতে পারেনি।

গ্রীষ্মের আগমনের ফলে বসন্তের তীব্র স্রোতধারা ক্ষীণ হয়ে গেছে এখন, ফলে মাইনাররা ক্রিক নদী আর পাথুরে বার-এ যার যার ক্লেইমে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় কাজ করতে পারছে। ক্রমবর্ধমান হারে কাচা সোনা বিল ম্যাককরমিকের তোলার সূক্ষ্ম কাঁটা কেবল ঘোরাচ্ছে আর তার স্ট্রং রুম ভরে উঠছে সমান তালে। স্টেজে করে স্যাক্রাম্যানতোয় সোনার চালান পাঠিয়ে দিচ্ছে সে যথাসময়ে; সোনা পাহারা দেয়ার জন্যে জো ব্যাটলসের সঙ্গে একজন শটগানধারী গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হলদে ভারি সোনা! পুরুষের স্বপ্নকে রাঙিয়ে তুলছে, কেউ ভাল থাকছে আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেউ। মাদারলোডের গুপ্তধন সোনা! যারা গরীব ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখছে তারা, আর যারা কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না, জুয়ার টেবিল কিংবা কোন ডেডফল বার-এ জলের মত উড়িয়ে দিচ্ছে সব। কারও জন্যে পুরস্কার বয়ে আনছে হলদে পদার্থটা আর কারও জন্যে বয়ে আনছে করুণ ভয়াল মৃত্যু!

হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সুদূর নির্জন ক্লেইমে পাওয়া যাচ্ছে অসহায় মাইনারদের লাশ, তাদের ক্যাম্প লুট হচ্ছে; অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করা দামী সোনা উধাও হয়ে যাচ্ছে। এসব ঘটনা জানাজানি হওয়ায়

সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকজন, রাতে হাতের কাছে অস্ত্র নিয়ে ঘুমাচ্ছে। হালকা ঘুম হচ্ছে সবার। কিন্তু ডাকাতি আর খুনের সংখ্যা তবু বাড়ছে। ফলে যত্রতত্র মাইনার'স কোর্ট খাড়া করা হচ্ছে সোনাচোর আর খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে। জ্যাক স্লেড সবাইকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, কর্মচারীরা রাস্তায় কিংবা ট্রেইলে চলাচলের সময় অস্ত্র বহন করছে, কোন রকম হামলার আশঙ্কা দেখলে প্রথম সুযোগেই তারা গুলি চালাবে।

লার্ক ব্রিন্টনের সঙ্গে ভয়াবহ সেই শোডাউনের দৃশ্যমান চিহ্নগুলো বেশ আগেই মিলিয়ে গেছে স্লেডের শরীর থেকে। ব্যবসায়িক ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় সেই সংঘর্ষের কথা ক্রমেই অনেক পুরনো আর নগণ্য বলে বোধ হচ্ছে ওদের। নিষ্ফল একটা ঘটনামাত্র। তবে এটাও মনে হচ্ছে ব্রিন্টনকে প্যাদানী দেয়ার ফলেই হয়তো মিলো ট্যালন অবশেষে সিয়েরা স্টারকে আর না ঘাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কারণ বিরামহীন কর্মব্যস্ততার মাঝে পথে ঘাটে কন্টিনেন্টাল প্যাকস্ট্রিং এর দেখা পাচ্ছে স্লেড, কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোন রকম বৈরী আচরণ আর লক্ষ্য করা যায়নি। এতে অবশ্য খুশি হয়েছে জ্যাক স্লেড, কারণ সিয়েরা স্টারের নিজের সমস্যারই অন্ত নেই, সেদিকেই ওকে বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে!

প্রাথমিক এবং প্রধান সমস্যাটা হলো রস হ্যানলন। গিলবার্ট অ্যাকাউন্ট প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে তর্ক হওয়ার পর হ্যানলনের পক্ষে মনে মনে বহুবার যুক্তি দাঁড় করার প্রয়াস পেয়েছে স্লেড, নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে আগাগোড়া। পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে চেয়েছে ও চিরদিনের জন্যে। হয়তো সফল হত ও, যদি রস হ্যানলনের দিক থেকে সামান্যতম অনুতাপ বা পরিবর্তনের আভাস মিলত। কিন্তু তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না হ্যানলনের মধ্যে। একটুও না। বরং সে আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে, সারাক্ষণ গম্ভীর করে রেখেছে চেহারা। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো: নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি ওর হাবভাবে!

এবং এটাই সবচেয়ে বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্লেডের মনকে। কঠোর পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা ব্যবসার কাঠামোর একটা বিরাট ফাটল বলে মনে হচ্ছে একে। একসময় স্লেডের বিশ্বাস ছিল ওদের পার্টনারশিপ ব্যবসাটার ভিত খুবই মজবুত, কিন্তু এখন সেটাকে ক্রমেই নাজুক ভঙ্গুর বলে বোধ হচ্ছে, কারণ একটা অপরিহার্য উপাদানের ঘাটতি দেখা

দিয়েছে: পরস্পরের প্রতি প্রশ্নাতীত আস্থা। নিজের বিচার-বিবেচনার বিপক্ষে গিয়ে ব্লেড যখন হ্যানলনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা চালিয়েছে তখনই আবিষ্কার করেছে, বিস্ময়ের সঙ্গে, হ্যানলনের কাছ থেকে ও যতটা না সরে এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে সরে গেছে হ্যানলনই। এমন বিশাল এক গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে যেটা আর পূরণ করা সম্ভব নয়। এখন ওর স্থির বিশ্বাস: ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার!

সম্পর্কচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রধান উৎকণ্ঠার বিষয় হলো নরা হল্ট ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে? কেমন প্রভাব পড়বে মেয়েটার মনে? তারপরেও কি এখানে থাকবে সে? নাকি হ্যানলনের সঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে? নরাকে হ্যানলনের স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করতে গেলেই কালো অন্ধকার ছায়া যেন গ্রাস করতে চায় ব্লেডের চেতনাকে। বেদনা মেশানো অসন্তোষ ডানা মেলতে চায় মনের পর্দায়। এইভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে একেকটা দিন, সেই সঙ্গে সংঘাত আর মানসিক চাপ আরও জোরাল হয়ে উঠছে।

শেরিডান হাউসে পল লিভারের টেবিলে পোকার খেলার অনুমতি না পাওয়ায় রস হ্যানলন আজকাল আরও সস্তাদরের আড্ডায় যোগ দিয়েছে। অ্যালপাইনের আনুমানিক মাইল পাঁচেক দূরে নিবিড় গাছপালায় ছাওয়া একটা গালশ্-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা ছয়েক শ্যাক-কেবিন, শিট আয়রন নামে একটা গোল্ড ক্যাম্পের শেষ আলামত। গোল্ড ক্যাম্পে সোনা উত্তোলনের কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় সব ফেলে চলে গেছে স্বর্ণ-সন্ধানীরা। কেবল ট্রেইল ধরেই আসা যায় এ জায়গাটায়। পর্বতমালার কিছু বদলোকের আখড়া হয়েছে এখন এককালের ক্যাম্পটা। বড় কেবিনগুলোর একটা বেছে নিয়েছে গসার্ড নামে এক লোক, ডেডফলে পরিণত করেছে ওটাকে। পোকার খেলার ব্যবস্থা আছে এখানে, হুইস্কিও পাওয়া যায়। বেশিরভাগ সন্ধ্যা আয়রন শিটেই কাটছে এখন রস হ্যানলনের, গভীর রাতে বাড়ি ফেরে রস নেশায় বুঁদ হয়ে।

এ ব্যাপারে নিজের মতামত একদিন নির্দ্বিধায় জানাল টোবি বার্নস জ্যাক ব্লেডকে, 'আমি তো বেতন খাটা কর্মচারী, বলতে পারো এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে আমার, তবু কথাটা না বলে পারছি না আমি। রস হ্যানলন দিনকে দিন রসাতলে যাচ্ছে, শিট আয়রন ডাইভে পোকার খেলছে ও, টেনে টল হয়ে ঘরে ফিরছে রোজ, ব্যবসার কোন কাজই করছে না বলতে গেলে।

এখানকার সবাই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত, আমারও চিন্তা হচ্ছে। একটা কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত তোমার, জ্যাক!'

'জানি, টোবি,' গম্ভীর কণ্ঠে সায় দিল ব্লেড, 'কিন্তু আরেকজন তার জীবন কিভাবে চালাবে সেটা তার ব্যাপার, এখানে খুব বেশি নাক গলানো ঠিক না। সীমা বজায় রাখতে হয়। আমি তো ইতিমধ্যে ওর শেরিডান হাউসে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তা হয়তো দিয়েছ,' পাল্টা জবাব দিল বার্নস, 'কিন্তু শিট আয়রন তো শেরিডান হাউসের চেয়েও হাজার গুণ খারাপ জায়গা। জ্যাক, আমি মিস নরা, ব্যবসা আর তোমার কথা ভাবছি। হ্যানলন যদি নিজেকে বোকা প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে থাকে, ওকে তাই করতে দাও। গোল্লায় যাক সে! কিন্তু আমরা কিছুতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওকে এই ব্যবসার সর্বনাশ করতে দিতে পারব না। এটার সঙ্গে আমাদের রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িত!'

ওয়্যারহাউসের পেছনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। ঘনায়মান অন্ধকারে কম্পাউন্ডের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনই। ট্রেইলে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে সবে ফিরেছে ব্লেড, সঙ্গে নিয়ে এসেছে একরাশ ক্লান্তি। বিগত কয়েক সপ্তাহর কাজের চাপ আর মানসিক অস্থিরতা আরও পাতলা করে তুলেছে ওকে, ওর চেহারার কাঠিন্য আরও স্পষ্ট হয়েছে; শক্ত হয়ে গেছে শরীরের দুপাশ; কাঁধের কোণগুলো তীক্ষ্ণ হয়েছে আরও; চেপে বসেছে গালের চামড়া; চোখজোড়া কোটরে বসে গেছে; ঠোঁটজোড়া যেন একটা রেখা, হাসির রেশ নেই সেখানে। এক মুহূর্ত নীরব থেকে মাথা দোলাল ব্লেড। 'ঠিকই বলেছ তুমি, টোবি!'

ওয়্যারহাউসে এসে ঢুকল ওরা, অন্ধকারে এগিয়ে গেল নরা যেখানে বসে মনোযোগের সঙ্গে হিসাবখাতা দেখছে সেদিকে। আধ ঘণ্টাটাক আগে ওর জন্যে ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে টোবি বার্নস, সেই আলোয় জ্বলজ্বল করছে এখন মেয়েটার নুয়ে থাকা চেহারা। একটু দূরে থেমে নরার দিকে তাকিয়ে থাকল ব্লেড, দেখতে লাগল। ওর স্থির দৃষ্টির ছোঁয়ায় সহসা সচেতন হয়ে উঠল নরা, মুখ তুলে তাকাল। ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল ব্লেড। কিঞ্চিত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল নরা। 'অবাক করলে, জ্যাক, মানে আজ বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ দেখছি!' ওর চেহারার আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করল নরা। 'বড্ড বেশি খাটছ তুমি!'

'সেজন্যে নয়,' ওকে বলল স্লেড।

'তবে কি রস হ্যানলন?' চাতুর্যের সঙ্গে স্লেডের জন্যে বিপদ ডেকে আনল নরা।

মাথা দোলাল স্লেড।

হেলান দিল নরা, দুহাত এক করে তাকাল সেদিকে, 'আমাদের সঙ্গে অনেক বেড়ে গেছে ওর দূরত্ব, তাই না?'

তীক্ষ্ণ হলো স্লেডের দৃষ্টি। 'তোমার সঙ্গেও?'

'ওর সঙ্গে আমার দূরত্ব এখন অনেক যোজন,' আস্তে করে স্বীকার গেল নরা। 'সেইন্ট লুইতে যাকে চিনতাম সেই রস হ্যানলন আর নেই ও। অচেনা মানুষ হয়ে গেছে পুরোপুরি। উপলব্ধিটা আমাকে বেশ অস্থির করে দিয়েছে!'

'তাই যদি হয়,' বলল স্লেড, 'তাহলে দলে দু'জন হলাম আমরা। কারণ আমার কাছেও অচেনা হয়ে গেছে রস। ফলে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যার আশু সমাধান বের করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।'

আবার স্লেডকে জরিপ করল নরা, ওর কথার আসল তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করল। 'আমরা কি করতে পারি, জ্যাক?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না স্লেড, পকেট থেকে পাইপ বের করল, যত্নের সঙ্গে ওটায় তামাক ভরল; ফস্ করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল; সালফার কাঠিটাকে পুরোপুরি গ্রাস না করা পর্যন্ত দূরে সরিয়ে রাখল, তারপর পাইপের বাউলের ওপর আলতো করে দোলাল কয়েকবার, ওর চুপসানো গাল ওঠানামা করল। পাইপে টান দিতে লাগল ও। আবার যখন কথা বলল যুগপৎ বিষাদ আর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর মিশে থাকল ওর কণ্ঠে। 'আরেকজনের জন্যে আমাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে তা দেখতে রাজি নই আমি, তা সে রস হ্যানলন হলেও না। সব কিছুর ওপর স্থান দিতে হবে ব্যবসাকে—আর ব্যবসার আসল সম্পদ হচ্ছে—বিশ্বাসযোগ্যতা আর সততা দিয়ে অর্জিত সুনাম। হ্যানলন যেভাবে চলছে তাতে আমরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমাদের সুনাম বলে আর কিছু থাকছে না। অনেকদিন আগেই আমাকে একবার সাবধান করে দিয়েছিল বিল ম্যাককরমিক, তখন উল্টে ওকেই আমি গালমন্দ করেছিলাম অথচ ঠিকই বলেছিল বিল। এইমাত্র আমাকে আবার একই কথা বলে সাবধান করল টোবি বার্নস। ওরা দুজনই ঠিক বলেছে। তো যা অনিবার্য সেটাই এবার করতে হবে আমাদের।'

'কি সেটা?'

'হ্যানলনকে বলব হয় ওকে ভাল হয়ে যেতে হবে—নয়ত বিদায় নেবে পার্টনারশিপ থেকে!'

'কিন্তু—তা কি করে সম্ভব, জ্যাক?' চিন্তিত চেহারায় নড়েচড়ে বসল নরা।

'আমরা ওর শেয়ার কিনে নেব।'

মৃদু অথচ সক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠল নরা।

'জানি,' আবার বলল স্লেড, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তোমার মত আমিও মন থেকে মেনে নিতে পারছি না ব্যাপারটা, কেননা জীবনে একবারের জন্যে হলেও রস হ্যানলনকে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম!'

'কিন্তু ও যদি শেয়ার বিক্রি করতে রাজি না হয়?'

'হবে,' সোজাসাপ্টা জোরের সঙ্গেই বলল স্লেড। 'সেটা আমি দেখব!'

'নিজেকে,' মৃদু কণ্ঠে বলল নরা, 'কেমন যেন ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হচ্ছে আমার! অনুভূতিটা মোটেই ভাল লাগছে না। জ্যাক, আমাদের কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিতে হবে! রসকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ দিতে হবে। ওর প্রতি কোনরকম অবিচার করা হয়েছে মনে হলে চিরদিন নিজেকে ঘৃণা করতে হবে শেষে!'

'আগেও আমরা যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছি, তার ব্যতিক্রম ঘটবে না এবারও,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল স্লেড, 'তবে এখানে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে: রসই কিন্তু আগাগোড়া অন্যায় আচরণ করে আসছে আমাদের সঙ্গে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবদিক বিচার করে দেখলে সততার খাতিরেই আমাকে স্বীকার করতে হবে অনেক দিন ধরে নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখিয়ে আসছে রস হ্যানলন। এতদিন নিজের মনকে চোখ ঠেরে আমি একের পর এক ওর পক্ষে অজুহাত খাড়া করে গেছি। তা আর করব না আমি।'

'কখন—ওকে কথাটা জানাচ্ছি কখন?'

'প্রথম সুযোগেই।'

সেদিন সন্ধ্যায় সুযোগটা পেয়ে গেল জ্যাক স্লেড। কুকশ্যাকেই আবার হ্যানলনের দেখা মিলল। টুকটাক নানা কাজে বাইরে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে বেশ দেরি করে সাপার খেতে এল জ্যাক স্লেড। কুকশ্যাকে ঢুকে রস হ্যানলনকে

অন্য ক্রুদের সঙ্গে বসে খেতে দেখল, যদিও টেবিলের এক প্রান্তে একাই বসেছে ও, কারও সঙ্গে কথা বলছে না। ওর উল্টোদিকে গিয়ে বসল স্লেড, তবু কোন কথা বলল না সে, কোন কৌতূহলও দেখা গেল না তার মাঝে।

অপরিবর্তনীয় একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে জ্যাক স্লেড উপলব্ধি করল এখন আশ্চর্যরকম শাদা চোখে বিচার করতে পারছে রস হ্যানলনকে এবং যা দেখতে পাচ্ছে তাতে সত্যি সত্যি বেদনায় ভারি হয়ে উঠছে ওর মন। হারানোর সুর বেজে উঠল ওর মনে। হ্যানলন দাড়ি কামায়নি বা অগোছাল বলে খারাপ লাগছে দেখতে, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়; আসলে মানুষটার অন্তরই কালো নোংরা হয়ে গেছে; বরবাদ হয়ে গেছে সে; হুইস্কির প্রভাবে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি খাবার সারতে ব্যস্ত হয়ে উঠল হ্যানলন, যেন স্লেডের সামনে থেকে পালাতে চাইছে!

'তাড়াহুড়ো করতে হবে না!' সংক্ষেপে ওকে বলল স্লেড, 'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে।'

রক্তজবার মত লাল চোখে চট করে একবার পলক তুলে তাকাল রস হ্যানলন। 'তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আমার নাও থাকতে পারে!'

'এ ব্যাপারে থাকতে বাধ্য,' বলল স্লেড।

'ব্যাপারটা যদি এতই গুরুতর হয়ে থাকে, এসো এখুনি সেরে ফেলা যাক! আমার হাতে আরও অনেক কাজ আছে!'

'আয়রন শিটে গিয়ে মদ গেলা আর পোকার খেলা তো?' বলল স্লেড, 'কাজটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে তোমাকে। আমাদের আজকের আলোচনায় অন্য পার্টনারও অংশ নিতে যাচ্ছে।'

অনিশ্চয়তার ছাপ ফুটে উঠল হ্যানলনের চোখেমুখে, তারপর চেহারা গম্ভীর করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, ইদানীং এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। 'ও যদি তোমার কাছে বিচার দিয়ে থাকে তাহলে এটুকুই বলতে পারি দোষটা ওরই ছিল। যা হাবভাব দেখাচ্ছিল ও—'

'আমার কাছে কোন বিচার দেয়নি লরা,' বাধা দিয়ে বলল স্লেড, 'কিসের কথা বলছ তুমি?'

দ্রুত কফি শেষ করল হ্যানলন, বিড়বিড় করে বলল, 'থাক, বাদ দাও!'

কুক তখুনি ওর সামনে খাবার এনে না রাখলে হয়তো জোর খাটাত স্লেড, কথা না বাড়িয়ে খাবারে মন দিল ও। একটা সিগারের গোড়া চিবুতে চিবুতে

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল হ্যানলন, অপেক্ষা করতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে হ্যানলনের সঙ্গে মিলিত হলো জ্যাক স্লেড। তারপর দুজন একসঙ্গে অন্ধকারে পা বাড়াল লরার কেবিনের দিকে। স্লেডের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে ওদের ঢোকার অনুমতি দিল লরা।

উজ্জ্বল উষ্ণ আলো জ্বলছে কেবিনের ভেতর, আরামপ্রদ পরিবেশ যা কেবল নারীর হাতের ছোঁয়াতেই সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্রাম নেয়ার অবসর পেয়েছে লরা, সাপারের পর ঘন্টাখানেক পেরিয়ে গেছে, আবার আগের চাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে মেয়েটা, খোলতাই হয়েছে তার রূপ। চেহারায় উপেক্ষার ছাপ ফুটিয়ে রাখলেও নিজের অস্বস্তি লুকাতে পারল না হ্যানলন। লরার চোখের দিকে তাকাল সে।

'বেশ,' বলে উঠল হড়বড়িয়ে, 'এখন তিনজনই হাজির আছি আমরা, বলো কি কথা—ঝটপট সাফসাফ বলবে, কোন ভণিতার দরকার নেই!'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' সায় দিয়ে বলল স্লেড, 'রস, তুমি যদি জুয়া খেলে ব্যবসার ক্ষতি করার পথ থেকে না সরো তোমাকে আর সিয়েরা স্টারে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। ঝটপট সাফসাফ হলো তো?'

আর যাই হোক এ ধরনের কথা আশা করেনি হ্যানলন, স্লেডের সহজ করে বলা কথাগুলোর তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝে উঠতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার, যখন বুঝল ঝলসে উঠল সে।

'হায় খোদা, জ্যাক স্লেড ফের খেপে গেছে!' বলল সে। 'কিন্তু শোনো, জ্যাক, আর যাই হোক, তুমি খোদা নও! ব্যবসার একজন ফুল পার্টনারের সঙ্গে কথা বলছ তুমি, জ্যাক, আমি তোমার কামলা নই! নিজের অবস্থান আর পরিচয় ভুলে যাচ্ছ তুমি!'

'মোটেই না!' সরাসরি পাল্টা জবাব দিল স্লেড, 'কিছুই ভুলে যাইনি আমি। নগ্ন সত্য যেটা তা হলো তুমি বেহেড এক মাতালে পরিণত হয়েছ, নিজের কোন কাজ তো করছই না, বরং ব্যবসার আরও ক্ষতি করে যাচ্ছ দিন-দিন। খোদাই জানে, আমার পুরনো অপরিহার্য পার্টনার চমৎকার সেই মানুষটার কি হয়েছে, কিন্তু তোমার মাঝে তাকে আর খুঁজে পাই না আমি আজকাল। এবার নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে তোমার কাছে ব্যাপারটা, রস? কোনটা করবে? ভাল হয়ে আবার সেই সুবোধ রস হ্যানলন হবে নাকি...?' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কথাটা অসমাপ্ত রাখল স্লেড।

নরার দিকে তাকাল হ্যানলন। 'ওর কথা তুমি শুনেছ, তোমারও একই মত?'

হ্যানলনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল নরা, তারপর আস্তে প্রায় কোমল কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'হ্যাঁ, রস, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি ওর সঙ্গে একমত।'

পায়চারি শুরু করল হ্যানলন। 'ব্যাপার তাহলে এই? আগেভাগেই শলা-পরামর্শ সেরে রেখেছ তোমরা? এটা একটা পাতানো খেলা, তাই না? হ্যানলনের নাম মুছে ফেলার সবপ্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়েছে আগেই! এখন এই কোম্পানীর নাম হবে—স্লেড অ্যান্ড হল্ট! ওহ্, এবার সব বুঝতে পারছি আমি! একসঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াতে গেছ তোমরা দুজন, কে জানে কত অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কেটেছে তোমাদের—!'

'খবরদার!' রুক্ষ কণ্ঠে বাধা দিল স্লেড, 'সাবধান, রস! এমন কিছু বোলো না যার জন্যে শেষে তোমাকে পস্তাতে হতে পারে। ঠিক মত চললে, নিজের কাজকর্ম নিয়মিত করার ওয়াদা যদি করো, তাহলে তিনজনের পার্টনারশিপটা টিকিয়ে রাখার সুযোগ এখনও আছে। এখন বলো তোমার জবাব কি—হ্যাঁ অথবা না?'

'জাহান্নামে যাও!' ভারি গলায় ধমকে উঠল হ্যানলন। 'আমি চাই না জ্যাক স্লেড বা আর কেউ চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপর মাতবরি ফলাক। আমি কারও তোয়াক্কা করি না। আমার যা ইচ্ছা তাই করব আমি, তুমি মানা করার কে!'

দীর্ঘ সময় তাকে নীরবে জরিপ করল স্লেড। ওর দিকে তাকিয়ে ছিল নরা, দৃষ্টিতে বেদনার শেষ ছায়াটুকু দেখতে পেল। চূড়ান্ত প্রয়াস পেল স্লেড। 'তুমি শিওর তো, রস?'

'বললাম তো!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যানলন, 'আমি শিওর। এত সহজে আমাকে সরিয়ে দিতে পারবে না তুমি। সিয়েরা স্টারের আমি একজন ফুল পার্টনার এবং তাই থাকব!'

নরার দিকে তাকাল স্লেড। 'আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হয়নি তো?'

মাথা নাড়ল নরা। 'না।'

'তাহলে আর অপেক্ষা নয়,' বলল স্লেড, আবার হ্যানলনের মুখোমুখি হলো ও। 'শোনো, রস, আমরা তোমার শেয়ার কিনে নিচ্ছি। বিল

ম্যাককরমিক কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করে একটা দাম স্থির করে দেবে, হিসাবের কাজে ও দক্ষ, সৎ মানুষ, ওর কাজে ভুল হবার কোন আশঙ্কা নেই। ওর হিসাব অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ শেয়ারের মূল্য যাই দাঁড়াক তোমাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব আমরা।'

ভেঙচে উঠল হ্যানলন। 'আমার কথা তোমার কানে যায়নি নাকি, জ্যাক! আমি বললাম না, ব্যবসা ছাড়ছি না। তোমার কিংবা আর কারও কাছে আমার শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না!'

নরা লক্ষ্য করল আবার ম্লান হয়ে গেছে স্লেডের চেহারা। চেপে বসল স্লেডের ঠোঁটজোড়া, চোখে ফুটে উঠল শীতল দৃষ্টি। অনিবার্য একটা অঘটন ঠেকাতে চট করে কথা বলে উঠল নরা। 'রস, বেশিদিন আগের কথা নয়, এই কেবিনে সেই সন্ধ্যায় তোমার কাণ্ডের কথা আজও কাউকে বলিনি আমি। কিন্তু আমাকে যদি বাধ্য করো, তাহলে এবার দ্বিধা করব না, বলে দেব সব!'

নরা কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছে বুঝতে পারল হ্যানলন। জোঁকের মুখে যেন লবণ পড়ল। নিমেষে একটা জিনিস দিনের আলোয় যত পরিষ্কার হয়ে গেল: এখন যদি নরা সেই কথা ফাঁস করে দেয় তাহলে কেবল জ্যাক স্লেড নয়, সিয়েরা স্টারের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি লোক হামলে পড়বে ওর ওপর। হ্যানলনের চেহারা থেকে উপেক্ষার ছাপ মিলিয়ে যেতে শুরু করল দ্রুত। 'গায়ের জোরে আমার প্রতি অবিচার করছ তোমরা,' অভিযোগের সুরে বলল সে, 'এটা অন্যায়!'

'যদি তা হয়ও,' বলল স্লেড, 'সেজন্যে তুমিই দায়ী।'

চরম মুহূর্ত এটা, অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে—এই নিরেট বাস্তবতার উপলব্ধি সমগ্র অস্তিত্ব কাঁপিয়ে দিল রস হ্যানলনের। জীবনের নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য অবশেষে গ্রাস করল ওকে—আর কোন অজুহাত তোলার উপায় নেই এখন, সহজ কোন পথ নেই এড়িয়ে যাবার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল চুলকাল সে, মনে মনে কথা খুঁজে ফিরল, কিন্তু কোন কথা জোগাল না তার মুখে। প্রথমেই তাচ্ছিল্য না দেখিয়ে যদি পুরোপুরি হার মানত, যদি সুপথে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করত তাহলে হয়তো ওকে আবার আপন করে নিত ওরা...

কথাগুলো মনে আসতেই রস হ্যানলন উপলব্ধি করল সেটি আর হবার নয়। বুঝতে পারল বড্ড দেরি হয়ে গেছে ....দেরি হয়ে গেছে! একমাত্র

করণীয় যেটা সেটাই করল এবার হ্যানলন। একটানে দরজা খুলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। কেবিনের খানিকটা দূরে এসে তারা-জ্বলা আকাশের নিচে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে. দুর্বল কিন্তু প্রতিহিংসায় জ্বলছে সে এখন। মুখে তুফান বেগে খিস্তি চলছে। হুইস্কির তৃষ্ণা জেগে উঠল তার বুকে, শিট আয়রনে গসার্ডের ডেডফলের কথা মনে পড়ল। ঘুরে কোম্পানী কোরালে চলে এল হ্যানলন, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেছে জায়গাটা। নিজের ঘোড়া বের করে আনল হ্যানলন, জিন চাপাল ওটার পিঠে, তারপর উঠে বসতে যাবে, হঠাৎ ওর বাহু চেপে ধরল এটা হাত, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে, চমকে গেছে।

শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল এবার। 'আমি, সেনর হ্যানলন। আমি, টোরিবিয়ো গার্সিয়া। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল আমার।'

অন্ধকারে খর্বাকৃতি একটা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে হ্যানলন বুড়ো মেক্সিক্যানের, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কুঁজো হয়ে গেছে লোকটা। অ্যালপাইনের সবাই তাকে চেনে। শেরিডান হাউসে ফাইফরমাশ খাটার পাশাপাশি নাপিতের কাজও করে সে নিজের আর নাতনী আর্মেলা গার্সিয়ার খাবার জোগাড় করার জন্যে। শান্তশিষ্ট মানুষ, কারও সাতেপাঁচে নেই, নিজের কাজে ডুবে থাকতেই পছন্দ করে সে, মোটামুটি সবার পছন্দের লোক। কিন্তু হিংস্র কণ্ঠে তার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল রস হ্যানলন। 'খবরদার, গার্সিয়া, আর কোনদিন এভাবে আমার কাছে আসবে না। এখন কথা বলার মত সময় নেই আমার!'

আবার স্যাডলে উঠে বসার চেষ্টা করল হ্যানলন, কিন্তু ওর বাহুর ওপর কঠিন হয়ে চেপে বসল গার্সিয়ার হাত। 'এখুনি আমরা কথা বলব, সেনর। আমাকে—টোরিবিয়ো গার্সিয়াকে জানতেই হবে কথাটা।'

'কি ছাই জানতে চাও?' ধমকে উঠল হ্যানলন।

'আমার আর্মেলাকে কবে বিয়ে করছ তুমি?'

'*আর্মেলাকে বিয়ে করব আমি?*' ভারি গলায় বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠল হ্যানলন, 'এমন উদ্ভট ধারণা তুমি পেলে কোত্থেকে, অ্যাঁ?'

'আর্মেলাকে সেরকম কথাই দিয়েছ তুমি,' শান্ত কণ্ঠে ওকে মনে করিয়ে দিল টোরিবিয়ো গার্সিয়া, 'তাছাড়া এখন বাচ্চাটার কথাও চিন্তা করতে হবে। আর্মেলা আমাকে সেরকমই বলেছে। ও জানিয়েছে তুমিই ওর সন্তানের বাবা,

তাই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এখন আর্মেলাকে বিয়ে করতে হবে তোমার।'

ভেঙচে উঠল হ্যানলন। 'বুঝতে পারছি তোমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে! এই পাহাড়ে পুরুষ মানুষ আমি একা নাকি!'

'অন্য কেউ না, সেনর, কথাটা তুমি ভাল করেই জানো। আমার আর্মেলা কোনদিন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেনি। এবারও মিথ্যা বলছে না ও। ওকে বিয়ে করতে হবে তোমার।'

'মাথা খারাপ আর কি! আর কোন ধুর খুঁজে পাও কিনা দেখো গে!'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের স্যাডলে ওঠার চেষ্টা করল হ্যানলন। কিন্তু আবারও বাধা দিল গার্সিয়া। মুখ খিস্তি দিয়ে পাঁই করে ঘুরল হ্যানলন, পরক্ষণে সজোরে একটা ঘুসি হাঁকাল মেক্সিক্যান বুড়োর মুখ বরাবর। টলে উঠল বুড়ো, বেশ কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। তুলনামূলকভাবে মেক্সিক্যান বুড়োর চেয়ে অনেক লম্বা আর ভারি হ্যানলন, বলগাহীন ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্সিয়ার ওপর। কোরাল ফেন্সের ওপর নিয়ে ফেলল বুড়োকে, দুহাত সমান তালে চালাচ্ছে, তারার আলোয় মুখ সই করতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কোরাল ফেন্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গার্সিয়া, হ্যানলনের অবিরাম ঘুসির তোড়ে সেভাবেই থাকল। আবার যখন পিছিয়ে এল হ্যানলন, খানিকটা যেন কমে এল তার রাগ, অবশেষে লুটিয়ে পড়ল বুড়ো মেক্সিক্যান।

ওকে ওখানে ফেলেই চলে গেল হ্যানলন, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে, মিশে গেল অন্ধকারে।

কেবিনে পরস্পরের মুখোমুখি হলো লরা আর স্লেড। দুজনের চেহারাই গম্ভীর। মৃদু কণ্ঠে কথা বলল স্লেড। 'অবশেষে চুকে গেল তাহলে ব্যাপারটা। আর কোন পথ ছিল না। তবে এতে কিন্তু নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে পারছি না আমি।'

'আমিও না,' সায় দিল লরা, 'জ্যাক, কি হয়েছে আসলে রস হ্যানলনের? মানুষ এমন বদলে যায় কিভাবে? কেন আগের সেই রসের সঙ্গে ওর কোন মিলই খুঁজে পাই না! আমাদের কাছ থেকে কখন কিভাবে এত দূর সরে গেল ও—পর হয়ে গেল?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এর ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে এ ধরনের ঘটনা অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটতে দেখেছি আমি। আমার ধারণা

জীবনে চলার পথে প্রত্যেককেই অন্তত একবার পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, উৎরে যেতে পারলে বাকি পথ চলার শক্তি খুঁজে পায় মানুষ আর যদি না পারে তার সার্বিক পতনের সূচনা হয়, বদলে যেতে থাকে সে।'

গম্ভীর চিন্তাযুক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। 'আমাদের আচরণ রূঢ় হয়ে গেল কিনা ভাবছি।'

'শোনো,' জবাব দিল ব্লেড, 'আমি ভাবছি হঠাৎ তোমার একটা কথায় এমন চুপসে গেল কেন রস? কি ছিল তোমার মন্তব্যের আড়ালে? কিছুদিন আগে এই কেবিনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছ তুমি—আমাকে খুলে বলতে অসুবিধা আছে?'

একটু ভাবল লরা। 'এ নিয়ে হৈচৈ বাধাবে না কথা দিলে বলতে পারি।'

'কথা দিলাম।'

'বেশ, বলছি তবে—আমরা যেদিন অল্টা থেকে ফিরে আসি সেদিনের ঘটনা। এখানে ঘর অন্ধকার করে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল রস। আমি সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। শুরুতে অবশ্য ওকে অতটা খারাপ মনে হয়নি, শুধু বারবার জানতে চাইছিল আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কোন পর্যায়ে আছে; তবে মদ গিলে এসেছিল—খানিকক্ষণের মধ্যেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল ওর আচরণ। আমি তখন ওকে চলে যেতে বলতেই বেঁকে বসল সে। তারপর, মানে, তোমার রেখে যাওয়া সেই পিস্তল—ওটা দিয়ে ভয় দেখাতে হয়েছিল আর কি! তারপর ও চলে যায়।'

ব্লেডের চোখমুখ আবার অন্ধকার হয়ে উঠছে খেয়াল করল লরা, চট করে ওকে প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল ও। 'ওসব এখন চুকেবুকে গেছে, কোন গুরুত্ব নেই, জ্যাক, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, মনে আছে?'

'আমি আমার কথা ফেলব না,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল ব্লেড, 'তবে ঘটনাটা আমাকে জানিয়েছ বলে আমি খুশি হয়েছি। কারণ এখন থেকে রস হ্যানলনের জন্যে আমার মনে আর কোন দুঃখ থাকবে না—কোন কষ্টও না!'

অনেক পরে, কোরালের পাশে অবশেষে নড়ে উঠল বুড়ো গার্সিয়া, অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর এলোমেলো পা ফেলে মিশে গেল অন্ধকারে।

এগারো

একটানা তিনদিন উপর্যুপরি কয়েকবার হিসাব মেলাল বিল ম্যাককরমিক, প্রত্যেকটা এন্ট্রি তিনবার করে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কোথাও কোন ভুল হয়নি তার। এখন আবার রাত নামছে অ্যালপাইন ক্যাম্পে, মনে হচ্ছে গিরি বসতির মাথার ওপর তারার নকশা আঁকা ঝলমলে একটা চাঁদোয়া বিছিয়ে দেয়ার জোগাড় করছে বুঝি কেউ। ওয়েলস ফারগো অফিসে নিজের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল ম্যাককরমিক। জ্যাক ব্লেড আর রস হ্যানলনের কাছে নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল সে। 'এই হলো আমার চূড়ান্ত হিসাব, কমপক্ষে তিনবার হিসাব মিলিয়েছি আমি এবং প্রতিবার একই রেজাল্ট এসেছে আমার: পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারে দাঁড়াচ্ছে তোমাদের সিয়েরা স্টার-এর নীট মূল্য—দু-একশো ডলার এদিক ওদিক হতে পারে বড়জোর, তার বেশি না।'

গম্ভীর চেহারায় সায় দিয়ে মাথা দোলাল জ্যাক ব্লেড।

'আমিও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার হবে বলেই ধারণা করেছিলাম,' বলল ও। 'তাহলে,' এবার হ্যানলনের দিকে তাকাল, 'তোমার শেয়ারের দাম দাঁড়াচ্ছে পনেরো হাজার ডলার। ঠিক আছে?'

চেহারা গম্ভীর, কাঁধ ঝাঁকাল রস হ্যানলন। 'আমার মতামতে কি আসে যায়?'

গম্ভীর দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ হ্যানলনের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্লেড, মনে পড়ে গেল ওকে সামাল দিতে অস্ত্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল লরা-হল্ট, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্রোধে জ্বলে উঠল ওর পুরো শরীর, জবাব দেয়ার সময় কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। 'না, কিছুই আসে যায় না। দামটা কি স্বর্ণ মুদ্রায় নিতে চাও?'

'হ্যাঁ, নগদ স্বর্ণ মুদ্রায়,' জবাব দিল হ্যানলন, 'পুরোটা একসঙ্গে। কিস্তি-

ফিস্তির কারবার চলবে আমার সঙ্গে। সব টাকা এক সঙ্গে দিয়ে দাও আমাকে, এই হতচ্ছাড়া জঘন্য বুনো পাহাড় ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব আমি!'

'ঠিক আছে, তাই দেয়া হবে তোমাকে,' সংক্ষেপে তাকে বলল ব্লেড, 'আমি স্যাকরাম্যানতো থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।' ম্যাককরমিকের দিকে তাকাল ও। 'আমার হয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে, বিল?'

'আমি তোমাকে একটা নোট লিখে দিচ্ছি,' বলল ম্যাককরমিক, 'আমাদের মেইন অফিসে ওটা নিয়ে যাবে। নোটটা দেখলেই প্রয়োজনীয় সব কাজ সেরে দেবে ওরা। কিছু দলিলপত্রে সই দেয়ার দরকার হবে হয়তো; লরা যেহেতু এই ব্যবসার ফুল পার্টনার, আমার ধারণা ওর সিগনেচারেরও প্রয়োজন হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল ব্লেড, 'ওকে বলছি আমি কথাটা। এখুনি রওনা দেব আমরা।'

বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে এল ব্লেড, একা। হিংস্র ভঙ্গিতে ঠোঁটজোড়া বেঁকে রয়েছে রস হ্যানলনের, ফাঁকা দরজার দিকে গরম চোখে তাকিয়ে থাকল সে। 'এহ্, মহাপুরুষ! আমাকে ব্যবসা থেকে সরানোর, আমার সব কিছু কেড়ে নেয়ার কি সুন্দর চিকন বুদ্ধি বের করেছে ব্যাটা! গিরিঙ্গিবাজ কোথাকার!'

'এটা কিন্তু,' ঠাণ্ডা গলায় হ্যানলনের কথার প্রতিবাদ জানাল বিল ম্যাককরমিক, 'নেহাত মিথ্যা কথা বললে। তোমাকে জোর করে কেউ সরিয়ে দেয়নি, হ্যানলন। যদি কিছু হারিয়ে থাকো তুমি, সেটা তোমার নিজের দোষেই, অন্যকে খামোকা দায়ী কোরো না! তুমি মোটেই ভাল মানুষ নও, সেজন্যেই এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারল। আমি অনেকদিন আগেই তোমার আসল চেহারা চিনে ফেলেছিলাম, জ্যাককে বহুবার বোঝানোর চেষ্টাও করেছি। কিন্তু তোমার মধ্যে কোন ভাল গুণ না থাকা সত্ত্বেও আগাগোড়া তোমার পক্ষে সাফাই গেয়ে গেছে ও। এত দিনে তোমার আসল চেহারা বুঝতে পেরেছে জ্যাক ব্লেড। কথাটা আবার বলছি আমি, হ্যানলন, তুমি ভাল মানুষ নও মোটেই। এবার বিদেয় হও তুমি এখান থেকে। আমার অফিসটাকে নোংরা করে দিচ্ছ তুমি প্রতি মুহূর্তে!'

ম্যাককরমিকের স্পষ্ট ঘৃণা হ্যানলনের আঁতে ঘা দিল, খ্যাপাটে চেহারায়

মারামারি বাধানোর ভঙ্গি করে ওয়েলস ফারগো এজেন্টের মুখোমুখি হলো সে, হাতজোড়া মুঠি পাকিয়ে ফেলেছে, ভাঁজ করে ফেলেছে কাঁধ।

'তুমি চিরকাল আমার সব ব্যাপারে নাক গলিয়ে এসেছ, ম্যাককরমিক। আমার মন চাইছে—'

'বের হও!' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলল ম্যাককরমিক, 'নড়াচড়া করার শক্তি থাকতে থাকতে কেটে পড়ো এখান থেকে!'

অটল থাকার ব্যর্থ প্রয়াস পেল হ্যানলন, কিন্তু ওর মনে পচন ধরেছে এখন, দুর্বল মানুষ, বিল ম্যাককরমিকের চাঁছাছোলা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা তার সাধ্যের বাইরে। পাক খেয়ে দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সে।

রাস্তার ওপ্রান্তে লরার কেবিনের দরজায় টোকা দিল ব্লেড, নিজের পরিচয় জানাল লরার জিজ্ঞাসার জবাবে। ওকে ঢুকতে দিল লরা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখমণ্ডল পরখ করল।

'বিল ম্যাককরমিকের হিসাব নিকাশ শেষ,' জানাল ব্লেড, 'ওর হিসাবে পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে সিয়েরা স্টোরের দাম, আমার অনুমানের সঙ্গে মিলে গেছে প্রায়। হ্যানলনের শেয়ারের দাম এই হিসাবে পনেরো হাজার ডলারে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ টাকাটা সে একসঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রায় নিতে চায়। এর মানে টাকা আনার জন্যে আমাদের স্যাকরাম্যানতো যেতে হবে।'

চমকে উঠল লরা। 'আমাদের দুজনকেই?'

'হ্যাঁ, বিল বলছে আমাদের দুজনকেই কিছু কাগজপত্রে সই দিতে হবে। তা রাতে ঘোড়া হাঁকাতে তোমার কি অসুবিধা হবে?'

'এখুনি রওনা হতে চাও নাকি?'

মাথা দোলাল ব্লেড। 'সুযোগ থাকতে থাকতে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাইছি আমি, ঝুলিয়ে রেখে কি লাভ বলো!'

বাইরে যাবার প্রস্তাবে আগ্রহ জেগে উঠল লরার মনে, কিঞ্চিৎ উত্তেজিত বোধ করল, চট করে বলে উঠল, 'আমাকে তৈরি হতে একটু সময় দাও, আমি আসছি।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া নিয়ে আবার আসব আমি,' বলল ব্লেড।

কোরালে যাবার পথে স্টোরে একবার ঢুঁ মারল ব্লেড। টোবি বার্নস দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছিল, তাকে সংক্ষেপে খবরটা জানাল ও।

লম্বা করে দম ফেলল টোবি বার্নস। 'হ্যানলন তাহলে চিরদিনের মত

বিদেয় হচ্ছে। এর চেয়ে ভাল খবর সারা বছর আর একটাও শুনিনি বোধ হয়। মিস নরাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারো তুমি, জ্যাক। সবাই মিলে এদিকটা সামাল দিতে পারব আমরা।'

বাইরে নিকষ্‌ অন্ধকার একটা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে ব্লেড আর নরার ওপর নজর রাখতে লাগল রস হ্যানলন। বিল ম্যাক্করমিকের অফিসের সামনে কয়েকমিনিটের জন্যে থামতে দেখল সে ওদের, তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল দুজন। ওরা বেশ অনেকটা দূরে চলে যাবার পর স্টোরের প্ল্যাটফর্মে উঠে এল হ্যানলন, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটা হ্যাংগিং ল্যাম্পের উজ্জ্বল হলদেটে আলোয় সারা দিনের কাউন্টার রিসিটগুলো যোগ দিচ্ছে টোবি বার্নস; কিছু গোল্ড ডাস্টের ওজন নিতে হবে তাকে, গুণে তুলে রাখতে হবে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা। হ্যানলনকে দেখতে পেয়ে সতর্ক আড়ষ্ট হয়ে গেল বেঁটে খাটো মানুষটা।

'সরো তুমি,' তাকে বলল হ্যানলন, 'আমি দেখছি একাজটা!' নিরস শোনাল তার কণ্ঠস্বর। ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল সে।

মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল টোবি বার্নস, সরাসরি বলল, 'এখানে কোন কিছুতে হাত দেবে না তুমি, হ্যানলন, এই ব্যবসায় তোমার আর কোন স্বত্ব নেই এখন। এখান থেকে একটা পয়সাও শিট আয়রনে ওড়ানোর জন্যে দেয়া হবে না তোমার হাতে!'

এরকম সরাসরি প্রত্যাখ্যান জায়গামত ঘা দিল হ্যানলনকে। টোবির কথায় হ্যানলনের মনের ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে। শিট আয়রনে গসার্ডের ডেডফলই আজ রাতের গন্তব্য ছিল ওর। গসার্ডের হুইস্কির কড়া ঝাঁঝ আর পোকার টেবিলের তাসের স্পর্শ এখন বড় প্রয়োজন। এই বাঁটকু বাধা না দিলে অনায়াসেই প্রয়োজনীয় টাকাটা হাতে চলে আসত এতক্ষণে!

বিল ম্যাক্করমিকের অফিসে নিভে গিয়েছিল ওর ক্রোধের অনল, কিন্তু অঙ্গার তেতে ছিল, ফের দপ করে জ্বলে উঠল হ্যানলন। এখানে বিল ম্যাক্করমিকের বরফ শীতল চেহারা আর লম্বা শরীর দেখতে পাচ্ছে না ও, এই বাঁটকুটা বয়স আর কাজের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে, শক্তিহীন, একে কাবু করা কোন ব্যাপারই না, দুচার ঘা দিলেই হবে! যেমন ভাবা তেমনি কাজ, খিস্তি দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করল হ্যানলন, ঝাঁপিয়ে পড়ল টোবির ওপর।

কিন্তু আগের সেই ক্ষিপ্রতা আর নেই এখন তার। পলকে একপাশে সরে

গেল টোবি বার্নস, পরক্ষণে চটপট কাউন্টারের নিচে হাত চালিয়ে ভোজবাজির মত একটা বন্দুক বের করে আনল। গান মাযলটা হ্যানলনের বেল্ট বাক্‌লস্‌ বরাবর তাক করল সে।

'তোমার কোন অধিকার নেই এমন একটা জায়গায় হাত দিতে যাচ্ছিলে তুমি, হ্যানলন!' মৃদু অথচ অবিচল কণ্ঠে বলল টোবি, 'কিন্তু সেটি হতে দিচ্ছি না আমি আজ। চেষ্টা করতে গেলেই চোরের মত গুলি করে লাশ ফেলে দেব আমি তোমার।'

কথাগুলো ছোটখাটো একটা মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার হাতে ধরা ভয়াল দর্শন অস্ত্রটাই যেন বিশাল করে তুলেছে তাকে। একে ঘায়েল করা যাবে না, বুঝতে পারল রস হ্যানলন, ওর মত এই লোকটাও এখন বুনো ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে, একটু বেচাল দেখলেই গুলি করে বসবে। আবার হতাশা গ্রাস করল তাকে। নিজের মনের ইচ্ছা মনেই রাখতে হলো। পরাজয়ের গ্লানি তেতো করে দিল তার অন্তর, প্রচণ্ড আবেগে এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল সে—হুইস্কির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে, সেটাই যেন পেটে পড়েছে! কিন্তু ওর দুলুনি সত্ত্বেও টোবির চোখ কিংবা তার হাতে ধরা অস্ত্রটার নল এতটুকু সরল না। এবং আবারও পিঠটান দিতে বাধ্য হলো হ্যানলন, ধীর কদমে বেরিয়ে এল রাতের অন্ধকারে। পরাজিত সৈনিক। এক ছুটে ঘুরে অন্ধকার কোরালে চলে এল সে। নিজের ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল, তারপর জানোয়ারটার আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছোটাতে শুরু করল।

শিট আয়রনে গসার্ডের ডেডফলের পরিবেশ পুরোপুরি স্বাভাবিক: একটা টেবিলে ছোট লিমিটের পোকার খেলছে চারজন; আরেকটা টেবিলে বসে রয়েছে ডিউক উইংগো, অলস ভঙ্গিতে সলিটেয়ার খেলার জন্যে তাস সাজাচ্ছে, তার কনুইয়ের কাছে বোতল আর গ্লাস রাখা; বিশাল ভারি শরীর নিয়ে বারের পেছনে একা বসে গসার্ড। ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের জোরাল শব্দ শোনা গেল, দরজার সামনে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। আড়ষ্ট হয়ে গেল সবাই, কে এল ভেবে সতর্ক ভাব ফুটে উঠল প্রত্যেকটা লোকের চোখেমুখে, কিন্তু অতিথিকে চিনতে পেরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল তারা—কেবল ডিউক উইংগো বাদে, খুব সাবধানতার সঙ্গে হ্যানলনের ওপর নজর রাখতে লাগল সে।

বিদেয় হচ্ছে। এর চেয়ে ভাল খবর সারা বছর আর একটাও শুনিনি বোধ হয়। মিস নরাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারো তুমি, জ্যাক। সবাই মিলে এদিকটা সামাল দিতে পারব আমরা।'

বাইরে নিকষ্ অন্ধকার একটা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে ব্লেড আর নরার ওপর নজর রাখতে লাগল রস হ্যানলন। বিল ম্যাককরমিকের অফিসের সামনে কয়েকমিনিটের জন্যে থামতে দেখল সে ওদের, তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল দুজন। ওরা বেশ অনেকটা দূরে চলে যাবার পর স্টোরের প্লাটফর্মে উঠে এল হ্যানলন, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটা হ্যাংগিং ল্যাম্পের উজ্জ্বল হলদেটে আলোয় সারা দিনের কাউন্টার রিসিটগুলো যোগ দিচ্ছে টোবি বার্নস; কিছু গোল্ড ডাস্টের ওজন নিতে হবে তাকে, গুনে তুলে রাখতে হবে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা। হ্যানলনকে দেখতে পেয়ে সতর্ক আড়ষ্ট হয়ে গেল বেঁটে খাটো মানুষটা।

'সরো তুমি,' তাকে বলল হ্যানলন, 'আমি দেখছি একাজটা!' নিরস শোনাল তার কণ্ঠস্বর। ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল সে।

মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল টোবি বার্নস, সরাসরি বলল, 'এখানে কোন কিছুতে হাত দেবে না তুমি, হ্যানলন, এই ব্যবসায় তোমার আর কোন স্বত্ব নেই এখন। এখান থেকে একটা পয়সাও শিট আয়রনে ওড়ানোর জন্যে দেয়া হবে না তোমার হাতে!'

এরকম সরাসরি প্রত্যাখ্যান জায়গামত ঘা দিল হ্যানলনকে। টোবির কথায় হ্যানলনের মনের ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে। শিট আয়রনে গসার্ডের ডেডফলই আজ রাতের গন্তব্য ছিল ওর। গসার্ডের হুইস্কির কড়া ঝাঁঝ আর পোকার টেবিলের তাসের স্পর্শ এখন বড় প্রয়োজন। এই বাঁটকু বাধা না দিলে অনায়াসেই প্রয়োজনীয় টাকাটা হাতে চলে আসত এতক্ষণে!

বিল ম্যাককরমিকের অফিসে নিভে গিয়েছিল ওর ক্রোধের অনল, কিন্তু অঙ্গার তেতে ছিল, ফের দপ করে জ্বলে উঠল হ্যানলন। এখানে বিল ম্যাককরমিকের বরফ শীতল চেহারা আর লম্বা শরীর দেখতে পাচ্ছে না ও, এই বাঁটকুটা বয়স আর কাজের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে, শক্তিহীন, একে কাবু করা কোন ব্যাপারই না, দুচার ঘা দিলেই হবে! যেমন ভাবা তেমনি কাজ, খিস্তি দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করল হ্যানলন, ঝাঁপিয়ে পড়ল টোবির ওপর।

কিন্তু আগের সেই ক্ষিপ্রতা আর নেই এখন তার। পলকে একপাশে সরে

গেল টোবি বার্নস, পরক্ষণে চটপট কাউন্টারের নিচে হাত চালিয়ে ভোজবাজির মত একটা বন্দুক বের করে আনল। গান মাযলটা হ্যানলনের বেল্ট বাক্লস্ বরাবর তাক করল সে।

'তোমার কোন অধিকার নেই এমন একটা জায়গায় হাত দিতে যাচ্ছিলে তুমি, হ্যানলন!' মৃদু অথচ অবিচল কণ্ঠে বলল টোবি, 'কিন্তু সেটি হতে দিচ্ছি না আমি আজ। চেষ্টা করতে গেলেই চোরের মত গুলি করে লাশ ফেলে দেব আমি তোমার।'

কথাগুলো ছোটখাটো একটা মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার হাতে ধরা ভয়াল দর্শন অস্ত্রটাই যেন বিশাল করে তুলেছে তাকে। একে ঘায়েল করা যাবে না, বুঝতে পারল রস হ্যানলন, ওর মত এই লোকটাও এখন বুনো ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে, একটু বেচাল দেখলেই গুলি করে বসবে। আবার হতাশা গ্রাস করল তাকে। নিজের মনের ইচ্ছা মনেই রাখতে হলো। পরাজয়ের গ্লানি তেতো করে দিল তার অন্তর, প্রচণ্ড আবেগে এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল সে—হুইস্কির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে, সেটাই যেন পেটে পড়েছে; কিন্তু ওর দুলুনি সত্ত্বেও টোবির চোখ কিংবা তার হাতে ধরা অস্ত্রটার নল এতটুকু সরল না। এবং আবারও পিঠটান দিতে বাধ্য হলো হ্যানলন, ধীর কদমে বেরিয়ে এল রাতের অন্ধকারে। পরাজিত সৈনিক। এক ছুটে ঘুরে অন্ধকার কোরালে চলে এল সে। নিজের ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল, তারপর জানোয়ারটার আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছোটাতে শুরু করল।

শিট আয়রনে গসার্ডের ডেডফলের পরিবেশ পুরোপুরি স্বাভাবিক: একটা টেবিলে ছোট লিমিটের পোকার খেলছে চারজন; আরেকটা টেবিলে বসে রয়েছে ডিউক উইংগো, অলস ভঙ্গিতে সলিটেয়ার খেলার জন্যে তাস সাজাচ্ছে, তার কনুইয়ের কাছে বোতল আর গ্লাস রাখা; বিশাল ভারি শরীর নিয়ে বারের পেছনে একা বসে গসার্ড। ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের জোরাল শব্দ শোনা গেল, দরজার সামনে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। আড়ষ্ট হয়ে গেল সবাই, কে এল ভেবে সতর্ক ভাব ফুটে উঠল প্রত্যেকটা লোকের চোখেমুখে, কিন্তু অতিথিকে চিনতে পেরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল তারা—কেবল ডিউক উইংগো বাদে, খুব সাবধানতার সঙ্গে হ্যানলনের ওপর নজর রাখতে লাগল সে।

সোজা বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রস হ্যানলন, পকেটের সব টাকা বের করে বারের ওপর রাখল। 'এই টাকা থেকে রাতের ভাড়া কেটে রেখে তারপর হুইস্কি দাও, গসার্ড,' বলল সে।

অপরিষ্কার হাতে কয়েনগুলো গুণল গসার্ড।

'ভাড়া বাদ দিলে তো হুইস্কির জন্যে আর কিছুই থাকে না, হ্যানলন,' বলল সে।

'তাহলে আমার নামে খাতায় লিখে রাখো,' অধৈর্য ভঙ্গিতে ধমকে উঠল হ্যানলন, 'তারপর একটা বোতল দাও জলদি করে!'

মাথা নাড়ল গসার্ড। 'আমার এখানে বাকির কারবার চলে না। নগদ মাল না দিলে জিনিস পাবে না তুমি। আশ্চর্য তুমি যে এমন ফকির হয়ে গেছ কল্পনাই করা যায় না, হ্যানলন! সিয়েরা স্টার আউটফিটের হলোটা কি—ব্যবসা লাটে উঠেছে নাকি?'

হ্যানলনের হুইস্কির তেষ্টা ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠছে, কম্পিত হাতে একবার মুখ ঘষল সে।

'কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবে অনেক টাকা পেয়ে গেছি ওখান থেকে,' বলল হ্যানলন, 'পনেরো হাজার ডলারে স্লেডের কাছে আমার শেয়ার বেঁচে দিয়েছি। টাকা আনার জন্যে স্যাকরাম্যানতো রওনা হয়ে গেছে সে। ইয়েস, মিস্টার গসার্ড, অচিরেই তোমার লেআউটটা দশবার কিনে নেয়ার মত ক্ষমতা চলে আসছে এই ফকিরের হাতে। এবার কি একটা বোতল মিলবে?'

'পনেরো হাজার ডলার, অ্যাঁ?' টেনে বলল গসার্ড, তার ফোলাফোলা চোখে পলকের জন্যে চকচকে একটা ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'অনেক টাকা, মানতেই হয়। তাহলে বাকিতে একটা বোতল দেয়া যেতে পারে তোমাকে।'

বোতল আর গ্লাস বের করে দিল গসার্ড। দ্রুত দুগ্লাস হুইস্কি গলায় ঢালল হ্যানলন, পেটে নির্জলা লিকার পড়তেই একটু কেঁপে উঠল সে। আবার গ্লাসে মদ ঢালল, শেষ করে ফেলল এক ঢোকে। নেশা ধরতেই ঠোঁট পাতলা হয়ে গেল তার। 'হ্যাঁ, গসার্ড—ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছি আমি। জ্যাক ব্যাটাকে আমার আর সহ্য হচ্ছে না! একজনকে না একজনকে শেষতক বেরিয়ে আসতেই হত, অ্যালপাইন ক্যাম্পের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার—চাকর বাকরের মত থাকতে থাকতে কাহিল হয়ে গেছি একেবারে। হাতে হাজার পনেরো ডলার

এলে আবার আরামসে জীবন কাটানোর একটা সুযোগ পাব আমি।'

নিজের টেবিলে সলিটেয়ার খেলার জন্যে সাজানো তাস জড়ো করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ডিউক উইংগো; একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর স্বাভাবিক পদক্ষেপে বাইরে চলে এল। অন্ধকারে বেরিয়ে এসেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। নিজের ঘোড়াটা খুঁজে বের করে ছুটল ওটায় চেপে, আপনমনে বিড়বিড় করছে সে।

'পনেরো হাজার ডলার! স্বর্ণ মুদ্রা আনতে স্যাকরাম্যানতো গেছে জ্যাক স্লেড। উফ্, দারুণ!'

অ্যালপাইনে ক্যামেরনের শেরিডান হাউসেও গড়িয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক সময়। খানিক আগেও একটা পোকার খেলা চলছিল পল লিভারের টেবিলে, শেষ হয়ে গেছে এখন, একা বসে আছে গ্যাম্বলার, মসৃণ হাতে বারবার তাস শাফল করছে; কিন্তু তার দৃষ্টি আর মন একবার হয়তো অতীতের কোন ঘটনার কথা ভাবছে আবার হয়তো আন্দাজ করার প্রয়াস পাচ্ছে আগামী দিনগুলো কি নিয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

বারে আরাম করে বসে আছে ক্যামেরন। হঠাৎ বাইরে থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর চাকার ক্যাঁচ-ম্যাচ আওয়াজ ভেসে এল। চোখ তুলে তাকাল সে।

'স্টেজ,' ঘোঁৎ করে বলল আপনমনে।

কয়েক মুহূর্ত বাদে জো ব্যাটলস হাজির হলো। স্টেজ ড্রাইভারের পছন্দ ক্যামেরনের জানা আছে, বোতল আর গ্লাস ব্যাটলসের সামনে নামিয়ে রাখল সে।

'আজ বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এলে মনে হচ্ছে, জো?'

মাথা দোলাল ব্যাটলস, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে আয়েস করে চুমুক দিতে লাগল সে। উপভোগ করছে। 'খালি স্টেজ তো, দেরি করার মত কোন কারণও ছিল না।'

বুটের শব্দ পাওয়া গেল এবার। এক মাইনার পা রাখল বার রুমে। এগিয়ে এসে বারের ওপর উবু হয়ে দাঁড়িয়ে হুইস্কির ফরমাশ দিল সে ক্যামেরনকে। বার-মালিক হুইস্কি সার্ভ করে দাম বুঝে নিল। মাইনারের দৃষ্টি কামরাটা জরিপ করল একবার, তারপর আবার ক্যামেরনের দিকে ফিরল সে।

'এখানে সেকেন্ড-হ্যান্ড-গান কোথায় পাব বলতে পারো?' জানতে চাইল, 'আমার যা টাকা আছে তাতে নতুন জিনিস নিতে পারব না।'

'কি ধরনের অস্ত্র চাও?' জিজ্ঞেস করল ক্যামেরন।

'সিক্স-শুটার। ক্লেইমের পরিস্থিতি দিনকে দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমার ক্লেইমটা বাফেলো-ফ্ল্যাটে। ওটার মাইল খানেকের মধ্যে দু-দুটো ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে—দুজন প্রসপেকটরকে ছুরি মেরে সব কেড়ে নিয়ে গেছে লুটেরারা। এটা গত সপ্তাহর ঘটনা। হাতের কাছে অস্ত্র থাকলে অনেকটা ভরসা পেতাম।'

বারের একটা ড্রয়ার খুলে ওপরে তুলল ক্যামেরন।

'আমি বোধ হয় তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারব,' বলল সে, 'এখানে বেশ কয়েকটা হ্যান্ড-গান আছে, ব্যবসার অংশ হিসাবেই এগুলো আমার হাতে এসেছে। বন্ধক রেখে মালিক টাকা পয়সা ধার নিয়েছে, এই আরকি! তোমার পছন্দ মত বেছে নাও একটা, মাত্র বিশ ডলার দাম। সাবধানে নড়াচড়া করো যেন—গুলি ভর্তি অবস্থায় আছে অনেক কটা।'

এক এক করে পিস্তলগুলো হাতে নিয়ে ওজন করতে লাগল মাইনার, উল্টেপাল্টে দেখছে। তার মাথার টুপিটা বেশ নিচে নামানো, চেহারা দেখা যাচ্ছে না। পছন্দসই পিস্তলটা হাতে আসা মাত্র লোকটার দুচোখে শীতল দৃষ্টি ফুটে উঠল। লট-এর সেরা অস্ত্র ওটা এবং চেম্বারে এখনও তিনটা তাজা বুলেট ঠাসা রয়েছে। সিলিন্ডার ঘোরাল সে, একটা লোডেড চেম্বার জায়গামত এসে বসল।

'এটা,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাইনার, 'এটাই নেব আমি। কারণ এটা ড্যানের পিস্তল!'

এতক্ষণে মাথা উঁচু করল মাইনার; তার দুচোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি টম ক্যামেরনের বুকের রক্ত পানি করে দিল। 'তোমার নাম আমি অনেক শুনেছি, ক্যামেরন। এও শুনেছি তোমার হতচ্ছাড়া শটগানের গোলায় নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে তাদের অস্ত্র শিকারিদের ট্রফি সংরক্ষণের মত জমিয়ে রাখা তোমার অভ্যাস—অনেক সময় বিক্রিও করা—যেমন আমারই ভাইয়ের পিস্তল আমার কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছিলো আজ। আমার নাম ড্যাগান, ক্যামেরন-এড ড্যাগান। কিছুদিন আগে রাস্তার ওপর যাকে খুন করেছিলে তুমি তার নাম ড্যান, আমার ভাই। মনে হয় তোমাকে মারার চেষ্টা করেছিলও,

কিন্তু ওর গুলি ফস্কে গেছে। কিন্তু আমার হাতের টিপ অতটা খারাপ হবে না বলেই আশা করছি!'

একেবারেই শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করেছিল এড ড্যাগান, আস্তে আস্তে গম্ভীর কর্কশ হয়ে উঠল, হিংস্র শোনাল শেষের কথাটা।

প্রথমে মাইনারের মতলব ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ক্যামেরন, যখন বুঝতে পারল বজ্রাহতের মত চেহারা হলো তার, বেপরোয়া হয়ে গেল সে। বারের নিচে শেলফের ওপর আরেকটা অস্ত্র ছিল, কিন্তু শটগানই ক্যামেরনের চিরকালের পছন্দের অস্ত্র, অভ্যাসবশে সেটার দিকে হাত বাড়াল সে।

ব্যর্থ প্রয়াস। অনর্থক সময় নষ্ট হলো তার। শটগান পর্যন্ত হাত পৌঁছার আগেই মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড কেটে গেল, তারপর আরও সময় লাগল ওটা তুলে নিয়ে হ্যামার টেনে পেছনে এনে মাযলের নিশানা স্থির করতে—কাজটা সম্পূর্ণ করার অনেক আগেই প্রথম গুলিটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিল এড ড্যাগান। ক্যামেরনের বিশাল শরীরে আঘাত হানল সীসার টুকরো, সেঁধিয়ে গেল মাংসের গভীরে। গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় টলে উঠল ক্যামেরন, নিজেকে সামলানোর জন্যে বোতলের শেলফটা আঁকড়ে ধরতে গেল। অসংখ্য গ্লাস আর বোতল গড়িয়ে পড়ে ভাঙল ঝন্‌ঝন্ শব্দে!

আবার গুলি চালাল ড্যাগান। মন্থর গতিতে পাক খেলো টম ক্যামেরন, শিথিল হয়ে গেছে, কাটা কলাগাছের মত বারের ওপাশে লুটিয়ে পড়ল, দম ফুরিয়ে যাবার আগে নিজের অজান্তেই ট্রিগার টানল সে শটগানের। ওটার গর্জনে কেঁপে উঠল পুরো কামরা। বাকশটের চার্জে মেঝের কাঠের পাটাতনের চল্টা উঠে গেল অনেকখানি।

পলকে ঘুরে দাঁড়াল এড ড্যাগান, হাতের পিস্তল তৈরি। 'আরও একটা গুলি আছে আমার পিস্তলে। ওটা ব্যবহার করতে কেউ আমাকে বাধ্য কোরো না!'

পিছু হটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, উধাও হয়ে গেল নিমেষে।

যান্ত্রিকভাবে অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করল জো ব্যাটলস, তারপর বোকার মত বলে উঠল, 'তাজ্জব ব্যাপার!'

ঘর্মাক্ত চেহারায় স্টেজ ড্রাইভারের পাশে এসে দাঁড়াল পল লিভার।

'আগামী ট্রিপে আমি তোমার সঙ্গে যাব, জো!' বলল সে।

'আশ্চর্য,' আবার বলল জো ব্যাটলস, 'কি করে কি হয়ে গেল, ভাব দেখি! তাজ্জব ব্যাপার!'

বারো

মাঝ রাত নাগাদ স্টোন কোরালে বেন ফেরি'স ওয়ে স্টেশনে পৌছুল জ্যাক স্লেড আর লরা হল্ট, তখনও আলো জ্বলছে ওখানে।

'খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাক,' লরাকে বলল স্লেড, 'একটা কিছু পেটে দিতে হবে।' স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করল ও মেয়েটাকে। 'তোমাকে রাত বিরেতে এরকম টানা-হেঁচড়া করছি বলে মন খারাপ হচ্ছে না তো?'

'মোটেই না,' বলল লরা, 'বরং আমার কাছে একে অ্যাডভেঞ্চারের মত মনে হচ্ছে, দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি।'

অনেক মাইনারই তাদের ক্লেইমের নির্জন ঠাণ্ডা পরিবেশে রাত কাটাতে চায় না, বেন ফেরির ক্যাম্পফায়্যারের আশপাশে জটলা পাকায় তারা সব সময়, তবে তাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না লোকটা। জ্যাক স্লেড আর লরা হল্টকে আন্তরিক স্বাগত জানাল বেন। তার স্ত্রী ওদের কফি খেতে দিল। আধ ঘন্টাটাক বিশ্রাম নিয়ে রওনা দেয়ার আগে আরও এক কাপ করে কফি খেলো ওরা।

রাতের শীতলতম মন্থর প্রহর কাটছে এখন, এসময় মানুষের চেতনা লোপ পায় বোধ হয়; গায়ে ক্লোক জড়িয়ে রেখেছে লরা, নীরবতার মাঝে ডুব দিয়েছে সে, স্যাডলে কিছুক্ষণ ঝিমুতেও দেখা গেল তাকে। রাতটা অনেক দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে এখন ওদের কাছে। একসময় ছুরির ফলার মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল পোড়া কাঠের গন্ধ, রাস্তার ধারে কালো কয়লার লালচে আভা দেখতে পেল ওরা; হয়তো কোন ভবঘুরে নাইট-ক্যাম্প করেছিল এখানে।

একটা ক্যানিয়নে প্রবেশ করল ওরা, এখানে গাঢ় অন্ধকার, কাছেই পানির তীব্র স্রোত সগর্জনে ধেয়ে যাচ্ছে, ফেনা চোখে পড়ে; হাত বাড়ালেই ছোঁয়া

যাবে বুঝি! বাতাস এখানে একেবারেই বরফ শীতল, গায়ে রীতিমত কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্যানিয়ন থেকে বের হয়ে ফুটহিলে উঠে এল দুজন, এতক্ষণ ক্রমাগত নিচের দিকে নামছিল, সেই অনুভূতিটা বদলে গেল। ঘন হয়ে জন্মানো গাছপালার কলো সারি কমে এসেছে এখন, ছোট ছোট গাছ চোখে পড়ছে আস্তে আস্তে।

একের পর এক ঘন্টাগুলো পেরিয়ে গেল। অনেক মাইল পথ পেছনে ফেলে এল স্লেড আর লরা। একসময় কালো অন্ধকার ধূসর হতে শুরু করল; তারপর হঠাৎ করেই যেন জলের মত স্বচ্ছ সকালের উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত হলো সারা দুনিয়া। সামনে বিছানো দিগন্তজোড়া বিশাল উপত্যকাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। পিছনের পর্বতমালার ওপাশ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সূর্যটা, সামনে নিজেদের দীর্ঘ ছায়া পড়তে দেখল দুই অশ্বারোহী। সোনালি আভা গায়ে মেখে পুরো উপত্যকা অপরূপ হয়ে উঠল। লম্বা একটা দম নিল লরা। 'কি সুন্দর বিছিয়ে আছে উপত্যকাটা!' বিড়বিড় করে বলল সে, 'কি বিশাল বিরাট এলাকা!'

মৃদু হাসল স্লেড। 'সত্যি, সীমাহীন বলা যায়। ক্লান্ত নাকি?'

'কিছুটা,' স্বীকার গেল লরা, তারপরই আবার যোগ করল, 'আমার কিন্তু লাভই হচ্ছে একদিক দিয়ে। লুসি ফ্রেসার থাকলে হয়তো বলত স্থান-কালের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে বদলে নিচ্ছি আমি এখন। এত ক্ষুধার্তও আর কখনও মনে হয়নি নিজেকে!'

'শিগগিরই নাশতার ব্যবস্থা হবে,' ওকে বলল স্লেড, 'জন ডসনের র‍্যাঞ্চে থেমে নাশতা সেরে নেব আমরা।'

ডসনের র‍্যাঞ্চে নাশতা করে পাক্কা এক ঘন্টা বিশ্রাম নিল ওরা। ক্লান্ত ঘোড়া বদলে তরতাজা একজোড়া ঘোড়া নিল। অচিরেই দীর্ঘ যাত্রার অবসাদ কেটে গিয়ে আবার তরতাজা হয়ে উঠল দুই যাত্রী। ক্রমশ ওপরে উঠছে এখন সূর্যটা, গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দিতে চাইছে যেন উপত্যকাটাকে। ঠিক দুপুর বেলা গ্রিজলি স্প্রীংয়ে যাত্রা বিরতি করল ওরা আকাশছোঁয়া ওক গাছের ছায়ায়। সূর্যের আঁচ থেকে রেহাই পেয়ে শোকর করল।

পরে, বিকেলটা যেন আর কাটতে চাইছে না ওদের; তবে ধীরে ধীরে সামনে নদীর তীরে জমানো গাছপালার সারি দেখা যেতে লাগল।

'স্যাকরাম্যানতো নদী,' বলল স্লেড, 'শহরটা ওই নদী তীরেই!'

ওরা এল-ডোরাডো হাউসের সামনে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবশ্য সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এল প্রায়। লরাকে নামতে সাহায্য করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ফেলল স্লেড, অস্বস্তি বোধ করল লরা, চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল স্লেড। 'আবার ভুল হয়ে গেল—আসলে একটা অসভ্য আমি, তোমার পরিচিত জ্যাক স্লেড,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'খামোকাই কষ্ট দিলাম তোমাকে। স্টেজে চেপে আরও আরামে আসতে পারতে তুমি।'

দ্বিধা মিশ্রিত হাসল লরা। 'কথাটা ঠিক বললে না। আমি ঠিকই আছি। স্টেজে করে আসতাম না আমি, কারণ নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা নিচ্ছি আজ আমি।'

নদীর অল্প দূরেই এল-ডোরাডো হাউস, দোতলা দালান। লরার জন্যে স্লেডের বাছাই করা কামরাটার জানালাপথে বন্দরের প্রাণস্পন্দন দেখতে পেল ও।

একটা স্টীমার সরে যাচ্ছে ডক থেকে, ওটার প্যাডাল হুইল ফেনার একটা চিহ্ন ফেলে যাচ্ছে পেছনে। ঘুরে ভাটির দিকে এগোতে শুরু করল স্টীমার, সুদূর স্যান ফ্র্যানসিসকো ওটার গন্তব্য। একই রকম দেখতে আরেকটা স্টীমার, মাত্র পৌঁছেছে ওদিক থেকেই, অনেকটা পিছলে খালি বার্থটা দখল করে নিল। হুইস্‌ল্‌ বাজছে তীক্ষ্ণ শব্দে, এগজস্ট পাইপ দিয়ে গোধূলির আবছা আকাশের দিকে গলগল করে ধোঁয়া উগড়ে দিচ্ছে। মুরিং হাউসারগুলো শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো দ্রুত; গ্যাংপ্ল্যাংক বসানো হলো যথাস্থানে; হুড়মুড় করে তীরে নেমে আসতে শুরু করল যাত্রীরা।

মালপত্র নামানোর কাজে ব্যস্ত হলো ডেক হ্যান্ডরা। নানা ধরনের যানবাহন—বিশাল ডাবল হিচ ফ্রেইট আউটফিট থেকে শুরু করে মনুষ্যচালিত হুইলবারো—সবই রয়েছে, মালপত্র নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছে নিজস্ব গন্তব্যের উদ্দেশে। একে অন্যের সঙ্গে গলা চড়িয়ে কথা বলছে লোকজন। হাসি তামাশা করছে কেউ, অনেকে আবার মুখ খিস্তি করে যাচ্ছে অকথ্য ভাষায়। অস্থির হয়ে আছে সবাই। অধৈর্য ওরা। হাতের কাজ শেষ করে জলদি করে আবার অন্যকাজে হাত দিতে চায়, তর সইছে না কারও।

এটাই, উপলব্ধি করল লরা, এই বিশাল নবীন পশ্চিমের আসল চেহারা, জীবনের মূল সুর। হাজারটা কাজ পড়ে আছে, কিন্তু সারা দিনে এত সময়

কোথায় যে সব কাজ শেষ করবে! জ্যাক স্লেডের ক্ষমা চাইবার কথা মনে পড়ল লরার, মাত্র কয়েক মিনিট আগের ঘটনাটা; লরা জানে এটাই স্লেডের স্বভাব, অ্যালপাইনে বসবাসের ফলে জন্ম নিয়েছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের মত তার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে, এটা তার আত্মপ্রকাশের একটা ভাষা; তীব্র কর্মোন্মাদনার প্রয়োজনীয় শক্তি, এটা বাদে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

মৃদু পা ফেলে কামরায় এসে ঢুকল এক মেক্সিক্যান মহিলা; বাকিট ভর্তি গরম পানি রেখে গেল; তপ্ত পিঙ্গল গোধূলি লগ্নে একটা ল্যাম্পও জ্বালিয়ে দিল। হাত মুখ ধুয়ে ঝরঝরে হয়ে গেল লরা। স্লেড যখন দরজায় টোকা দিয়ে সাপারের আমন্ত্রণ জানাল খুবই আগ্রহ নিয়ে ওর সঙ্গে যোগ দিল সে। এল-ডোরাডো হাউস থেকে কয়েক দরজা তফাতে একটা স্যালুনে ঢুকে মেক্সিক্যান খাবারের স্বাদ উপভোগ করল ওরা। ঘরটা ছোটখাট, দারিদ্র্যের ছাপ চারধারে, ম্লান আলো জ্বলছে ভেতরে; কিন্তু খাবারটা অতুলনীয় ও পর্যাপ্ত।

'অল্টার মত এখানেও রাক্ষসের মত খাওয়া চলবে না,' বলল লরা, 'সাবধান থাকতে হবে।'

'আরে দূর,' ওকে বরং উৎসাহ জোগাল স্লেড, 'প্রাণ ভরে খাও তো তুমি! কাল সকালেই ফের অ্যালপাইনের রাস্তা ধরব আমরা, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হবে তখন।'

খাবার শেষ হবার আগেই চোখের পাতা ভারি হয়ে এল লরার, মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। ব্যাপার বুঝতে পেরে হাসল স্লেড।

'জলদি কামরায় ফিরে যাওয়া উচিত তোমার, লেডি,' বলল ও, 'নইলে শেষে এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে!'

সকালে রিভার বোটের হুইস্‌ল্‌-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজে লরার ঘুম ভাঙল। ভোরের আলোয় ভরে আছে কামরাটা। রাতে ব্ল্যাংকেটের নিচে ঢোকার পর দীর্ঘসময় স্যাডলে থাকার ক্লান্তিতে অসাড় পেশীর আপত্তি টের পেয়েছিল লরা, কিন্তু ঝাড়া দশঘন্টার স্বপ্নহীন ঘুম আর পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগে আবার সামলে উঠেছে ও, ফিরে পেয়েছে হারানো শক্তি।

স্লেড নাশতা খাবার জন্যে ডাকতে আসার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে গেল লরা।

নাশতা সেরে সোজা ওয়েলস ফারগো অফিসে গেল ওরা। বিল ম্যাককরমিকের চিরকুটের সুবাদে সঙ্গে সঙ্গে সমাদর পাওয়া গেল।

ম্যাককরমিক যেমন বলেছিল, ওদের দুজনের স্বাক্ষরের জন্যেই কাগজপত্র তৈরি করল কর্মচারীরা। প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা বুঝে নিল ওরা।

অফিসের সামনে ঘোড়া নিয়ে এল স্লেড, স্বর্ণ মুদ্রা ভাগ করে দুটো স্যাডলব্যাগে ঢোকাল।

'ওজনদার জিনিস নিয়ে যাচ্ছি আমরা সঙ্গে,' ব্যাখ্যা করল ও, 'দুভাগ করে নেয়ায় এখন দুটো ঘোড়ার জন্যেই এগুলো বহন করা সহজ হবে।'

স্লেডের স্যাডলের পেছনে একটা ব্ল্যাংকেট রোল রয়েছে, আগেই লক্ষ্য করেছে লরা। স্যাকরাম্যানতোর মাইল দুই দূরে আসার পর অল্পক্ষণের জন্যে থামল স্লেড, ব্ল্যাংকেট রোলটা খুলে পিস্তল আর গান বেল্ট বের করল। কোমরে বাঁধল গানবেল্ট, পিস্তলটা হোলস্টারে রাখল সে। লরার শঙ্কিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল, 'এটা ব্যবহার করার হয়তো কোন দরকারই হবে না। তেমন আশঙ্কা করছি না আমি। তবে যদি দরকার পড়ে যায়, এটার কোন বিকল্প নেই!'

গ্রিজলি স্প্রীংয়ে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করল ওরা। নিজের ব্ল্যাংকেটটা লরার জন্যে বিছিয়ে দিল স্লেড। হালকা বিশ্রামের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু লরা রাজি হলো না তাতে।

'আমার সঙ্গে এমন ভাব করছ যেন আমি ছোট খুকী,' সোজাসাপটা বলল সে, 'এটা মানতে পারছি না আমি। রাত নামার আগেই যদি ডসন র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে হয় তাহলে এখানে বেশিক্ষণ দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের।'

সুতরাং অল্প পরেই ফের পথে নামল ওরা। সামনে পর্বতমালার চূড়াগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখা গেল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন। আঁধার ঘনিয়ে আসার খানিক আগে ডসন র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল ওরা। এবার স্পষ্ট ঘোষণা করল স্লেড: 'এখানে পূর্ণ বিশ্রাম নেব আমরা, কাল সকালের আগে যাচ্ছি না এখান থেকে।'

আকাশে তখনও তারা জ্বলজ্বল করছে, ঘুম থেকে উঠে ডসন র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করল ওরা। পুরোপুরি সকাল হতে হতে ফুটহিলে পৌঁছে গেল, সামনেই ক্যানিয়নের খোলা মুখ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ক্যানিয়ন বরাবর মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলল দুজন। ওদের পাশ দিয়েই ফেনা তুলে বয়ে চলেছে নদীটা। পাহাড়ের প্রান্ত ঢাল বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ঘোড়াগুলো, মাঝেমাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে, বাধা দিল

না ওদের স্লেড, জোর খাটাল না কোন রকম।

চলার পথে আরও লোকজনের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে। গোটা কয়েক ফ্রেইটার দেখতে পেল, পায়ে হেঁটে চলেছে অনেকে, এদের বেশির ভাগই মাইনার, কেবল ভাল খনি আবিষ্কারের গুজবে কান দিয়ে সোনার সোনালি স্বপ্ন মরীচিকার পেছনে টুঁড়ে মরছে ওরা। আশার কোন শেষ নেই ওদের।

ক্যানিয়ন থেকে বের হয়ে গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। এখানে আবার ওদের নাগাল পেল সূর্যের আলো। পাইন আর ফারের তীব্র গন্ধে ভার হয়ে আছে চারপাশের বাতাস। ফ্যানট্যান ফ্ল্যাটে পৌঁছে স্যান্ডি পলার্ডের দেখা পেল ওরা, স্যাকরাম্যানতো থেকে আরও রসদ আনতে ফ্রেইট আউটফিট নিয়ে যাচ্ছে সে। খচ্চরগুলোকে বিশ্রাম আর খাবার দিতে এখানে থেমেছে স্যান্ডি, নিজে খাওয়ার জন্যে কফি তৈরি করছিল সে, স্লেড আর লরাকে দেখতে পেয়ে কফি পটে আরও খানিকটা কফি দিয়ে আগুন উস্কে দিল।

'নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তো,' পলার্ডকে বলল স্লেড, 'ভুলেই গিয়েছিলাম এবারের ট্রিপটা তোমার নামে বরাদ্দ করা হয়েছিল। যাহোক, স্যান্ডি, কথাটা তুমি ভুলে যাওনি দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

'ভোলার কোন জো আছে!' ঠাট্টার সুরে স্বীকার গেল স্যান্ডি পলার্ড, 'টোবি বার্নস কান একেবারে ঝালাপালা করে দিয়েছে আমার। তুমি বাইরে কোথাও গেলেই ব্যাটা এমন শুরু করে দেয় যেন সে-ই কোম্পানীর মালিক। ইয়ে, দারুণ কয়েকটা খবর আছে কিন্তু!' জানাল পলার্ড।

'আচ্ছা?' জানতে চাইল স্লেড, 'কি রকম খবর শুনি?'

বেশি কথা বলা স্যান্ডি পলার্ডের ধাতে নেই, এবারও যথারীতি সংক্ষেপেই সব বলল সে। 'আমার হিসাবে খবরগুলো ভালই। টম ক্যামেরন মারা গেছে—মিলো ট্যালনও!'

মুহূর্তের জন্যে বাক রুদ্ধ হলো স্লেড, পরক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে গা ঝাড়া দিল।

'টম ক্যামেরন—মিলো ট্যালন—ওরা দুজনই মারা গেছে?'

'হ্যাঁ,' আবার বলল স্যান্ডি পলার্ড।

'কখন—কিভাবে—?'

'ক্যামেরনকে গুলি করে মেরেছে এক মাইনার। আর একটা মাইনার'স

কোর্ট ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে ট্যালনকে।'

'কেন? পরিষ্কার করে খুলে বলো সব।'

উৎসাহ পেয়ে সব খুলে বলল স্যান্ডি পলার্ড। স্লেডকে জানাল, টম ক্যামেরন অ্যালপাইনের রাস্তায় শটগান দিয়ে যাকে হত্যা করেছিল তার ভাই এড ড্রাগান হিসাবে পরিচয়দানকারী মাইনার কিভাবে আপন ভাইয়ের অস্ত্র খুঁজে বের করে ক্যামেরনের বাররুমেই সেটা চালিয়েছে মালিকের ওপর।

'জো ব্যাটলসের চোখের সামনে ঘটেছে ঘটনাটা,' উপসংহারে বলল স্যান্ডি, 'আপনমনে বিড়বিড় করছিল তখন জো, বেকুব বনে গিয়েছিল সে। আর্ পল লিভার—ঘটনাটা সেও দেখেছে, এরপরই অ্যালপাইন থেকে সটকে পড়েছে ব্যাটা।'

'একেই বোধ হয়,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল স্লেড, 'বলে খোদার বিচার! ট্যালনের ব্যাপারটা কি বলো এবার।'

'আচ্ছা, বলছি,' ব্যাখ্যা করল স্যান্ডি পলার্ড, 'লোকটার নাম বোধ হয় রেইকস, তাকে ট্রেইল করে ট্যামার‍্যাকে গিয়ে হাজির হয়েছিল একদল মাইনার, ওরা সন্দেহ করছিল ওই লোকটাই সম্ভবত ক্রিক ডিগিংস-এ রাতের অন্ধকারে যেসব খুনখারাবী আর ডাকাতি হচ্ছে তার জন্যে দায়ী। লোকটা মিলো ট্যালনের কাছে কয়েক ব্যাগ গোল্ড ডাস্ট বিক্রি করার সময় তাকে হাতে-নাতে পাকড়াও করে ফেলে মাইনারের দল। ব্যাগগুলো মৃত মাইনারদের হিসাবে শনাক্ত করে তারা। ব্যস, ওখানেই বিচার আর শাস্তির ঝামেলা সেরে ফেলেছে মাইনাররা।

'রেইকস লোকটা যেই বুঝতে পারল ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই তখন ট্যালনকেও ধরিয়ে দিল সে, কিরে-কসম কেটে বলল আগাগোড়া জেনেশুনে তার কাছ থেকে চোরাই সোনা কিনে আসছে মিলো ট্যালন। এর আগেও বহুবার ট্যালনের কাছে প্রচুর সোনা বিক্রি করেছে সে। ট্যালন তার অভিযোগ অস্বীকার যাবার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, দাবি করছিল রেইকস মিথ্যা কথা বলছে। মাইনাররা তখন তাকে তার সেফ খুলতে বাধ্য করে। সেফে আরও কয়েকটা ব্যাগ ছিল, ওগুলোও শনাক্ত করে মাইনাররা। তারপর আর কি! একই গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওরা রেইকস আর ট্যালনকে। ট্যামার‍্যাকে থেকে খবরটা এভাবেই এসেছে আমাদের কাছে। জানি না কন্টিনেন্টাল সাপ্লাইয়ের কি হয়েছে তারপর, অবশ্য আমি তা নিয়ে ভাবিও না,

ওদের সঙ্গে আমাদের গোলমাল তো মিটে গেছে।'

স্যান্ডির সঙ্গে কফি খেলো ওরা, তারপর স্যান্ডিকে তার টিমের খালি লোডব্যাগ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করল স্লেড, ওয়্যাগন ব্যাংকে তুলে রাখল ওগুলো। লিড্ ওয়্যাগনের উঁচু বক্সে উঠে বসল স্যান্ডি পলার্ড, ব্রেক ঢিল করল, ঝাঁকি দিল জার্ক লাইনে। খচ্চরের দল নড়ে উঠল, টানটান হলো তাদের গলার রশি, ঝনঝনিয়ে উঠল চেইন, টাইট হলো—তারপর ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ওয়্যাগনগুলো। একশো গজের মত দূরে একটা বাঁকে হারিয়ে গেল। ঘুরে নরার দিকে তাকাল স্লেড।

গাছপালার নীরব বিষণ্ণ সারির দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। একটু যেন শিউরে উঠল সে।

'এখানকার রেওয়াজ আর অপরিমেয় সম্পদের জন্যে,' বলল নরা, 'এজায়গাটা মাঝে মাঝে আমার খুব ভাল লাগে আবার ভয়ও পাই··· ভায়োলেন্স—প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও লেগেই আছে।'

'মানুষ নিজেই তার পথ তৈরি করে,' গম্ভীর কণ্ঠে ওকে বোঝাল স্লেড, 'সেই পথে কোন খুঁত থাকলে তার জন্যে খেসারত দিতে হবেই। ক্যামেরন আর ট্যালনের বেলায় সেটাই ঘটেছে, আর কিছু না।'

'কিন্তু তাই বলে এরচেয়ে ভাল কোন উপায় কি ছিল না? খুনখারাবির পথই বেছে নিতে হবে সব সময়?'

'তা কেন,' বলল স্লেড, 'তবে মাঝে মাঝে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' কথা বলার সময় ক্যাম্পের জ্বলন্ত কয়লাগুলো পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে ফেলল স্লেড, তারপর নরার ঘোড়া নিয়ে এল ওর কাছে।

একনাগাড়ে ওপর দিকে উঠে গেছে পথটা, যেন আরও উঁচু চূড়া অপেক্ষা করছে ওদের কাছে নতি স্বীকার করার জন্যে। নীরবে এগিয়ে চলেছে নরা। স্যান্ডির কাছে ক্যামেরন আর ট্যালনের ভয়ংকর পরিণতির সংবাদ শোনার পর কেমন যেন চুপসে গেছে মেয়েটা। কিছু সময় পর শান্ত কণ্ঠে নীরবতা ভাঙল স্লেড। 'টম ক্যামেরন একদিন যখন রাস্তার ওপর একটা লোককে শটগানের গুলিতে হত্যা করল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে—সবই দেখেছ, শুনেছ। এড ড্রাগান—ক্যামেরনকে যে হত্যা করেছে—আপন ভাইকে হারিয়েছিল সেদিন। তোমাকে আগেও বলেছি আমি, খোলা মনে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে মিলো ট্যালনই তোমার ভাই পিটের অকাল মৃত্যুর

জন্যে দায়ী, পরোক্ষে হলেও; এতে কোনই সন্দেহ নেই। যেসব মাইনারকে হত্যা করে এতদিন তাদের সহায়-সম্পদ লুট করা হচ্ছিল সেসব হত্যাকাণ্ডের জন্যেও আসলে সেই দায়ী। সোনা লুট করার জন্যেই ঘটানো হচ্ছিল একের পর এক হত্যাকাণ্ড, ট্যালনই কিনে নিচ্ছিল চোরাই সোনা, জেনেশুনে। আমি এই ধরনের খুঁতের কথাই বোঝাতে চেয়েছি তোমাকে, ক্যামেরন আর ট্যালন দুজনই তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে জীবনের বিনিময়ে। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে বুঝতে পারবে আসলে ন্যায় বিচারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর মাধ্যমে। এবার ওসব পুরোপুরি ভুলে যাও তুমি!'.

চেষ্টা করব,' বলল নরা, 'আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

আরও এক ঘন্টা পথ চলল ওরা। অনুচ্চ একটা চূড়া পেরিয়ে এল, তারপর বেশ প্রশস্ত একটা পাস ধরে সামনে এগিয়ে চলল দুজন। দুপাশে ঘন হয়ে জন্মেছে উঁচু উঁচু গাছপালা। পাসের গভীর তলদেশে পৌঁছার পর আচমকা কর্কশ বিদ্রূপাত্মক একটা চিৎকার আঘাত করল ওদের কানের পর্দায়।

'এবার আমার পালা, জ্যাক—আমার পালা!'

গলার আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে চট করে সেদিকে নজর ফেরাল ব্লেড। আন্দাজ গজ তিরিশেক দূরে গাছপালার সীমানায় বুক সমান উঁচু আভারক্রশের একটা বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র লোকটা—ডিউক উইংগো, হাতে ওটা হেনরি রাইফেল, ওটার মাযল আশ্চর্যরকম স্থির হয়ে আছে ব্লেডের বুক বরাবর।

সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নড়ে উঠল জ্যাক ব্লেড, সজোরে একটা ঝাঁকি লাগাল লাগামে, নিমেষে লাফিয়ে উঠল ওর ঘোড়া, আগুপিছু করতে লাগল। মুক্ত হাতে সাঁৎ করে পিস্তল বের করে আনল ও হোলস্টার থেকে, বিদ্যুৎ গতিতে পরপর দুবার টান দিল ট্রিগারে, গর্জে উঠল প্রতিপক্ষের হেনরিও এবং ব্লেডের বুক বরাবর ছোঁড়া বুলেটটা ওর ঘোড়ার উঁচিয়ে রাখা মাথায় সেঁধিয়ে গেল থ্যাপ করে।

পলকে প্রাণ হারাল জানোয়ারটা, হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়তে শুরু করল, এতই দ্রুত যে সরে যাবার কোন সুযোগই পেল না ব্লেড। ধপাস করে আছড়ে পড়ল ঘোড়া, সেই সঙ্গে মাটিতে বাড়ি খেল ব্লেডের শরীর, ওর ডান পা আটকা পড়ল মৃত পশুটার শরীরের নিচে। হাত আর কাঁধে ধাক্কা লাগায় ছিটকে

নাগালের বাইরে চলে গেল পিস্তলটা।

ফুসফুসে গুলি নিয়ে গাছপালার সীমানায় আভারগ্রোথের বেড়ার ওপাশে কাঁপছে এখন ডিউক উইংগো; দ্রুত প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে তার। সে ট্রিগার টানার সময় ব্লেডের দ্বিতীয় গুলিটা তাকে ঘায়েল করেছে।

পুরো ব্যাপারটা আকস্মিক; আদিম এবং ভয়াবহ! গুলির প্রচণ্ড আওয়াজের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল গাছপালার মাঝে, সারা পৃথিবী যেন দীর্ঘ একটা মুহূর্তের জন্যে হতচকিত হয়ে গেল। নীরবতা নেমে এল চরাচরে। তারপরই আবার অটুট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কর্কশ ভয়াল পাশবিক একটা হুঙ্কার ভেসে এল—কেবল একজনের গলা থেকেই বেরোতে পারে এমন আওয়াজ—লার্ড ব্রিন্টন!

ডিউক উইংগোর সঙ্গে একই ঝোপের আড়ালে ছিল দানবটা। ঝোপ ছেড়ে উবু হয়ে সবেগে তেড়ে আসতে শুরু করল সে। ব্লেড অসহায় ঘোড়ার নিচে আটকা পড়ে আছে দেখতে পেয়ে আবার গর্জে উঠল ব্রিন্টন; বিজয়ের সুর ধ্বনিত হলো এবার তার কণ্ঠে। তার ভোঁতা মন্থর স্মৃতিতে এখনও গেঁথে আছে অন্টার সেই পরাজয়ের কথা, সেদিন ব্লেড খালিহাতে ওকে হারিয়ে দিয়েছিল মারামারিতে, নির্দয়ভাবে পিটিয়েছিল! আজ সেই অপমানের বদলা নেবে!

ডিউক উইংগোর সঙ্গে বন্দুক নিয়েই অ্যাম্বুশ পেতে বসেছিল লার্ড ব্রিন্টন। জ্যাক ব্লেডের ওপর অনায়াসে নিশ্চিন্তে এখন ওটা ব্যবহার করতে পারত সে। কিন্তু অস্ত্র ব্যবহারে নিজের দক্ষতায় কোনদিনই ব্রিন্টনের আস্থা নেই। নিজের দানবীয় শারীরিক শক্তিকেই সে বিশ্বাস করে। ব্লেডের দিকে তেড়ে আসার সময় দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিল ব্রিন্টন, থাবার মত কিঞ্চিত বাঁকিয়ে মেলে দিল আঙুলগুলো। ব্লেডকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে এখুনি!

নরা হন্ট দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে। এত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটছে ব্যাপারগুলো, খানখান করে দিচ্ছে পর্বতমালার প্রগাঢ় শান্তি আর নিস্তব্ধতাকে, কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছে না যেন ওর মন, বিশ্বাস হচ্ছে না নিজের চোখকে।

কিন্তু ওই তো পড়ে আছে জ্যাক ব্লেড, পথের ধুলায়; ঘোড়ার ভারি শরীরের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে! ওকেই ডাকছে চিৎকার করে! 'আমার পিস্তল, নরা! জলদি নাও ওটা! আমার পিস্তলটা নাও!'

লার্ক ব্রিন্টনের হুঙ্কারে আবার মাটির পৃথিবীতে ফিরে এল নরা হল্ট। আতঙ্কে সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে উঠল ওর। বিশাল দানবের মত গাছপালা ভেদ করে তেড়ে আসছে লোকটা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও...

স্লেডের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আবার।

'আমার পিস্তল—জলদি হাতে নাও ওটা, নরা! জলদি; মাই গার্ল—পিস্তল নিয়ে গুলি চালাও! কাজে লাগাও ওটা!'

এরপর কিভাবে কি ঘটেছে ঠিক বলতে পারবে না নরা। নিজের অজান্তেই স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও। স্লেডের বাড়িয়ে রাখা হাতের নাগালের বাইরে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিল বোকার মত। বিরাট এবং ভারি মনে হলো ওটাকে। দুহাতে বাঁট জাপ্টে ধরল নরা। লার্ক ব্রিন্টনের আরেকটা হুঙ্কার ওর গায়ের রক্ত পানি করে দিল যেন, তবে সমস্ত মনোযোগ একত্র করতেও সাহায্য করল। চোখ আর পিস্তল দানবটার ওপর স্থির করল নরা। কাছে এসে পড়েছে ব্রিন্টন, বিপজ্জনক কাছে!

'গুলি চালাও, গার্ল, টান দাও ট্রিগারে!' টানা দেয়া তারের মত উত্তেজনা ঝরে পড়ল স্লেডের কণ্ঠ থেকে।

পিস্তলের হ্যামার টেনে পেছনে নিয়ে এল নরা, টান দিল ট্রিগারে। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। রিকয়েলের ধাক্কায় হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্রটা। বারুদের ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল লার্ক ব্রিন্টনের চেহারা, তাই দৈত্যটার ডান চোখের ঠিক ওপরে সহসা তৈরি হওয়া নীলচে গর্তটা দেখতে পেল না নরা। এখনও তেড়ে আসছে দানবটা! মনে হচ্ছে স্লেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই! তারপর আচমকা শ্লথ হয়ে গেল ব্রিন্টনের গতি, টলতে টলতে স্লেডের মৃত ঘোড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

অসহায়ভাবে মাটিতে বসে পড়ল নরা, দুহাতে মুখ ঢাকল। আবার কাঁপন শুরু হলো ওর দেহে।

'শান্ত হও,' স্লেডের স্বস্তিদায়ক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। 'শান্ত হও! আরও কাজ করতে হবে তোমাকে। ঘোড়াটা আমার গায়ের ওপর থেকে সরানোর ব্যবস্থা করো। তোমার ব্রংকটাকে কাজে লাগাও!'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একাজটাও করতে পারল নরা। মৃত ঘোড়াটার গলায় দড়ি বাঁধল ও, ওটার মুক্ত প্রান্তটা জড়িয়ে দিল নিজের স্যাডলহর্নের সঙ্গে; কাজটা করতে গিয়ে লার্ক ব্রিন্টনের একেবারে কাছে যেতে হলো ওকে, ছোঁয়া

লেগে গেল দু-একবার, ঘৃণায় রী রী করে উঠল পুরো শরীর, বুঝতে পারল শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না ওর, অবশ্য করণীয় যা সেটাই করল।

কি সুন্দর দেশ, বিমূঢ় চিত্তে ভাবল নরা, অথচ তবু কি নিষ্ঠুর! এই যে অদ্ভুত রীতি আর চাহিদা—এটাই এখানকার আসল রূপ, আসল পরিচয়। এই দেশ পছন্দসই কিছু মানুষকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করে নেয়...গ্রহণ করে তারপর...

ঘোড়ার ভার সরে যাওয়ার পর ফাঁকা জায়গায় উঠে দাঁড়াল স্লেড, কয়েক মুহূর্ত খুঁড়িয়ে পা পরখ করল, তারপর এগিয়ে গিয়ে তাকাল নরার দিকে।

'তোমার হবে,' সহজ কণ্ঠে বলল ও, 'সত্যি বলছি, তোমার হবে!'

তেরো

গাছপালার গজ পঞ্চাশেক ভেতর দিকে ডিউক উইংগোর ঘোড়াটার খোঁজ পেল জ্যাক স্লেড। আদিম জংলী পন্থায় পাহাড় প্রান্তর টুঁড়ে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল লার্ক ব্রিন্টনের, বোঝা যাচ্ছে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি—পায়ে হেঁটেই হাজির হয়েছিল সে এখানে। উইংগোর রাইডিং গিয়ার বদলে ঘোড়ার পিঠে ওর নিজের গিয়ার চাপাল জ্যাক স্লেড। টেনে হিঁচড়ে ব্রিন্টনের লাশটা রাস্তা থেকে সরাল ও, তারপর স্যাডলে উঠে বসল।

'চলো, এগোই আমরা,' আস্তে করে বলল নরাকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় 'থ' হয়ে গিয়েছিল নরা, এখন অনেকটা সামলে উঠেছে, লাশ দুটো যেখানে পড়ে আছে সেদিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'এভাবেই ফেলে যাবে ওদের?'

'যাবার পথে বেন ফেরিকে বলে দেব,' বলল স্লেড, 'ওদের ব্যবস্থা করতে লোক পাঠিয়ে দেবে সে।'

একটানা সামনে এগিয়ে চলল দুজন, নীরব। বলার মত কোন কথা নেই, উৎসাহ হারিয়েছে। ওরা যখন স্টোন কোরালে পৌছুল তখন বিকেল মরে এসেছে; বিশ্রাম কিংবা যাত্রাবিরতির প্রস্তাব নাকচ করে দিল নরা। 'মিস্টার ফেরিকে কেবল খবরটা জানিয়ে দাও,' স্লেডকে বলল ও, 'তারপর আবার এগোব আমরা। তাড়াতাড়ি কেবিনের নিরিবিলি পরিবেশে ফিরতে চাই আমি।'

ওরা যখন অন্ধকারে অ্যালপাইনের আলোর দেখা পেল তখন বেশ রাত। ঘোড়া নিয়ে সোজা নরার কেবিনের দিকে এগোল দুজন। নরাকে স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করল স্লেড এবং সে নিরাপদে কেবিনে গিয়ে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এবার বিল ম্যাককরমিকের অফিসের দিকে পা বাড়াল ও, ঘোড়াগুলোও এগোল পেছন পেছন। মানসিকভাবে অস্থির এবং ক্লান্ত স্লেড। ম্যাককরমিকের অফিসে আলো জ্বলছে।

স্যাডলব্যাগ দুটো বয়ে নিয়ে বিল ম্যাককরমিকের কাউন্টারে নামিয়ে রাখল স্লেড। পাইপের ধোঁয়ার আড়াল থেকে ওকে জরিপ করল ওয়েলস ফারগো এজেন্ট। 'যে কাজে গিয়েছিলে সেটা সারতে পেরেছ বলেই তো মনে হচ্ছে,' বলল সে, 'কিন্তু তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন, খুশি হওনি যেন! ব্যাপার কি?'

'অনেক দাম দিতে হলো!' গম্ভীর ভাবে বলল স্লেড, 'আসলে বিনামূল্যে পৃথিবীতে কিছুই মেলে না এবং প্রায়ই বেশ চড়া মূল্য দিতে হয় মানুষকে!'

'আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলো,' অনুরোধ করল বিল ম্যাককরমিক, 'বুকের ওপর থেকে ভারটা সরাতে পারলে ভাল বোধ করবে।'

গুটআউটের ঘটনাটা বিল ম্যাককরমিককে জানাল জ্যাক স্লেড, শুনে নাক কোঁচকাল ওয়েলস ফারগো এজেন্ট। 'আরে, ব্যাপারটা এভাবে চুকে গেছে বলে বরং শোকর করো, দোস্ত। ভুলে যাও সব বেমালুম। ডিউক উইংগো কিংবা লার্ক ব্রিন্টনের জন্যে চোখের পানি ফেলতে যাবে না কেউ। ওদের মৃত্যুতে এখানকার সৎ মানুষগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, বরং উপকারই হয়েছে; আমি আরও দুজনের নাম করতে পারি যাদের কথা ভবিষ্যতে কেউ মুখেও আনবে না আর।'

'ক্যামেরন আর ট্যালনের কথা বলছ তো?' জানতে চাইল স্লেড, মাথা দোলাল ম্যাককরমিক। 'ফ্যানট্যান ফ্ল্যাটে স্যান্ডি পলার্ডের সঙ্গে দেখা

হয়েছিল, ওর কাছেই শুনেছি ওদের মারা যাবার খবর। ট্যালনের ব্যাপারটা আমাকে অবাকই করেছে খানিকটা, যদিও অবাক হবার কোন কারণ নেই হয়তো, সবকিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে এমনকিছু হওয়াটাই বরং স্বাভাবিক। মাইনার'স কোর্ট কোন ভুল করেনি, ধরে নিতে পারি, কি বলো?'

'একটুও ভুল হয়নি ওদের,' জোরের সঙ্গে স্লেডের সন্দেহ নাকচ করে দিল ম্যাককরমিক। 'আর ক্যামেরন? ওর জন্যে তো অনেক আগে থেকেই তোলা ছিল শাস্তিটা!'

গম্ভীর চিন্তিত চেহারায় কামরার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে একবার পায়চারি করল জ্যাক স্লেড, আহত পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছে। 'বিল, ডিউক উইংগো আর লার্ক ব্রিন্টন আগে থেকেই ওই নির্দিষ্ট জায়গাটায় ওত পেতে বসেছিল। আমি আর নরা কখন হাজির হব তার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তা কি করে হয়? আমরা যে স্যাকরাম্যানতো গেছি ওরা সে খবর জানল কিভাবে? আমরা কেন গেছি তাই বা জানতে পেল কি করে?'

'একেবারে সহজ উত্তর,' বলল ম্যাককরমিক, 'তোমাদের সাবেক পার্টনার মিস্টার রস হ্যানলন বরাবরের মত মদ টেনে টাল হয়ে আশপাশের সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিল খবরটা। শুনেছি শিট আয়রনে গিয়েও নাকি কথাটা উগড়ে এসেছে। তোমার কাছে নিজের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে, তোমরা স্যাকরাম্যানতো থেকে ফিরে এলেই ওর পকেটগুলো ফুলে ঢোল হয়ে যাবে—এইসব আর কি! খোদার অপার মহিমা বলতে হয় তোমরা কয়েকটা হোল্ডআপের মুখে পড়োনি! জ্যাক, হ্যানলন লোকটা খালি খারাপ না, দুনিয়ার জঘন্যতম একটা মাতাল এবং অপদার্থ। স্যাডলব্যাগগুলো কি সেফে তুলে রাখব?'

'সকাল পর্যন্ত থাকুক তোমার কাছে। সকালে হ্যানলনকে খুঁজে বের করে ওর পাওনা ওকে বুঝিয়ে দেব। যত জলদি সম্ভব ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে চাই আমি!'

স্যাডলব্যাগগুলো নিরাপদ স্থানে তুলে রেখে বোতল আর একজোড়া গ্লাস বের করল বিল ম্যাককরমিক।

'কখনও সখনও ভাল কোন উপলক্ষ্য পেলে চলে আর কি,' বলল সে, 'যেমন ধরো আজকের কথা। তাছাড়া তোমাকে দেখে মালুম হচ্ছে পানির চেয়ে কড়া কিছু না হলে এ মুহূর্তে চলবে না তোমার।'

দু'গ্লাস মদ ঢালল ম্যাককরমিক। খালি পেটে হুইস্কি পড়তেই কাঁধজোড়া কুঁকড়ে গেল স্লেডের, কুঁচকে উঠল ঠোঁটজোড়া। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির প্রভাব টের পেল ও।

'জিনিসটা আসলেও দরকার ছিল আমার,' স্বীকার গেল। ওর গ্লাস আবার ভর্তি করে দিল ম্যাককরমিক। খেই ধরল স্লেড। 'ইয়ে, শহরে ঢোকার সময় দেখলাম শেরিডান হাউসে আলো জ্বলছে। ক্যামেরনের মৃত্যুর পর কে চালাচ্ছে তবে ওটা?'

'টোরিবিয়া গার্সিয়া,' ব্যাখ্যা করল বিল ম্যাককরমিক, 'বুড়োর সঙ্গে আলাপ করেছি আমি, ক্যামেরনের কোন আত্মীয়-টাত্মীয় থাকলে তাদের খোঁজ না মেলা পর্যন্ত হোটেলটা চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে লোকটা। একেবারেই অস্থায়ী ব্যবস্থা, তবে আপাতত কাজ চলবে।'

এবার অনেকটা অলস ভঙ্গিতে দ্বিতীয় দফা ড্রিংক নিল স্লেড, তারপর বিদায় নেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। 'অনেক হলো, তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল ম্যাককরমিকের উদ্দেশে।

এমনি সময় হঠাৎ রাস্তায় ছোটাছুটির শব্দ পাওয়া গেল। অফিসের খোলা দরজার সামনে দিয়ে ছুটে গেল এক লোক, উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটা কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে গেল সে—'শেরিডান হাউস—ছুরি মারামারি—হ্যানলন—'

একছুটে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এল জ্যাক স্লেড আর বিল ম্যাককরমিক। স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাল ওরা। শেরিডান হাউসের সামনে একটা জটলা সৃষ্টি হয়েছে। কাঁধের ধাক্কায় পথ করে দরজার দিকে এগোল স্লেড। তীব্র প্রতিবাদ জানাল জনতা। ভেতরে বাররুমেও লোকজন গিজগিজ করছে। মেঝেয় পড়ে থাকা একটা লাশের খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যেন। বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেক্সিক্যান বুড়ো টোরিবিয়ো গার্সিয়া, ছেঁড়াফাড়া একটা বার-টাওয়েল দিয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ মুছছে।

মেঝেয় পড়ে থাকা লাশটা রস হ্যানলনের। হৃৎপিণ্ড বরাবর ছুরির ঘায়ে ওর মৃত্যু ঘটেছে। হুইস্কির প্রভাবে থলথলে হয়ে যাওয়া গালে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মদ্যপের মতই লাগছে, গা থেকে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ এসে ধাক্কা মারছে নাকে। ওর শার্টের বুকের কাছে রক্তের দাগ আর চেহারায় ফ্যাকাসে

ছাপ পড়তে শুরু না করলে হয়তো মনে হত মাতাল অবস্থায় মেঝের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে!

মুখ তুলে চারপাশে নজর বোলাল স্লেড। 'ঠিক আছে,' ধমকের সুরে বলল ও, 'কে করল কাজটা?'

'বুড়ো মেক্স,' বলল একজন, 'গার্সিয়া।'

এবার গার্সিয়ার দিকে তাকাল স্লেড। বার থেকে সরে এসেছে সে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, পুরোপুরি আত্মসচেতন।

'কথাটা সত্যি, সেনর জ্যাক।' বলল সে। 'আমি মেরেছি ওকে। আমি, টোরিবিয়ো গার্সিয়া।' কিন্তু সেজন্যে অনুতপ্ত নই মোটেই। ও আমাকে মেরেছে বলেই কাজটা করতে বাধ্য হয়েছি। আগেও একবার আমার গায়ে হাত তুলেছিল সে। কিন্তু আমরাও—আমি আর আমার আর্মেলা সোনা—আমাদের ইজ্জত বাঁচাতে জানি!'

স্লেডের পাশ থেকে এবার কথা বলল বিল ম্যাককরমিক। 'তোমাকে ও কেন মেরেছিল, টোরিবিয়ো?'

'আমি আর্মেলাকে বিয়ে করে ওকে ওর ওয়াদা রক্ষা করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যাতে বাচ্চা হওয়ার পর ওর পিতৃত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন না উঠতে পারে। আমার কথা শুনে হেসেছে সে, গালি দিয়েছে যা তা বলে, তারপর আমাকে মেরেছে। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সেনর। আমার আর আর্মেলার—আমাদেরও মান-সম্মান আছে, ইজ্জত বাঁচানোর অধিকার আছে। সেজন্যেই যা করেছি তার জন্যে আমার কোনই দুঃখ নেই। এখন আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারো তোমরা।'

অনেকক্ষণ পায়ের কাছে পড়ে থাকা হ্যানলনের লাশের দিকে তাকিয়ে থাকল স্লেড, তারপর চোখ তুলে তাকাল টোরিবিয়ো গার্সিয়ার দিকে। ক্লান্তি মেশানো কণ্ঠে আস্তে আস্তে কথা বলল, একটুও কাঠিন্য ফুটল না ওর কণ্ঠস্বরে। 'কোন চিন্তা করো না তুমি, টোরিবিয়ো গার্সিয়া। সবারই আত্মরক্ষার পাশাপাশি মর্যাদা রক্ষারও অধিকার আছে!'

স্লেডের কাঁধে হাত রাখল বিল ম্যাককরমিক, চেপে বসল শক্ত হয়ে। 'দোস্ত, তোমার গভীর প্রজ্ঞাকে সালাম জানাই আমি! এবার এখান থেকে বিদায় হও তুমি, বিশ্রাম নাও গিয়ে। বাকিটা আমি দেখছি!'

দিনের পর দিন গড়িয়ে গেল, তারপর সপ্তাহ। ড্রাইভিং ওঅর্কে ডুবে গেছে জ্যাক স্লেড, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে এসেছে ও, ফিরে পেয়েছে আগের উদ্দীপনা। লরা হন্টের চেয়ে ওর জন্যে অবশ্য সহজই হলো ব্যাপারটা। কিন্তু নিজের কেবিনেই সারাক্ষণ কাটাচ্ছে লরা। বিল ম্যাককরমিক ওকে রস হ্যানলনের ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলার পর নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। বিল ম্যাককরমিক বুদ্ধিমান, জো ব্যাটলস মারফত ফ্রেসার'স মিডৌতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল সে তখনই, কি করা উচিত জানত; তো কারসন থেকে ফেরার পথে লুসি ফ্রেসারকে অ্যালপাইনে নামিয়ে দিয়ে গেল স্টেজ।

লুসি দরজায় টোকা দিতেই সাড়া দিল লরা এবং অতিথিকে চিনতে পেরে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল। 'লুসি ফ্রেসার! খোদা তোমার অনেক হায়াত দিন! তুমি আসায় কি যে ভাল লাগছে! খুব খুশি হয়েছি আমি, সত্যি!'

'জানতাম তুমি খুশি হবে,' সোৎসাহে জবাব দিল লুসি ফ্রেসার, 'শুনলাম তুমি নাকি অনর্থক নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, সত্যি?'

'কষ্ট কিনা ঠিক বলতে পারব না,' জবাব দিল লরা, 'তবে এটুকু জানি আমার ভুল সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে আমাকে! লুসি, আমি নিজের হাতে একজনের জীবন কেড়ে নিয়েছি!'

'একান্ত বাধ্য হয়েই তো নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তবু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না একটা মানুষকেই গুলি করে মেরে ফেলেছি, তার ছায়া আমার পিছু ছাড়ছে না!'

'বাজে কথা!' বলল লুসি ফ্রেসার, 'লার্ক ব্রিন্টনকে দুপেয়ে একটা জন্তু বলাই মানানসই! সে যাই হোক, আসল কথা হলো তুমি সেদিন হিংস্র দানবটাকে হত্যা না করলে এখন আর বেঁচে থাকত না জ্যাক স্লেড। তারপর তোমার ওপর যে কি দুর্ভোগ নেমে আসত তা একমাত্র খোদাই বলতে পারে। শোনো মেয়ে, এই সহজ কথাটা কেন ঢুকছে না তোমার মাথায়! এসো, এক কাজ করা যাক, তুমি কফি বানাও, তারপর পুরো ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বিচার করব আমরা।'

লুসি ফ্রেসারকে নিয়ে নিজের কিচেনে এল লরা। এক পট কফি বানাল; চুলোর আগুনটা আরও বাড়িয়ে দিল। কাজ করতে করতেই গম্ভীর কণ্ঠে কথা

বলল ও।

'তোমার কথা ঠিক আছে, মানছি,' স্বীকার করল লরা, 'কিন্তু শুরু থেকেই এখানকার যে জিনিসটা আমাকে আঘাত দিয়ে আসছিল তা হলো ভায়োলেন্স—এখানকার নিষ্ঠুরতা, একে অন্যকে ধ্বংস করে দেয়ার মানসিকতা আমার সহ্য হয়নি, অথচ এসব কারণে সবাইকে দোষ দিয়ে শেষে ঠিক সেই কাজটাই করে বসলাম নিজেই, নিজের কাছে তাই অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাজে কথা,' ঘোষণা করল লুসি ফ্রেসার, 'একেবারেই অর্থহীন! তোমার কোন দোষ থাকলে সেটা হচ্ছে ঠিক সময় মত ঠিক কাজটা করেছ তুমি এবং সেটা করার সাহস আছে বলে তোমার আসলে গর্ব করা উচিত, অযথা এ নিয়ে আর মুখ গোমড়া করে থেকো না, নিজেকে দোষ দিয়ো না, মাথা সোজা করে দাঁড়াও এবার। তোমার বয়স কম, সামনে পড়ে আছে পুরো জীবন, বিশাল অসম্ভব সুন্দর এই পৃথিবীটা উপভোগ করার অপেক্ষায় পড়ে আছে! নিজেকে খামোকা আর কষ্ট দিয়ো না, কেমন?'

ঘুরে অতিথির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল লরা। 'আমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি!' বলল বিড়বিড় করে, 'আসলেই কি তাই?'

'আগাগোড়া,' বলল লুসি ফ্রেসার, 'তো ব্যাপারটা যখন ফয়সালা হয়ে গেল, এসো, এবার অন্য একটা প্রসঙ্গে আলাপ করা যাক। তামাক-খোর বুড়ো বদমাশ ব্যাটলসের কাছে শুনলাম এই অ্যালপাইনে নাকি আরেকটা মেয়ে আছে যার বয়স্কা এক মহিলার মুখে আশা আর সান্ত্বনার কথা শোনা দরকার! মেক্সিকান মেয়েটা—আর্মেলা গার্সিয়া—ওর কি খবর?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লরা। 'জঘন্য ব্যাপার!' বলল ও, 'আমি এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না?'

'তবু বলতে হবে!' নাছোড়বান্দা লুসি ফ্রেসার, তবে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক। 'বিবেকহীন একটা বদমাশের সঙ্গে সে-ই প্রথম বোকার মত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি এই দুনিয়ায়, তেমনি এটাই শেষ ঘটনা নয়। বুঝতে পারছি ব্যাপারটার সঙ্গে হ্যানলন জড়িত বলেই তোমাকে এতটা নাড়া দিয়েছে। কিন্তু তারপরও হ্যানলন তো আসলে আস্ত একটা বদমাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সব অর্থেই খারাপ ছিল সে! সে তার বদমায়েশির উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে। ওর কথা আমরা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের সাহায্য আর সহানুভূতির

দরকার আছে আর্মেলার।'

'প্লীজ!' আবেদন জানাল লরা, 'এনিয়ে আমি কথা বলতে চাই না!'

লুসি ফ্রেসারের দৃষ্টি গরম হয়ে উঠল। 'এবার কিন্তু,' সরাসরি বলল সে, 'তোমার ওপর রাগ করব আমি। স্বার্থপরের মত আচরণ করছ তুমি। মনে হচ্ছে আবার সেইন্ট লুইতে ফিরে গেছ যেন, মর্যাদাবোধের মেকি খোলস চাপিয়েছ গায়ে! শোনো, লরা হল্ট, তোমাকে ঘৃণা করতে চাই না আমি, কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যে সেটাই করতে হবে বলে মনে হচ্ছে!'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে দাড়িয়ে থাকল লরা, নতি স্বীকার করবে না। লুসি ফ্রেসারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। আচমকা জলে ভরে উঠল ওর চোখ দুটো, লুসি ফ্রেসারের বাড়ানো দুহাতে আশ্রয় নিল, মাতৃস্নেহে ওকে জড়িয়ে ধরল মহিলা।

'আহা, কাঁদে না!' ওকে সান্ত্বনা দিল লুসি, 'কড়া কথা বলার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে নিজের দুঃখ ভোলার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো আন্তরিকভাবে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়া। তোমাকে কথা দিতে হবে আজ, আর্মেলা বেচারাকে যেভাবে সম্ভব সাহায্য করবে তুমি। এই মুহূর্তে সাহায্য আর সহানুভূতি বড্ড প্রয়োজন ওর। আমিই সাহায্য করতে পারতাম ওকে, কিন্তু আমার বাড়ি পড়ে আছে সেই মিডৌ-তে, ওখানে আমার স্বামী-সন্তান আছে, ওদের কথা ভাবতে হবে আমার। কিন্তু তুমি এখানে, অ্যালপাইনেই থাকছ, তোমার পক্ষে কাজটা সহজ হবে। সাহায্য করবে তো মেয়েটাকে?'

'করব,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল লরা, 'কথা দিলাম।' নিজেকে সরিয়ে নিল ও, ভেজা চোখে হাসল। 'লুসি, তুমি সত্যি অনেক ভাল। আমাকে যে কতখানি স্বস্তি দিয়েছ আজ তা তুমি নিজেও জানো না।'

মৃদু হাসল লুসি ফ্রেসার। 'প্রয়োজনের সময় এভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারলে সবারই লাভ। এসো, এবার অন্য কথা বলা যাক। হাতে যখন কোন কাজ থাকে না তখন জীবনকে পূর্ণ করার জন্যে গল্প করার চেয়ে ভাল কিছু আর হয় না। স্যাক্রাম্যানতোর কথা বলো আমাকে। ওদিকে কোনদিন যাইনি আমি।'

রাতটা লরার সঙ্গে কাটাল লুসি ফ্রেসার, পরদিন সকালে জো ব্যাটলসের সঙ্গে বিদায় নিল। স্টেজ চলে যাবার পর শেরিডান হাউসের দিকে পা বাড়াল

লরা। নিজের অফিসের দরজায় দাঁড়িয়েছিল বিল ম্যাককরমিক, মিরশম পাইপের ধোঁয়ায় তার দৃঢ় চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে। লরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে। 'তুমি দেখা দেয়ার আগেও চমৎকার ছিল আজকের সকালটা,' বলল ওয়েলস ফারগো এজেন্ট, 'এখন অপরূপ হয়ে উঠল!'

শব্দ করে হাসল লরা। 'নিজেকেও এর সঙ্গে যোগ করো, স্যার! আচ্ছা, বিল, আমার শেরিডান হাউসে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'কেন, অসুবিধা কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাককরমিক, 'ওটা এখন ভাল জায়গা হয়ে গেছে।'

ঝাড়ু দিচ্ছিল বুড়ো টোরিবিয়ো গার্সিয়া। লরাকে দেখে পরিষ্কার বিস্ময়ের ছাপ পড়ল তার চেহারায়, তারপর স্পষ্ট মর্যাদাবোধের সঙ্গে সে জানতে চাইল, 'সিনেরিটা, কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'আর্মেলার সঙ্গে দেখা করতে চাই,' জবাব দিল লরা, 'সম্ভব?'

দোতলায় যাবার সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল টোরিবিয়ো গার্সিয়া। 'ওপরে, নিজের কামরাতেই আছে। ওখান থেকে কিছুতেই মেয়েটাকে বের করে আনতে পারছি না আমি। বেচারা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! তোমার অনেক দয়া, সিনোরিটা!'

আর্মেলার দরজায় প্রথমবার টোকা দিয়ে কোন সাড়া পেল না লরা। বার কয়েক কড়া নাড়ার পর অবশেষে চাপা কণ্ঠে ওকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল মেয়েটা। কামরায় হাতে গোনা কয়েকটা আসবাব দেখতে পেল লরা, তবে পরিষ্কার এবং গোছানো। বোঝা যাচ্ছে এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছিল আর্মেলা, এখন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যুগপৎ অনিশ্চয়তা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে জরিপ করল সে লরাকে। 'আমাকে লজ্জা দিতে এসেছ তুমি, না?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল মেক্সিকান মেয়েটা।

'মোটেই না,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল লরা, 'এমনি দেখতে এসেছি তোমাকে, গল্প করব তোমার সঙ্গে।'

'কিসের গল্প করতে চাও?'

'নানা বিষয়ে,' মৃদু কণ্ঠে বলল লরা, 'তার আগে বলো আমার ওখানে আর গেলে না কেন তুমি। তুমি তো জানো আমার দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা!'

চোখ মিটমিট করল আর্মেলা, কেঁপে উঠল ঠোঁটজোড়া। 'যাইনি,

কারণ—কারণ আমি খারাপ যে! আমার লজ্জার কোন সীমা পরিসীমা নেই আমার সঙ্গে যদি না মিশতে চাও তুমি!'

নিজে বিছানায় বসে শোকাকুল মেয়েটাকে জোর করে পাশে বসাল লরা। 'বোকা কোথাকার! আমাকে সব কিছু খুলে বলো দেখি।'

কাঁদতে কাঁদতে লরাকে সব বলল আর্মেলা। মাঝে মাঝে একটানা অনেকক্ষণ কাঁদল সে—নিজেকে ধিক্কার দিল। শেষে ভয়ংকর একটা কথা বলল: 'এমন···এমন···ভীতু না হলে···ঠিক আত্মহত্যা করতাম আমি!'

'দূর বোকা!' বলল লরা, 'কে বলেছে তুমি ভীতু? আত্মহত্যা কেন করবে? অমন কথা আর মুখে এনো না! তা, একটা সোনামণি আসছে তাহলে তোমার কোলে! চমৎকার! দেখো, দেখতে খুব সুন্দর হবে। ওর কত রকম জামা কাপড় লাগবে। বাচ্চাটার কোন কিছুর যাতে অভাব না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তুমি, আর্মেলা গার্সিয়া, আর আমি—আমরা দুজন আজ থেকে জামা তৈরি করার কাজে লেগে যাব, কেমন?'

জবাবে লরার হাত ধরল আর্মেলা, অশ্রু ভেজা গালে চেপে ধরল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে! ওহ্, সিনোরিটা, আমাকে আবার বেঁচে থাকার প্রেরণা দিলে তুমি!'

শেরিডান হাউস থেকে সোজা স্টোরে চলে এল লরা। উজ্জ্বল চেহারায় ওকে স্বাগত জানাল বার্নস

'তোমার অভাব খুব অনুভব করছিলাম আমরা, ম্যাম।'

'আমি তেমন মানুষ নই যে তোমরা আমার অভাব অনুভব করবে,' বলল লরা, 'আমি আসলে একটা অকর্মার ঢেঁকি! একেবারে আনাড়ি! আরও অনেক শেখার বাকি আছে আমার।'

সরাসরি হিসাব খাতায় মনোনিবেশ করল লরা। কাজের পাহাড় জমেছে। কাজ করতে করতে কখন যে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে টেরই পেল না লরা। একটা পরিচিত পায়ের শব্দে ঘোর কাটল ওর।

আরও বেশি কিছু ঘটল যেন—হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে উঠল ওর, দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো।

মাপা, দৃঢ়, নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য পদশব্দ।

পাশে এসে দাঁড়াল জ্যাক স্লেড। মুখ তুলে তাকাল লরা। দূরে কোন ট্রেইল থেকে মাত্র ফিরেছে দীর্ঘদেহী চওড়া কাঁধের মানুষটা, দীর্ঘ সময়

স্যাডলে কাটানোয় আরও ছিপছিপে হয়ে গেছে। লম্বাটে চেহারায় রোদ আর হাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট; চোখজোড়া ঠাণ্ডা, ধূসর এবং অবিচল।

এই মানুষটাই, হঠাৎ উপলব্ধি করল লরা, সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে উঠল ওর, বদলে গেল পুরো পৃথিবী···ফ্রেসার'স মিডৌ-তে সেদিন গোধূলি লগ্নে প্রথম দর্শনের পর থেকেই ওর হবে বলে স্থির হয়ে গেছে!

সহসা সব পরিষ্কার হয়ে গেল লরার কাছে, সন্দেহের অবকাশ থাকল না, ভাষায় প্রকাশ করারও প্রয়োজন ছিল না কোন, তবু একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল লরা, স্লেডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল বলল, 'জ্যাক!'

পরক্ষণে স্লেডের আলিঙ্গনে ধরা দিল লরা। ওদের জন্যে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্ত। এই গিরিভূমি ওদের পরীক্ষা করেছে, নিজের মত করে গড়ে তুলে আপন করে নিয়েছে তারপর।

'তুমি ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করতে পারতাম না আমি,' বলল স্লেড, 'ফ্রেসার'স মিডৌ-তে, তুমি যখন স্টেজ থেকে নামলে, তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই কথাটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমার!'

'তাহলে,' ওর কাঁধে মাথা রেখে বলল লরা, 'কথাটা তো আমাদের দুজনের বেলাতেই খাটে!'